চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
গৌরবের ৬৬ তম বছর
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
অনলাইন সংস্করণ : www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 1 July, 2020 ■ আগরতলা, ১ জুলাই, ২০২০ ইং ■ ১৬আষাঢ় ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

৫ জুলাই সম্পূর্ণ লকডাউন রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। করোনা মোকাবিলায় আগামী রবিবার ৫ জুলাই ত্রিপুরায় সম্পূর্ণ লকডাউনের ঘোষণা করা হয়েছে। ওইদিন সারা রাজ্যে লকডাউন কঠোরভাবে পালন করতে হবে। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘোষণা করেছেন আইন ও শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তাঁর কথায়, করোনা নিয়ে মানুষ বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন। করোনা-র প্রাদুর্ভাব ভুলে গেছেন তাঁরা। তা মোটেও উচিত নয়। তাই পুনরায় একদিনের জন্য সম্পূর্ণ লকডাউন জারি করতে বাধ্য হয়েছে রাজ্য সরকার।

এদিন তিনি দাবি করেন, গতকাল বলেছিলাম ত্রিপুরায় লকডাউন পুনরায় চালু করার বিষয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। কিন্তু পরিস্থিতির ভয়াবহতা অনুধাবন করে ত্রিপুরা সরকার এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে। তাঁর কথায়, সারা দেশের মধ্যে ত্রিপুরা করোনা মোকাবিলায় অনেকটাই ভালো অবস্থানে রয়েছে। তবুও আমরা কোনও বিষয় হাল্কাভাবে নিতে চাইছি না।

মন্ত্রীর দাবি, করোনা মোকাবিলায় কোনও ঝুঁকি নেবে না ত্রিপুরা সরকার। ফলে, করোনা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় নিয়ম কঠোরভাবে পালন করতে হবে। তিনি বলেন, মাস্ক না পড়লে জরিমানার টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। আজ থেকে মাস্ক না পড়লে প্রথম দফায় ১০০ টাকা বেড়ে হয়েছে ২০০ টাকা। দ্বিতীয় দফায় ২০০ টাকা বেড়ে হয়েছে ৪০০ টাকা। সাথে তিনি যোগ করেন, করোনা মোকাবিলায় গত ২৬ জুন থেকে ত্রিপুরায় আসা সমস্ত রেল এবং বিমানযাত্রীর নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা হচ্ছে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরাবাসীর মঙ্গলের জন্যই সম্পূর্ণ লকডাউনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কারণ করোনা নিয়ে মানুষ গা-ছাড়া দিয়েছেন। তিনি হতাশার সুরে বলেন, মানুষ করোনা-র প্রাদুর্ভাব ভুলে গেছেন। বাজারে, মাঠে-ঘাটে তাঁদের অবাধে ঘোরাফেরায় এমনটাই মনে হচ্ছে। তা মোটেও উচিত নয়। তাই, ৫ জুলাই সম্পূর্ণ লকডাউনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে, সারা জুলাই মাস জুড়েই লকডাউন লাগু থাকতে পারে, এমনটাই সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, বলেন তিনি।

নভেম্বর পর্যন্ত গরিবদের বিনামূল্যে খাদ্য সামগ্রী দেওয়া হবে ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন (হি.স.)।। করোনা-সঙ্কটের মধ্যেই দেশের দরিদ্র মানুষদের স্বস্তি দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা বাড়ানো হল নভেম্বর মাস পর্যন্ত। মঙ্গলবার জাতির উদ্দেশে ভাষণে এই ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। বিকেল চারটে নাগাদ জাতির উদ্দেশে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আনলক দ্বিতীয়তে প্রবেশ করতে চলেছি আমরা, এই সময় সর্দি-কাশি বেড়ে যায়। আপনাদের প্রতি আমার আর্জি, এই সময় সাবধানে থাকুন। প্রধানমন্ত্রী জানান, করোনা নিয়ন্ত্রণে বিশ্বের অনেক দেশের চেয়ে এগিয়ে ভারত। কিন্তু আনলক-১ শুরু হতেই সাবধানতা কমে গিয়েছে। দেশের নাগরিকদের এখনও সতর্ক থাকতে হবে। বিশেষ করে কন্টেনমেন্ট জোনগুলিতে নজর দিতে হবে। যে সব মানুষ নিয়ম পালন করছেন না, তাঁদের থামাতে হবে এবং বোঝাতে হবে। আপনারা খবরে দেখে থাকবেন, একটা দেশের প্রধানমন্ত্রীর জরিমানা হয়েছে, কারণ তিনি মাস্ক ছাড়া জনসমক্ষে বেরিয়েছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, লকডাউনের সময় দেশের কোনও মানুষের ঘরে উনুন জ্বলেনি এমন হয়নি। সরকার থেকে সাধারণ মানুষ সবাই সাহায্য করেছেন। এই তিন মাসে গরিবদের মাথাপিছু ৫ কেজি চাল অথবা ডাল এবং এক কেজি ডাল দেওয়া হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই বর্ষার সময়ে কৃষিক্ষেত্রে অনেক বেশি কাজকর্ম হয়। জুলাই থেকে ধীরে ধীরে উৎসবের মরসুম

শুরু হয়। এর পর অনেক উৎসব আসছে পরপর। উৎসবের এই সময় প্রয়োজনও বাড়ে, খরচও বাড়ে। এই কারণেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা দিওয়ালি ও ছট পুজো পর্যন্ত করে দেওয়া হবে। জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর পর্যন্ত দেওয়া হবে। গরিব পরিবারের সদস্যদের মাথাপিছু ৫ কেজি চাল/গম এবং ১ কেজি ডাল দেওয়া হবে নভেম্বর পর্যন্ত।

প্রসঙ্গত, সময় যত এগোচ্ছে ততই ভয়াবহ আকার নিচ্ছে করোনা-সংক্রমণ। দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে মৃত্যু-মিছিল। প্রতিদিনই তৈরি হচ্ছে একের পর এক সংখ্যার রেকর্ড। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৪১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ১৮,৫২২ জন। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১৬,৮৯৩ জন এবং সংক্রমিত ৫,৬৬,৮৪০ জন। প্রাণঘাতী ভাইরাসকে হারিয়ে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩,৩৪,৮২২ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৫,৬৬,৮৪০ জন (সক্রিয় করোনা রোগী ২,১৫,১২৫)। এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৬,৮৯৩। এর মধ্যেই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৩,৩৪,৮২২ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ১৬,৮৯৩ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ১৮০ জনের মৃত্যু হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে একজন, অসমে ১১ জন, বিহারে ৬২ জনের, চন্ডীগড়ে ৬ জন, ছত্তিশগড়ে ১৩ জন, দিল্লিতে ২৬৮০ জনের, গোয়া ৩ জন, গুজরাটে ১৮২৭ জনের, হরিয়ানায় ২৩২ জনের, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পনের জন্য উপজাতি রমনীকে পিটিয়ে হত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। উপজাতি জনগণের মধ্যেও গার্হস্থ্য হিংসা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। পণের দায়ে নির্যাতন, ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি সহ নানা অঘটন প্রতিদিনই ঘটে চলেছে।

উপজাতি সমাজ ব্যবস্থায় এই ধরনের হিংসাত্মক কার্যকলাপ বেড়ে চলায় সমাজপতিরাও রীতিমতো চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। ধলাই জেলার ছৈলেংটা থানাধীন দুর্জয় রোয়াজা পাড়ায় এক উপজাতি গৃহবধূকে তার স্বামী পিটিয়ে হত্যা করেছে। মৃত গৃহবধূর নাম বুলন্তি ত্রিপুরা। অভিযুক্ত স্বামীর নাম পলদা ত্রিপুরা। এই ব্যাপারে ছৈলেংটা থানায় সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা গৃহিত হয়েছে।

পুলিশ অভিযুক্ত পলদা ত্রিপুরাকে গ্রেপ্তার করেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ঘটনা বেশ কিছু দিন ধরে তাদের মধ্যে পারিবারিক কলহ চলছিল। পারিবারিক কলহেকর জেরেই পলদা ত্রিপুরা তার স্ত্রী বুলন্তি ত্রিপুরাকে প্রচন্ড মারধর করে।

তাতে বুলন্তি ত্রিপুরা গুরুতর ভাবে আহত হয়। স্থানীয় লোকজনরা তাকে প্রথমে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ছামনু হাসপাতালে নিয়ে যায়। অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় সেখান থেকে তাকে কুলাই জেলা হাসপাাতলে স্থানান্তর করা হয়।

জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বুলন্তি ত্রিপুরার মৃত্যু হয়। বুলন্তি ত্রিপুরার মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এদিকে অভিযুক্ত স্বামী পলদা ত্রিপুরার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাকুরীপ্রার্থীদের বয়সের উর্দ্ধসীমা ১ বছর বৃদ্ধির অনুমোদন মন্ত্রিসভার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। টি পি এস সি'র মাধ্যমে জুনিয়র স্টেনোগ্রাফার পার্সনাল অ্যাসিস্টেন্ট গ্রেড-টুর ১০০টি শূন্যপদ পূরণ করার জন্য অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। আজ রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এই সংবাদ জানান। তিনি জানান, এই পদে মোট অনুমোদিত পদ রয়েছে ৩৯৬টি। তারমধ্যে বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার সময় ২২৯টি পদ খালি ছিল। ইতিমধ্যেই টি পি এস সি'র মাধ্যমে ৫০টি পদে লোক নিয়োগ করা হয়েছে। বর্তমানে আরও ১০০টি পদে লোক নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী জানান, কোভিড-১৯ জনিত পরিস্থিতির কারণে টি পি এস সি ও অন্যান্য দপ্তর বিভিন্ন পদে লোক নিয়োগ করার জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা নিতে পারছেনা। এই অবস্থায় অনেক চাকুরী প্রার্থীর বয়সের সীমা পেরিয়ে যাচ্ছে। এই বিষয়টি বিবেচনা করে চাকুরীপ্রার্থীদের বয়সের উর্ধসীমা ১ বছর বাড়ানোর জন্য মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিয়েছে। তবে শুধু একবারের জন্য বয়সের উর্ধসীমাতে এই ছাড় দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ এর মধ্যে চাকুরী প্রার্থীরা যেসব পদের জন্য আবেদন করবেন, শুধু সেগুলিতেই এই সুযোগ পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী।

রাজ্যের প্রথম সিভিল ইঞ্জিনিয়ার সীমা সাহা অবসরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। রাজ্যের প্রথম সিভিল ইঞ্জিনিয়ার সীমা সাহা মঙ্গলবার অবসরে যান। তিনি ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বর্তমানে এন আই টি থেকে প্রথম মহিলা সিভিল ইঞ্জিনিয়ার এর ছাত্রী হিসাবে পাশ করেন ১৯৮৪ সালে। এরপর একই বছরের মে মাসে যোগদেন পূর্ত দপ্তরের আর এন্ড বিতে।

সেই সময় একমাত্র মহিলা ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন তিনি। সকলে তাকে সহযোগিতা করেছে। একিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার পর তাঁকে ডিভিশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এরপর ফিল্ডে গিয়ে কাজ পর্যবেক্ষণ শুরু করেন। গভীর রাত পর্যন্ত দায়িত্ব প্রতিপালন করতে হয়েছে তাঁকে। একজন মহিলা হিসাবে কিছুটা সঙ্কোচ বোধ করলেও স্বামী ছিলেন তাঁর পাশে। গুনগত মান বজায় রাখার কাজ কোন সময় আপোষ করা হয়নি বলে জানান রাজ্যের প্রথম সিভিল ইঞ্জিনিয়ার সীমা সাহা। একাধিক বড় দায়িত্ব সকলের সহযোগিতায় সম্পন্ন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দক্ষিণ জেলাতেও ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। সমগ্র বিশ্বজুরে চলছে করোনা ভাইরাসের অতিমারি। এই অতিমারির পাশাপাশি শুরু হচ্ছে ম্যালেরিয়ার প্রাদুরভাব। এই মেলেরিয়া সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনে কিছু তথ্য তুলে ধরলেন ডিস্ট্রিক মেলেরিয়া অফিসার ডাক্তার সুব্রত দাস। তিনি জানান বর্তমানে করোনা ভাইরাসের ফলে জ্বর আসলে সকলের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টিহয়। সকলের মধ্যে একটাই ভাবনা জ্বর হলে করুনা ভাইরাসের উপসর্গ।

ডাক্তার সুব্রত দাস জানান সমস্ত জ্বর করুনা ভাইরাসের উপসর্গ না। কিছু কিছু জ্বর এমনিতে হয়ে থাকে আর কিছু কিছু জ্বর মেলেরিয়া হতেপারে। তাই তিনি সকলকে জানান ম্যালেরিয়াহলে ঘরে বসে না থেকে নিকটবর্তী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে অথবা আশাকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। ডাক্তার সুব্রত দাস গতবছরের ও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ব্রিজ নির্মাণের অনুমোদন কৈলাসহর মানব বন্ধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। কৈলাসহরের সোনাামারা ও ছনতৈল মনু নদীর উপর যোগাযোগের জন্য সম্প্রতি একটি ব্রিজ নির্মাণের অনুমোদন দেয় সরকার। তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয় কৈলাসহরে। এই মানববন্ধন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি কৈলাশহর মন্ডলের সভাপতি হেমেন্দ্রকুমার দে,যুব মোর্চার সভাপতি অরূপ ধর, বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চার প্রদেশ সম্পাদিকা বিলকিস জাহান লাকি সহ অন্যান্যরা। সোনামারা এলাকায় এই মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়। বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার প্রদেশ সম্পাদিকা বিলকিস জাহান লাকি সংবাদ প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে এইদিনের কর্মসূচির উদ্দেশ্য তুলে ধরেন।

জিবির মর্গে ময়নাতদন্তের জন্য উৎকোচ দাবী, সুপারকে নালিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল জিবির মর্গে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গের কর্মীদের মোটা অংকের উৎকোচ দিতে হচ্ছে বলে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। এ ব্যাপারে জিবি হাসপাতালের সুপারের কাছে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করে ঘটনার তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে। এ ধরনের চাঞ্চল্যকর অভিযোগ পেয়ে জিবি হাসপাতালে সুপার নিজেও রীতিমতো হতবাক। জিবি হাসপাতাল সুপার ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে আশ্বস্ত করেছেন।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে উদয়পুরের চন্দ্রপুর এলাকার এক যুবককে জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসার পথে মৃত্যু হয়। জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য জিবি হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়। শনিবার মৃত যুবকের ময়নাতদন্ত হওয়ার কথা। সে অনুযায়ী মৃত যুবকের পরিবারের লোকজন হাসপাতালে মর্গে যান। মর্গের কর্তব্যরত কর্মীরা ময়নাতদন্তের জন্য রোগীর পরিবারের লোকজনদের কাছে ১০০০ টাকা উৎকোচ দাবি করে। টাকা মিটিয়ে না দিলে ময়নাতদন্ত করা হবে না বলে তারা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত বহু অনুনয়-বিনময় করে ৩০০ টাকা গুঁজে দিয়ে ময়নাতদন্তের কাজ শেষ করানো হয়। ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিল একজন বেসরকারি নিরাপত্তা কর্মী।

সেই নিরাপত্তাকর্মীর বিরুদ্ধে নানা অপবাদ দিয়ে তাকে কাছ থেকে ছাঁটাই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জুলাইয়ে সপ্তাহে একদিন রাজ্যের শহর এলাকায় বিনামূল্যে আনারস ও লেবু খাওয়াবে সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। কোভিড-১৯ জনিত পরিস্থিতিতে মানুষের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে একটি অভিনব ও বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। মন্ত্রিভার বৈঠক শেষে আজ সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এই সিদ্ধান্তের কথা জানান শিক্ষামন্ত্রীরতনলাল নাথ। তিনি জানান, বিভিন্ন পুর সংস্থার সবগুলি ওয়ার্ড, জেলা সদর এবং মহকুমা সদরে ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ ফল আনারস ও লেবু সপ্তাহে একদিন মানুষকে বিনামূল্যে খাওয়ানো হবে।

শুধু জুলাই মাসের জন্য এই

কোভিড-১৯

স্কিমটি রূপায়ণ করবে নগর উন্নয়ন দপ্তর ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর। এই কর্মসূচি রূপায়ণে রাজ্য সরকারের ব্যয় হবে ১ কোটি টাকা। এই স্কিমটির নাম দেওয়া হয়েছে প্রোগ্রাম ফর বুস্টিং পাবলিক ইমিউনিটি ইন দ্যা আরবান এরিয়াস ইন কোভিড-১৯। শিক্ষামন্ত্রী জানান, ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ ফল খাওয়ার ফলে মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যেমন বাড়বে পাশাপাশি কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফল আনারস ও লেবু বিক্রি করার সুযোগ পাবেন। স্ব-সহায়ক দলগুলিকে যুক্ত করে পুর সংস্থার প্রতিটি ওয়ার্ডে সপ্তাহে একদিন স্টল অথবা ঠেলাগাড়ি করে ফল সরবরাহ করা হবে। এতে স্ব-সহায়ক দলগুলিও কাজের সুযোগ পাবে। স্ব-সহায়ক দল নির্বাচন করবে এই প্রকল্প রূপায়ণকারী দপ্তর। সপ্তাহের কোন দিনে কোথায় স্টল খোলা হবে তাও ঠিক করবে দপ্তর। স্টল যেখানে খোলা হবে সেখানেই মানুষকে খেতে হবে।

স্ব-সহায়ক দলগুলি তাদের রিভলবিং ফাণ্ড থেকে অর্থ দিয়ে কৃষকদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আরও আটজন করোনা আক্রান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। রাজ্যে আরও ৮ জন করোনা আক্রান্ত। রবিবার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এই তথ্য দিয়েছেন। তিনি বলেন, এদিন ১০৭১ টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে ৮ জনের কোভিড -১৯ পজেটিভ এসেছে। আক্রান্তদের মধ্যে তিনজন দক্ষিণ জেলার, দুইজন পশ্চিম জেলার, একজন খোয়াই জেলার এবং দুইজন উত্তর জেলার।

রাজ্যে স্টেজ ১ চলছে, ২ এবং ৩ এখনো বাকি রয়েছে, সতর্ক করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যান অন্ন যোজনার আওতায় আগামী নভেম্বর মাস পর্যন্ত বিনামূল্যে রেশন সামগ্রী দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। এতে দেশের গরীব শ্রেনীর ৮০ কোটি ভারতবাসীর সঙ্গে ত্রিপুরার একটা বড় অংশের মানুষের অন্নের ব্যবস্থা হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। একই সাথে রাজ্যে আগামী ৫ ই জুলাই রবিবার একদিনের লকডাউন ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, এখন করোনা সংক্রমণে স্টেজ ১ চলছে। ত্রিপুরাবাসী স্টেজ ২ এবং স্টেজ ৩ এর জন্য কতটা সংযত আছে তা অনুধাবন করার জন্যই সরকারের এই সিদ্ধান্ত বলে তিনি জানান। ওইদিন সবাইকে নিজ নিজ বাড়িতে থাকার আবেদন রাখেন মুখ্যমন্ত্রী। শুধুমাত্র অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা ছাড়া অন্যান্য সবকিছু বন্ধ থাকবে বলে জানান তিনি। রাজ্যবাসির উদ্দেশ্যে এক বিডিও বার্তায় আনলক ২-তে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নভেম্বর মাস পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী ৫ মাস প্রত্যেক ব্যক্তিকে ৫ কেজি চাল বা গম এবং প্রতিমাসে এক কেজি ডাল বিনামূল্যে দেয়ার এই সিদ্ধান্তে উপকৃত হবে ত্রিপুরা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এর মধ্য দিয়ে পারিবারিকভাবে করোনা মোকাবেলার

পদ্ধতি আরও সুদৃঢ় হবে। এই যোজনায় ভারত সরকারের প্রায় ৯০ হাজার কোটি টাকা খরচ হবে বলেও উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী প্রথমে তিন লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করেন, পরবর্তী সময়ে কুড়ি লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজও আনেন। এরপর আজকের দিনে প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ অন্ন যোজনা নভেম্বর মাস পর্যন্ত অব্যাহত রাখার ঘোষণায় সব মিলিয়ে প্রায় দেড় লক্ষ কোটি টাকার যোজনা কেন্দ্রীয় সরকার এই করোনা সংকটের সময়ে ঘোষণা করলেন। তা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এর ফলে একটা বড় অংশের ভারতবাসী উপকৃত হবে, বলেন মুখ্যমন্ত্রী। দেশবাসীর উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর আবেদন সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সবাইকে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে, সামাজিক দূরত্ব মেনে চলতে হবে, অবশ্যই সেটা দুই গজের দূরত্ব অনুসরণ করতে হবে।

তিনি বলেন, ত্রিপুরাতে স্টেজ ওয়ান চলছে। স্টেজ ২ এবং ৩ এখনো বাকি রয়েছে। নিজের মাস্ক না থাকলে প্রয়োজনে গামছা অথবা রিসা ব্যবহার করার আবেদন আবারো রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে সবাইকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং সামাজিক সচেতনতা অনুসরন করে চলার পরামর্শও দেন তিনি। রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন 'কোনোভাবেই ভাবা উচিত নয় যে ত্রিপুরাতে করোনা শেষ হয়ে গেছে।' যারা বহি: রাজ্য থেকে এসেছে তাদের সঙ্গে মেলামেশা করোনার গোষ্ঠী সংক্রমণের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দিতে পারে। করোনার সংক্রমণ আটকাতে ত্রিপুরা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পানিসাগরে হেরোইনসহ পুলিশের জাল এক কারবারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে মঙ্গলবার বিকাল আনুমানিক চারটা নাগাদ পানিসাগর নগর পঞ্চায়েত অফিস সংলগ্ন আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের তিন আনি এলাকা থেকে স্থানীয় কিছু শুভবুদ্ধি সম্পন্ন যুবকের প্রচেষ্টায় এবং পানিসাগর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অভিজিৎ দাসের সহায়তায় ৩০ গ্রাম হেরোইন সহ এক পান্ডাকে আটক করতে সক্ষম হয়।

জানা গেছে, ধৃত পান্ডার নাম সুরেস চড়েই (২৫) পিতা রিলসলরিল চড়েই, বাড়ি পানিসাগর মহকুমাধীন দামছড়া থানার নরেন্দ্র নগর এলাকায়। এর কাছ থেকে মোট ত্রিশ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়। যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় তিন লক্ষাধিক টাকার মত হবে বলে অনুমান।

সাথে সাথে ধৃতকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পানিসাগর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। এন ডি পি এস এক্টে একটি মামলা নিয়ে তদন্ত জারি রাখা হয়ছে। ধারণা করা হচ্ছে আটক কৃত ব্যক্তির সাতে অন্য আরও দু এক জন তাকতে পারে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি, ৭ জুলাই রাস্তায় নামবে বামেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে আগামী ৭ জুলাই থেকে বামেরা সমগ্র ত্রিপুরায় ৪ দফা দাবিতে আন্দোলনে শামিল হচ্ছেন। সর্বভারতীয় আন্দোলন কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে এ-রাজ্যেও ৭ জুলাই থেকে আন্দোলনে নামছে বাম দলগুলো। এই কথা জানিয়েছেন দলের রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাশ। তাঁর কথায়, সিপিআইএম, সিপিআই, ফরওয়ার্ড ব্লক, আরএসপি সহ পাঁচটি বামপন্থী সংগঠন ঐক্যবদ্ধভাবে পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলনে শামিল হচ্ছে।

গৌতমবাবু অভিযোগ করেন, আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের মূল্য ক্রমাগত নিম্নমুখি। অথচ দেশে পেট্রোপণ্যের মূল্য দিন দিন বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এজন্য তিনি বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারকে দোষারোপ করেছেন। তিনি ক্ষোভের সুরে বলেন, করোনা প্রকোপের পরিস্থিতিতেও কেন্দ্রীয় সরকার পেট্রোল ও ডিজেলের উপর অতিরিক্ত শুল্ক চাপিয়ে রেখেছে। তাতে দেশে পেট্রোপণ্যের মূল্য ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর দাবি, কেন্দ্রীয় সরকার অবিলম্বে অতিরিক্ত শুল্ক প্রত্যাহার করুক। অন্যথায় দেশজুড়ে আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর আকার ধারণ করবে, হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন তিনি।

তাঁর আহ্বান, পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে প্রতিটি বামপন্থী সংগঠন সহ সমমনোভাবাপন্ন সংগঠনগুলিকে দেশব্যাপী বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হোক। এদিন ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচন নিয়ে সুর চড়িয়েছেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাশ। তিনি বলেন, করোনা সংক্রমণজনিত পরিস্থিতির কারণে সময়মতো ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচন করা সম্ভব হয়নি। রাজ্যপাল ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ পরিচালনার জন্য একজন আমলাকে প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। কিন্তু ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ একটি সাংবিধানিক সংস্থা। একজন আমলাকে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করে এডিসি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ২৫৮ ◘ ১ জুলাই ২০২০ ইং ◘ ১৬ আষাঢ় ◘ বুধবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

বর্ণবিদ্বেষের রাজনীতি

মানব সভ্যতার অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হওয়া সত্বেও মানবসমাজে বর্ণবিদ্বেষের রাজনীতি এখনো বহাল তবিয়তে চলিতেছে। কালী , কৃষ্ণ ,রাম ভক্তদের দেশেও ফর্সা হওয়ার দৌড় অব্যাহত রহিয়াছে। গোটা পৃথিবী আজ এই প্রশ্নচিহ্নের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে গায়ের রং কালো হওয়া কি অপরাধ। সুদীর্ঘকাল ধরিয়া মানব সমাজে বর্ণবিদ্বেষের রাজনীতি চলিতেছে। শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণাঙ্গদের ঘৃণা করে , ছোট করে, অপমান করে এবং হেয় প্রতিপন্ন করে। সাদা চামড়ার মানুষের এইধরনের অমানবিকতা কালো চামড়ার মানুষের কাছে নিষ্ঠুরতার শামিল।ইতিহাসের প্রেক্ষাপট খুজিয়া দেখিলে দেখা যায় ২৫লক্ষ বছর আগে আফ্রিকা হইতে জন গোষ্ঠী ছড়াইয়া পড়িয়াছিল গোটা পৃথিবীময়। তাহারা কেউ শ্বেতাঙ্গ, কেউ কৃষ্ণাঙ্গ ,আবার কারোর গায়ের রং হলুদ। আদি অনন্ত কাল হইতে পৃথিবী জুড়িয়া নানা বর্ণের মানুষের বসবাস।মানব সভ্যতার উপর শ্বেতাঙ্গরা এতটাই আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন যে শ্বেতাঙ্গ হওয়াটাই যেন অনেক বড় বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যেন শ্বেতাঙ্গ হওয়াটাই পুণর কাজ। শ্বেতাঙ্গ ই সুন্দরের অন্যতম লক্ষণ। এই ভ্রান্ত ধারণা হইতে মানবসভ্যতাকে উত্তরণের পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।আমরা যদি আমাদের ভারতবর্ষের ইতিহাসের দিকে ফিরিয়া তাকাই তাহা হইলে দেখিবো রামচন্দ্র ছিলেন নিজেও একজন শ্যাম বর্ণ। মহাভারতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব কৃষ্ণ তিনিও ছিলেন শ্যাম বর্ণ।বিশ্ব জননী মা কালিও কালো রঙ্গের। অতীত ইতিহাস বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে অতীতে উত্তরাধিকারে কৃষ্ণাঙ্গদের প্রবল প্রতিপত্তি ছিল।স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন উঠিতেছে তবু কেন শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি কৃষ্ণাঙ্গদের ওপর প্রভাব প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখাইবার চেষ্টা করিতেছে। কেন কৃষ্ণাঙ্গকে হত্যা করিবে শ্বেতাঙ্গ পুলিশ। গোটা মানব সমাজের কাছে এ এক বেদনাদায়ক তিক্ত অভিজ্ঞতা।গোটা পৃথিবীতে আজ এই জিজ্ঞাসা চিহ্নের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে কৃষ্ণাঙ্গরা কেন শ্বেতাঙ্গদের হেয় করিতেছে ,ছোট ও হীন করিতেছে। এই প্রশ্ন নিয়া আমেরিকা আজ উত্তাল।মানব সমাজে এই বর্ণ বিভাজন প্রাকৃতিক কারণেই ঘটিয়াছে। আমাদের ভারতবর্ষে একসময় আর্যরাই আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল।অনার্যদের ওপর তাহারা নিজেদের ভাষা ,শিক্ষা ,সংস্কৃতি ,বর্ণের অভিজাত্য চাপাইয়া দিয়াছিল। অনার্যরা আর্যদের ভাষা সংস্কৃতি মানিয়া নিয়াছিল ঠিকই ,কিন্তু অনার্যদের ভাষা শিক্ষা সংস্কৃতি ঐতিহ্য কোনদিন ভুলিবার নয়। কেন আমরা অনার্যদের ছোট ও নিচু করিব।অনার্য দের যে অতীত ঐতিহ্য তা ভারতের গরিমার একটি শীর্ষবিন্দু বটে।স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন তবু কেন আমরা শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা এতই অধিকৃত যে প্রসাধনীই শ্বেতাঙ্গ ভাবনা জড়াইয়া রহিয়াছে। আমাদের দেশ ভারতবর্ষে শ্বেতাঙ্গদের প্রতি অনুরাগ এক ধরনের আত্ম অবমাননা। কেননা অনার্য ভারত ,কৃষ্ণাঙ্গ ভারত আমাদের অতীত ও আমাদের ঐতিহ্য। আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের মধ্যে এই কৃষ্ণা নুরাগ রহিয়াছে। প্রায় ২০০ বছর আগে শ্বেতাঙ্গরা আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাহা কতটা দুঃখের অপমানের তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসাবে আমাদের মনে রাখিতে হইবে কৃষ্ণবর্ণের প্রতি আকর্ষণ শোভা মহিমা মায়া বিন্দুমাত্র কম নয়। আমাদেরকে সচেতন সুশিক্ষিত আলোকপ্রাপ্ত ও মানবিক হইতে হইবে।

সাদা না কালো সেটা কথা নয় ,মানুষ -এটাই যেন শেষ কথা হয়। শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ নিয়া বিবাদে লিপ্ত হইলে প্রকৃতপক্ষে কোন উন্নতি সাধিত হইবে না।আমরা পৃথিবীর যে প্রান্তেই বসবাস করি না কেন আমাদের চিন্তা করিতে হইবে আমরা সৃষ্টির সর্বপ্রধান জীব। আমাদের চিন্তাধারা হইতে হইবে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাহা হইলেই শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ ছাড়িয়া দিয়া প্রতিটি মানব কল্যাণে কাজ করিতে পারিব। মানব সভ্যতার এই উন্নয়নের শিখরে পৌঁছিয়া এই ধরনের মানসিকতা নিয়ে অগ্রসর হইতে হইবে। ইহা করিতে পারিলেই মানবসভ্যতায় আর কখনো কলঙ্কজনক অধ্যায়ের নজির স্থাপিত হইবে না।এটাই হোক মানবসভ্যতার ভূষণ।

অত্যাচারিত দলিত শ্রেণির প্রথম প্রতিবাদী বিস্ফোরণ—হুল বিদ্রোহ

অতনু কুমার সিংহ

বাংলা তথা ভারতের গণসংগ্রামের ইতিহাসে ১৮৫৫ সালে ঘটে যাওয়া 'হুল' বা সাঁওতাল বিদ্রোহ ছিল ৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম সিপাহী বিদ্রোহ'-এর পূর্বক্ষণে প্রথম গণঅভ্যুত্থান। আজ থেকে ১৬৫ বছর আগে পরাধীন ভারতবর্ষের সুবা বাংলায় বর্তমান বিহার রাজ্যের সাঁওতাল পরগণা ও পশ্চিমবঙ্গের বীরভুম -মুর্শিদাবাদ অঞ্চল (যাকে বলা হর্ত দামিন-ই কোহ' বা সংক্ষেপে 'দামিন' অর্থাৎ 'পাহাড়ের ওড়না') ছিল এই বিদ্রোহের কেন্দ্রবিন্দু।

হুল বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান কারণ সাঁওতালদের পেশার পরিবর্তনে জীবিকার পরিবর্তন। শিকারী জীবনে দিনের বেশির ভাগ সময় তাদের কেটে যেত খাদ্যসংগ্রহে---তাদের কাছে আতঙ্ক ছিল প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও হিংস্র প্রাণী। কালক্রমে খাদ্য সংগ্রহকারী সাঁওতালরা শিকারী জীবন থেকে খাদ্য উৎপাদক বা খাদ্য উৎপাদনে সহায়কের কৃষকের জীবিকা গ্রহণ করেন, সেই সঙ্গে সামাজিক ও পেশাগত প্রয়োজনে জন্ম নিয়েছিল একাধিক অন্যান্য উপজীবিকা এবং তাদের হাতে এসেছিল অফুরন্ত সময়। মোটামুটিভাবে ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষের পর থেকে বীরভূম ও বাঁকুড়ার বনাঞ্চল হাঁসিল করে পতিত জমিকে চাষযোগ্য করে তোলেন ও তাদের দলপতির অধীনে নিজ নিজ গ্রাম প্রতিষ্ঠা করতে থাকেন। 'দামিন' এলাকায় ফসলের প্রাচুর্য দেখেও সাঁওতালদের মূর্খতার সুযোগ নিয়ে ব্যাপারী ও মহাজনরা ফসল কেনাবেচার সময় ভীষণভাবে তাদের ঠকাতে শুরু করেন—কোনও জিনিস কেনার সময় 'কেনারাম' বা 'বড়বৌ' অর্থাৎ ভারী বাটখারা এবং বেচার সময় 'বেচারাম' বা 'ছোটবৌ' অর্থাৎ ছোট বাটখারা ব্যবহার করতেন। মহাজনদের কাছ থেকে সাঁওতালরা কড়া সুদে যে টাকা ধার নিতেন তা ফসল ওঠার সময় উৎপন্ন ফসল থেকে শোধ করতেন। সাঁওতালরা কুড়ি বেশি গুণতে পারতেন না। এই সুযোগে ব্যাপারী ও মহাজনরা জিনিস কেনার সময় এক বা 'রাম' থেকে উনিশ অবধি গুণে আবার 'রাম' -এ ফিরে যেতেন—এর ফলেও সাঁওতালরা হতেন সর্বস্বান্ত। সাঁওতালরা এই প্রতারণাকে 'দিক' এবং প্রতারক ব্যাপারী 'দিকু'দের এই দেশ থেকে বিতাড়িত করে বিদেশি শাসন সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করতে বিদ্রোহের ডাক দেন--- এই বিদ্রোহ ছিল শোষিত অত্যাচারিতে দলিত শ্রেণির প্রতিবাদের প্রথম বিস্ফোরণ।

অনেকে বিদ্রোহের অপর কারণ হিসেবে ১৮৫২ সালের লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ফলকেও দায়ী করেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও জমিদারি প্রথা প্রথম থেকেই ছিল ভারতের জাতীয় অগ্রগতির পরিবন্ধক--- এর সাথে যুক্ত হয় জমিদারি মহাজনদের শোষণ, এরা ছিলেন শাসকগোষ্ঠীর রক্ষাস্তম্ভ। ইংরেজ-প্রবর্তিত ভূমি ব্যবস্থায় জমির উপর সাঁওতালদের সমষ্টিগত অধিকারমূলক স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমাজের পরিবর্তে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধমে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রবর্তন করে তাদের উপর জমিগারগোষ্ঠীর শোষণকে চাপিয়ে দেওয়া হয়, আর সেই সঙ্গে খাজনার পরিবর্তে সরকারি মুদ্রার প্রবর্তন করে গ্রামাঞ্চলে ডেকে আনা হয় মহাজনী শোষণ। সাঁওতালদের এই মুক্তি আন্দোলন প্রসঙ্গে 'বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেট অফ সাঁওতাল পরগনাস'-এর উল্লেখ আছে 'সাঁওতাল বিদ্রোহের পিছনে ছিল জমির উপর একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সাঁওতালদের স্বাধীনতা স্পৃহা, যার ফলে তারা ধ্বনি তুলেছিল তাদের নিজ দলপতির অধীন সাঁওতাল রাজ্য চাই।'

জুন ৩০,১৮৫৫ চুনার মুর্মুর চার ছেলে সিধু, কানু, চাঁদ, ভৈরব নিজ গ্রাম ভগনাডিহি সহ ৪০০ গ্রামের প্রতিনিধি হিসেবে ৬০০০ সাঁওতালের এক 'গালমারাও' বা সভা আহ্বান করে। শহিদ তিলকা মাধির কন্যা আয়িমা ও পিতা চুনার মুর্মুর কাছে পূর্ববর্তী সাঁওতাল আন্দোলনের গল্প শুনে তারা আন্দোলনের উদ্বুদ্ধ হন। সাঁওতালদের দুই প্রধান নেতা সিধু ও কানু দাবি করেন ভগবান তাদের দেখা দিয়ে বলেছেন অস্ত্র হাতে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে হবে এবং বলেন, 'ঠাকুর (ভগবান) আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন এই দেশ সাহেবদের দেশ নয়। ঠাকুর স্বয়ং লড়াই করবেন'।

কানু ঘোষণা করে 'হুলা',হুলা। দিশমরে ঢারওয়াংক আসেনপে, দারোগা বানুঃক'কোয়া, সরকার বানুদেয়া । নিতঃক'দ হড় হপন বেয়াঃক্ রাজ্ হেচ্, সেটেরএনা'। অর্থাৎ 'হুল আরম্ভ হল। চারিদিকে শাল গাছের ডাল পাঠাও, দারোগা নেই, পেয়াদা নেই, অত্যাচারী মহাজন নেইষ সরকার নেই। এবার সাঁওতালদের রাজত্ব এসেছে।' অবিলম্বে প্রায় ৬০০০০ সাঁওচাল মাদল কাঁধে,তীরধনুক বগলদাবা করে সমবেত হন। দেড় থেকে দুই হাজার জনের এক-একটা বাহিনী গঠন করা হয়। সাধারণ মানুষরাও বিদ্রোহে যোগ দেন। সাঁওতালবাহিনী মহাজন ও জমিদার এবং তাদের বাড়িঘর, থানা প্রভৃতি ঔপনিবেশিকদের শাসনক্ষমতার প্রতীক সবকিছুর উপর আক্রমণ চালায়। দিঘি থানার দারোগা মহেশলাল সহ মোট ১৯ জন বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হন। বিদ্রোহীদের একটি বাহিনী বীরভূমের রাজনগরে হানা দিয়ে তৎকালীন রাজাকে সপরিবারে নগর ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করে। আর একটি বাহিনী মুরারই, নলহাটি হয়ে রামপুরহাট অভিমুখে যাত্রা করার সময় সাঁইথিয়া-সাহেবগঞ্জ লুপলাইন প্রতিষ্ঠাকালে বাঁশলৈ নদীর ধারে পলশায় রেল তৈরির কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের শিবির দখল করে।

বিদ্রোহের ব্যাপ্তি উপলব্ধি করে সরকার বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে বড় ধরনের সামরিক অভিযান সংগঠিত করেন। বাধ্য হয়ে ইংরেজ সরকারকে বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত সামরিক আইন জারি করতে হয় এবং সাঁওতাল বিদ্রোহের দমন করতে মিথ্যা প্রতারণার আশ্রয় নিতে হয়। পরিস্থিতি আরও জটিল হলে নির্মমভাবে দমন করা হয় বিদ্রোহকে। হত্যা করা হয় প্রায় পনের হাজারের বেশি সাঁওতালকে। সিধুকে বিশ্বেসঘাতকতা করে ধরিয়ে দেওয়া হয় ও ১৮৫৫ সালে আগস্ট মাসে তাঁকে হত্যা করা হয়। ১৮৬৬ -এর ফেব্রুয়ারি মাসে বিদ্রোহ যখন প্রায় স্তিমিত, সেই সময় দুর্ভাগ্যক্রমে কানু ধরা পড়েন। সংগ্রামী সাঁওতাল কৃষকদের রক্তে ভিজে লাল হয়ে যায় রাজমহল পাড়া। বীরভূমি জেলার সিউড়ির মাঠে প্রকাশ্য দিবালোকে কয়েক হাজার সাঁওতালকে গণফাঁসি দিয়ে তাদের মনোবল ভেঙে দেওয়া হয় ও তাদের মধ্যে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করা হয়।

উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ বিরোধী যে স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা, তারই প্রথম পদক্ষেপ রূপে পরিগণিত করা হয় সাঁওতাল বিদ্রোহকে। অবশ্য এর আগেও বিক্ষিপ্ত আকারে সাঁওতালরা গণসংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। হুল বা সাঁওতাল বিদ্রোহের ৭৫ বছর পূর্বে ১৭৮০ সালেল সাঁওতাল জননেতা তিলকা মুর্মু সাঁওতাল মুক্তিবাহিনী গড়ে ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম সাঁওতাল গণসংগ্রামের নেতৃত্ব দেন। এরপরে ১৮১১, ১৮২০ ও ১৮৩১ সালে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থবার সাঁওতাল গণসংগ্রামে সংগঠিত হয়। তবে এই সকল গণসংগ্রাম হুল বিদ্রোহের মতো ব্যাপক আকার ধারণ করেনি। মাত্র সাত মাস স্থায়ী হয়েছিল হুল বিদ্রোহ। সিধু, কানুর স্বপ্ন সফল না হলেও, বিদ্রোহের চূড়ান্ত সাফল্য না পেলেও তাদের আত্মদান ব্যর্থ হয়নি। ১৮৫৫ সালের ৩০ জুন ভগবানডিহিতে সংগঠিত সাঁওতাল অভ্যুত্থানের প্রতিধ্বনি শোনা যায় ১৮৬০ সালে নীল বিদ্রোহে, ১৮৭২ সালে পাবনা ও বগুড়ার অভ্যুত্থানে। ১৮৭৫-৭৬ সালে পুনা ও আমেবাদাদে কৃষক বিদ্রোহে। আজও ৩০ জুন সাড়ম্বরে দেশব্যাপী হুল বিদ্রোহের দিনটিকে স্মরণ করতে 'হুল দিবস' পালিত হয়। যদিও অধিকাংশ এলাকায় হুল দিবস দিনটি হুল উৎসবে পরিণত হয়েছে, কিন্তু একটা খেদ স্বাভাবিকভাবে থেকেই যায়, যে সিধু, কানুকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম শহিদ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হল না। পশ্চিমবঙ্গ সহ কয়েকটি রাজ্যে ৩০ জুন আধিবাসী জনগোষ্ঠীর কর্মী শিক্ষকদের জন্য বিশেষ ছুটি মঞ্জুর হলেও দিনটি সাঁওতাল বিদ্রোহের অমর শহিদের স্মরণে জাতীয় ছুটি হিসেবে পরিগণিত হল না।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

শেষ পর্যন্ত সফিকুলের ঘাড়েও হাত রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী, অভিযোগ সন্ময়ের

কলকাতা, ৩০ জুন (হি. স.) : শেখ সফিকুল ইসলামকে গ্রেফতারের সমালোচনা করলেন কংগ্রেস নেতা সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রতিবাদ চালিয়ে যাওয়ার আবেদন করেছেন সন্ময়। সন্ময় লিখেছেন, "সফিকুল ওরফে শেখ সফিকুল ইসলাম। আরামবাগ টি ভি-র পরিচালক। আরামবাগের মাটি থেকে ছোট্ট একটা ইউ টিউব চ্যানেল চালান সহযোগী সুরাজ আলি খানকে নিয়ে। ঝক ঝকে দুই তরুণ। অসম্ভব ভালো কাজ করছিলেন ইদানিং। লক ডাউন পর্বে আরামবাগ থানা থেকে ৫৭ টি ক্লাবকে টাকা বিলনোর খবরটা তাঁদেরই করা। যা ভাইরাল হয়। সরকার নিন্দিত হয়।

এরপরই আরামবাগ থানায় পরপর পাঁচটি এফআইআর হয়। প্রত্যেকটি সাজানো। এবং পরিকল্পিত। সফিকুল লক ডাউনের মধ্যেই হাইকোর্টে দুটোর জন্য জামিন পান। বাকিগুলোর অপেক্ষায় ছিলেন। সেটা পুলিশকে উকিল মারফৎ জানিয়েও রেখেছিলেন। না থেমে এরপর ধারাবাহিক ভাবে কাজও করে যাচ্ছিলেন। কিছুটা তাক লাগিয়েও দিচ্ছিলেন। হুগলীতে এমনিতেই মা মাটি মানুষ বেশ নড়বড়ে। তারপর এভাবে সফিকুলদের কামড় যন্ত্রণা বাড়াচ্ছিল শাসকের। জেলার বাইরেও দ্রুত সফিকুলদের কথা মানুষ নিচ্ছিল।

গত পরশু রাতে আরামবাগ থানায় আবার একটি ভুয়ো এফআইআর করানো হয়। রাত বারোটায় গাছ কাটার এই ভুয়ো মামলায় ভোর রাতে সফিকুলের বাড়িতে হানা দেয় আরামবাগ থানা। জঙ্গি ধরার কায়দায় মই বেয়ে দোতলায় উঠে গ্রিল ভেঙ্গে নীচে নামে পুলিশ। শাবল গাইতি রড দিয়ে মেন গেট ভেঙ্গে প্রায় ৩০ জনের গেস্টাপো বাহিনী (সশস্ত্র পুলিশ, র‍্যাফ, গুন্ডা, সিভিক) সফিকুল, তাঁর স্ত্রী-কে, সঙ্গে চার বছরের পুত্র, ৯ বছরের কন্যাকে মশারির ভেতর থেকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায় প্রায় ঘুমন্ত অবস্থায়। দুপুর বারোটায় থানা থেকে ছাড়া হয় শিশু দুটিকে। কোর্টে ভুয়ো এফআইআর পেশ করে সাত দিনের পুলিশ হেফাজত হয় সফিকুল, তার স্ত্রী এবং সুরাজ আলি খানের। আপাতত সম্প্রচার বন্ধ আরামবাগ টিভি-র। হয়ত আজই তাঁর জামিনের আবেদন হবে হাইকোর্টে। করবেন তাঁর আইনজীবী সব্যসাচী চ্যাটার্জি।

আজ হাতে পেলাম সফিকুলের বাড়ির সিসিটিভি-র ফুটেজ যা ভয়াবহ। আঁতকে ওঠার মত। গা শিউরে উঠছিল। নবান্নের নির্দেশ না পেলে এত ভয়াবহ কোনও থানা হতে পারেনা। দেখছিলাম আর ন"মাস আগের ভয়াবহ আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা মেলাচ্ছিলাম। খুব বেশী ফারাক নেই। গত রাতে ওরা পুলিশ হেফাজতে কাটিয়েছে। গতবছর ১৭ অক্টোবর এমন এক রাতে খড়দহ থানায় যে যন্ত্রণা পেয়েছিলাম তাতে ডান হাতের লেখার শক্তি অনেকটা চিরকালের মত হারিয়েছি। বা কাঁধের যন্ত্রণায় বাঁ দিক ফিরে শুতে পারিনা। তিন রাতের পুলিশ কাস্টডি অনেক কিছু কেড়ে নিয়ে গেছে আমার জীবনে। শুধু কিনতে পারেনি আমার মনের জোরটা। বরঞ্চ প্রত্যয় বাড়িয়ে দিয়ে গেছে বহু গুণ। শুধু আশা রাখব সফিকুল, সুরাজরা চোয়াল শক্ত করে রাতগুলো যুঝবে শ। আমার অভিজ্ঞতা বলেছে মমতার রোষানল শক্তি কাড়েনা, বাড়ায়। এই ধাক্কাটা কাজে লাগবে সফিকুল, মিলিয়ে নিও।

প্রস্তুতি ছাড়াই চিনা পণ্য বয়কটের ডাক নির্বাচনী প্রতারণাপূর্ণ কৌশল নয় তো!

দেবর্ষি ভট্টাচার্য

লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় আগ্রাসী সৈনিক সেনাবাহিনীর সঙ্গে সীমান্ত সংঘর্ষে ২০ জন অসীম সাহসী ভারতীয় সেনার শহিদ হওয়ার ঘটনা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক মননে সন্দেহেতীতভাবে প্রবল কষাঘাত করেছে। সেই সঙ্গে এই মর্মস্পর্শী ঘটনা দেশবাসীর মনে ব্যাপক ক্রোধেরও জন্ম দিয়েছে। যার ফলস্বরূপ কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের অনুগত পৃষ্ঠপোষকদের মতো আমজনতার মধ্যে থেকেও একটা অংশ চিনা আমদানিজাত পণ্যসামগ্রী বয়কটের কথা সোচ্চার দাবি করতে শুরু করেছেন। এই সুযোগে ভারতবর্ষ যদি পণ্য উৎপাদনে আত্মনির্ভর হয়ে ওঠার পথে আগুয়ান হয়, তবে তো আখের লাভ ভারতবাসী তথা ভারতবর্ষেরই। কিন্তু শুধুমাত্র রূপালি পর্দার সান্ধ্য ভাষণে 'আত্মনির্ভর' হয়ে ওঠার বাসনা আর বাস্তবে আত্মনির্ভরতা অর্জন করার মধ্যে যে সহস্র যোজন ফারক, একথা বোঝার জন্য নিশ্চয়ই নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ হওয়ার কোনও প্রয়োজন পড়ে না। পৃথিবীতে ঐকান্তির বাসনা আর তার বাস্তবিক প্রাপ্তির মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটা বিস্তর ব্যবধান থেকে যায়, বিশেষত সময়ের ব্যবধান তো বটেই। এক্ষেত্রও সেই ব্যবধানের ব্যাপ্তিটা সম্যকভাবে খতিয়ে দেখে না হয় বয়কটের ভাবনাচিন্তার মেরুকরণ করা যাবে।

বর্তমান ভারত ও তার অর্থনৈতিক ও বৈদেশিক নীতিকে গবীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে যে দৃশ্যমানতা ফুটে ওঠে, তা কিন্তু ভারতবাসী তথা ভারতবর্ষের আত্মনির্ভর হয়ে ওঠার পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়। আত্মনির্ভরতার পথে আগুয়ান হওয়ার অন্যতম শর্ত হল পরিকল্পনা ও পরিকাঠামো উন্নয়ন খাতে দেসের জাতীয় আয়ের একটা বড় অংশ ব্যয়িত করা যার জন্য আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর কাছে অবশ্য প্রয়োজন প্রতিরক্ষা এবং অস্ত্রসম্ভার মজুত খাতে ব্যয় সংকোচন। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে আমাদের দেশের বর্তমান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অবস্থান কিন্তু অন্য বার্তা বহন করে।

ভারতের সঙ্গে আন্তর্জাতিক স্থল সীমারেখার ভাগীদার দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান ও চিনের সঙ্গে বর্তমান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিঃসন্দেহে চরম অস্বস্তিকর। ভারতের সঙ্গে আন্তর্জাতিক স্থলসীমা ভোগকারী আর এক প্রতিবেশী বন্ধুরষ্ট্র নেপালের সেঙ্গ উত্তরাখণ্ডের লিপুলেখ, কালাপানি ও লিম্পিয়াধুরা তাদের মানচিত্রে অন্তর্ভূক্তি নিয়ে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জটিল হতে শুরু করেছে। আন্তর্জাতিক স্থল সীমারেখার অংশীদার আর এক প্রতিবেশী বন্ধুরাষ্ট্র বাংলাদেশের সঙ্গে তিস্তার জলবন্টন এবং আন্তর্জাতিক সীমান্তে বিএসএফের অতিসক্রিয়তা নিয়ে দ্বিপাক্ষি সম্পর্কে বারংবার বিঘ্ন ঘটেছে। আন্তর্জাতিক জলসীমা ভোগকারী অন্য এক প্রতিবেশী রাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা চিনের সক্রিয় প্রভাব এবং শ্রীলঙ্কাজাত তামিলদের সহেগ দীর্ঘকালীন বঞ্চনা এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সশস্ত্র সংগ্রাম নিয়ে দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক যথেষ্ট মসৃড় নয়। সুতরাং কারণ যাই হোক না কেন, ভারতের সঙ্গে নিকট প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক হয় একেবারেই তিক্ত, অথবা কোনওমতেই নিশ্চিত থাকার মতো নয়। ফলস্বরূপ,দেশের জাতীয় বাজেটের বৃহৎ অংশটাই পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং দেশজ পণ্য উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান খাতে বরাদ্দ না হয়ে প্রতিরক্ষা এবং অস্ত্রসম্ভার মজুত করার খাতে বরাদ্দ হয়ে চলেছে। দেশের আত্মনির্ভরতার সোপান সৃষ্টির কর্ম সমারোহের অপরিহার্য উপাদান হল রাষ্ট্রে সদর্থক পরিকল্পনা এবং সেই পরিকল্পনামাফিক দেশজ পণ্য উৎপাদনে সহায়ক পরিকাঠামোর ওউন্নয়ন খাতে বিনিয়োগের প্রবল উপস্থিতি। কিন্তু যদি প্রতিরক্ষা এবং অস্ত্রসম্ভার মজুত খাতে দেশের আয় বন্যার মতো ব্যয়িত হয়ে চলে, তবে আত্মনির্ভরতা প্রাপ্তির জন্য প্রস্তুতির কর্মযজ্ঞে অর্থ জোগানের সংস্থান রাষ্ট্র কোথা থেকে নির্বাহ করবে? আর ঠিক সেই কারণেই দেশের আত্মনির্ভরতার জন্য প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে উষ্ণতার বাতাবরণ বিশেষভাবে প্রয়োজন। এই চরম সত্যটা মুক্তমনে উপলব্ধি করে নিকট প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নীত করতে না পারলে আত্মনির্ভরতার তত্ত্ব কিন্তু শুধুমাত্র রূপোলি পর্দার সান্ধ্য ভাষণেই আটকা পড়ে থাকবে। হোক না সে পাকিস্তানের মতো অশান্তি সৃষ্টির মদতদাতা অথবা চিনের মতো আগ্রাসী, দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রকের কূটনৈতিক দফতরের কাজই তো আলোচনার মাধ্যমে উত্তেজনা প্রশমিত করে দেশে স্থিতাবস্থা বজায় রাখা। নইলে চিনজাত পণ্য ব্যবহার ত্যাগ করে নিজস্ব পণ্য উৎপাদন ও ভোগ করার মতো সূর্যকরোজ্জল ঝলমলে সকাল ভারতবর্ষে আসবে কী করে।

চিনা আমদানিজাত পণ্য বয়কটের হিড়িক তোলার আগে ভারত চিন ব্যবসায়ীক চিত্রের বর্তমান অবস্থাটা ভালো করে বুঝে নেওয়ার বিলক্ষণ প্রয়োজন আছে। ভারতের কাছে আমেরিকার পরে দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যবসায়ীক অংশীদার চিন। গত ১৫ জুন গভীর রাতে সীমন্তত সংঘর্ষের পরেও কিন্তু চিন ভারতের কাছে ব্যবসায়ীক প্রেক্ষিতে 'মোস্ট ফেভারড নেশন'-এর তকমা পেয়ে বসে আছে। ২০১৮ -১৯ আর্থিক বর্ষে ভারত ও চিনের মধ্যে মোট ব্যবসায়ীক লেনদেনেরে পরিমাণ ছিল ৮৭.০৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার মধ্যে ভারত থেকে চিনে রফতানর পরিমাণ ছিল ১৬.৭৫ বিলিয়ম মার্কিন জলার এবং চিন থেকে ভারতের আমদানির পরিমাণ ছিল ৭০.৩১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার । অর্থাৎ ২০১৮-১৯ আর্থিক বর্ষে ভারতের প্রেক্ষিতে চিনের সঙ্গে ব্যবসায়ীক ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৫৩.৫৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৯-২০ আর্থিক বর্ষের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত ভারত ও চিনের মধ্যে মোট ব্যবসায়ীক লেনদেনের পরিমাণ ছিল ৭৭.৯১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার মধ্যে ভারত থেকে চিনে রফজানির পরিমাণ ছিল ১৫.৫৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং চিন থেকে ভারতে আমদানির পরিমাণ ছিল ৬২.৩৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থাৎ ২০১৯-২০ আর্থিক বর্ষেও (ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত) ভারতের প্রেক্ষিতে চিনের সঙ্গে ব্যবসায়িক ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৪৬.৮৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৯-২০ আর্থিক বর্ষের খতিয়ান অনুযায়ী ভারতের মোট আমদানির ১৪.০৯ শতাংশই আমদানি করা হয়েছিল চিন থেকে যেখানে ভারতের মোট রফতারি মাত্র ৫.৩৩ শতাংশ রফতানির করা হয়েছিল চিনে।

ভারতের আমদানি-রফতানি এই পরিসংখ্যান এটাই দিকনির্দেশ করে যে আমাদের দেশ তার অভ্যন্তরীণ পণ্যের চাহিদা মেটানোর মতো যথেষ্ট পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করতে এখনও পর্যন্ত সমর্থ নয়। এছাড়াও আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই পরিসংখ্যান থেকে বেরিয়ে আসে যে, ভারতীয় পণ্য ভোক্তারা চিন থেকে আমদানিজাত পণ্য কম খরচে কিনে নিজেদের ব্যয় সাশ্রয় করে থাকে এবং অন্যদিকে চিনা পণ্য উৎপাদনকারী সংস্থা ভারতে পণ্য রফতানির মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে থাকে। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

মঙ্গলবার আগরতলা তামাক বিরোধী অভিযান চালানো হয়। ছবি- নিজস্ব।

বাংলাদেশে করোনায় রেকর্ড সংখ্যক ৬৪ জনের মৃত্যু, নতুন আক্রান্ত সর্বোচ্চ ৩,৬৮২ জন

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ৩০।বাংলাদেশে করোনা শনাক্তের ১১৫তম দিনে গত ২৪ ঘন্টায় এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে রেকর্ড সংখ্যক ৬৪ জন মৃত্যুবরণ করেছেন। এই পর্যন্ত এ ভাইরাসে মৃত্যুবরণ করেছেন ১ হাজার ৮৪৭ জন। এর আগে ১৬ জুন একদিনে সর্বোচ্চ মৃত্যুর রেকর্ড ছিল, ওইদিন ৫৩ জন মৃত্যুবরণ করেছিলেন। গতকালের চেয়ে আজ ১৯ জন বেশি মারা গেছেন। শনাক্তের বিবেচনায় আজ মৃত্যুর হার ১ দশমিক ২৭ শতাংশ। আগের দিনও এই হার ছিল ১ দশমিক ২৬ শতাংশ। গতকালের চেয়ে আজ শূন্য দশমিক শূন্য ১ শতাংশ বেশি।

মঙ্গলবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত অনলাইন হেলথ বুলেটিনে অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা এসব তথ্য জানান। অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা জানান, দেশে গত ২৪ ঘন্টায় ১৮ হাজার ৪২৬ জনের নমুনা পরীক্ষায় ৩ হাজার ৬৮২ জনের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। গতকালের চেয়ে আজ ৩৩২ জন কম শনাক্ত হয়েছেন। গতকাল ১৭ হাজার ৮৩৭টি নমুনা পরীক্ষায় শনাক্ত হয়েছিল ৪ হাজার ১৪ জন। দেশে বর্তমানে করোনা আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ১ লাখ ৪৫ হাজার ৪৮৩ জন। এ পর্যন্ত শনাক্তের হার ১৮ দশমিক ৯৮ শতাংশ। নমুনা পরীক্ষার বিবেচনায় ২৪ ঘন্টায় শনাক্তের হার ১৯ দশমিক ৯৮ শতাংশে। আগের দিন এ হার ছিল ২২ দশমিক ৫০ শতাংশ। আগের দিনের চেয়ে আজ শনাক্তের হার ২ দশমিক ৫২ শতাংশ কম।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, করোনাভাইরাসে আক্রান্তদের মধ্যে গত ২৪ ঘন্টায় হাসপাতাল এবং বাসায় মিলিয়ে সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ৮৪৪ জন। গতকালের চেয়ে আজ ২০৯ জন কম সুস্থ হয়েছেন। গতকাল সুস্থ হয়েছিলেন ২ হাজার ৫৩ জন। এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৫৯ হাজার ৬২৪ জন। তিনি জানান, আজ শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৪০ দশমিক ৯৮ শতাংশ। আগের দিন এই হার ছিল ৪০ দশমিক ৭৫ শতাংশ। আগের দিনের চেয়ে আজ সুস্থতার হার শূন্য দশমিক ২৩ শতাংশ বেশি। ডা. নাসিমা সুলতানা জানান, 'করোনাভাইরাস শনাক্তে গত ২৪ ঘন্টায় নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ১৮ হাজার ৮৬৩টি। আগের দিন সংগ্রহ করা হয়েছিল ১৪ হাজার ৪১৩টি। গতকালের চেয়ে আজ ৪ হাজার ৪৫০টি নমুনা বেশি সংগ্রহ করা হয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় দেশের ৬৬টি পরীক্ষাগারে নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ১৮ হাজার ৪২৬টি। আগের দিন নমুনা পরীক্ষা হয়েছিল ১৭ হাজার ৮৩৭টি ।গত ২৪ ঘন্টায় আগের দিনের চেয়ে ৫৮৯টি বেশি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। এ পর্যন্ত দেশে মোট ৭ লাখ ৬৬ হাজার ৪৬০টি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। তিনি বলেন, গত ২৪ ঘন্টায় মারা যাওয়াদের মধ্যে ৫২ জন পুরুষ এবং ১২ জন নারী। বয়স বিশ্লেষণে দেখা যায় যায়, ৮১ থেকে ৯০ বছরের মধ্যে ৩ জন, ৭১ থেকে ৮০ বছরের মধ্যে ১১ জন, ৬১ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে ১৬ জন, ৪১ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে ৬ জন, ৫১ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে ২১ জন, ৩১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে ৭ জন রয়েছেন। তাদের ৩১ জন ঢাকা বিভাগের, ১২ জন চট্টগ্রাম বিভাগের, ৭ জন রাজশাহী বিভাগের, ৭ জন খুলনা বিভাগের, ২ জন সিলেট বিভাগের, ২ জন বরিশাল বিভাগের এবং ২ জন ময়মনসিংহ বিভাগের। এদের মধ্যে হাসপাতালে ৫১ জন এবং বাসায় ১৩ জন মারা গেছেন।

অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা বলেন, গত ২৪ ঘন্টায় আইসোলেশনে নেয়া হয়েছে আরও ৪৪৯ জনকে এবং এ পর্যন্ত আইসোলেশনে নেয়া হয়েছে ২৬ হাজার ৫৮৭ জনকে। গত ২৪ ঘন্টায় আইসোলেশন থেকে ছাড় পেয়েছেন ৫৪৪ জন এবং এ পর্যন্ত ছাড় পেয়েছেন ১১ হাজার ৪৪০ জন। বর্তমানে আইসোলেশনে রয়েছেন ১৫ হাজার ১৪৫ জন। তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় হোম ও প্রাতিষ্ঠানিক মিলিয়ে কোয়ারেন্টাইনে নেয়া হয়েছে ২ হাজার ৫৪২ জনকে, এ পর্যন্ত কোয়ারেন্টাইনে নেয়া হয়েছে ৩ লাখ ৬৩ হাজার ৮৬৬ জনকে। গত ২৪ ঘণ্টায় কোয়ারেন্টাইন থেকে ছাড় পেয়েছেন ২ হাজার ৮৩৪ জন, এ পর্যন্ত কোয়ারেন্টাইন থেকে মোট ছাড় পেয়েছেন ২ লাখ ৯৯ হাজার ১৯৯ জন। বর্তমানে হোম ও প্রাতিষ্ঠানিক মিলিয়ে কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন ৬৪ হাজার ৬৬৭ জন।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, কেন্দ্রীয় ঔষধাগার থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী (পিপিই) ২৪ ঘন্টায় বিতরণ হয়েছে ৬ হাজার ২শ'টি। এ পর্যন্ত সংগ্রহ ২৫ লাখ ২৮ হাজার ২৪৫টি। এ পর্যন্ত বিতরণ হয়েছে ২৩ লাখ ৮৬ হাজার ৩৬৪টি। বর্তমানে ১ লাখ ৪০ হাজার ৮৮১টি পিপিই মজুদ রয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় হটলাইন নম্বরে ১ লাখ ৬০ হাজার ৩২২টি এবং এ পর্যন্ত প্রায় ১ কোটি ৩৯ লাখ ৪১ হাজার ৩৯১টি ফোন কল রিসিভ করে স্বাস্থ্য সেবা ও পরামর্শ দেয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। তিনি জানান, করোনাভাইরাস চিকিৎসা বিষয়ে এ পর্যন্ত ১৬ হাজার ৪১০ জন চিকিৎসক অনলাইনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ২৪ ঘন্টায় আরও ২ জন চিকিৎসক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। এদের মধ্যে ৪ হাজার ২১৭ জন স্বাস্থ্য বাতায়ন ও আইইডিসিয়ার'র হটলাইনগুলোতে স্বেচ্ছাভিত্তিতে সপ্তাহে ৭ দিন ২৪ ঘন্টা জনগণকে চিকিৎসাসেবা ও পরামর্শ দিচ্ছেন। ডা. নাসিমা সুলতানা জানান, দেশের বিমানবন্দর, নৌ, সমুদ্রবন্দর ও স্থলবন্দর দিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় ১ হাজার ৪৫০ জনসহ সর্বমোট বাংলাদেশে আগত ৭ লাখ ৩৬ হাজার ১৫৫ জনকে স্কিনিং করা হয়েছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পরিস্থিতি তুলে ধরে অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২৯ জুন পর্যন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী ২৪ ঘন্টায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ২৪ হাজার ৯৬২ জন। এ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন ৭ লাখ ৬০ হাজার ৮১৬ জন। ২৪ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন ৪৫৭ জন এবং এ পর্যন্ত ২১ হাজার ৭৮ জন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২৯ জুন পর্যন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী সারাবিশ্বে ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১ লাখ ৭৮ হাজার ৩২৮ জন। এ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন ১ কোটি ২১ হাজার ৪০১ জন। ২৪ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন ৪ হাজার ১৫৩ জন এবং এ পর্যন্ত ৪ লাখ ৯২ হাজার ৯১৩ জন বলে তিনি জানান।

চলমান করোনাভাইরাস পরিস্থিতির মধ্যেও মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ দেশের সব স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে গর্ভবতী মায়েদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা চালু রয়েছে উল্লেখ করে অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা বলেন, 'বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতেও দেশের সকল স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান যেমন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গর্ভবতী মায়েদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা চালু আছে। স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে নিকটস্থ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান থেকে ৪টি গর্ভকালীন সেবা নেয়া যাচ্ছে। প্রসবকালীন যেকোনো জটিলতা এড়াতে নিকটস্থ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান থেকে নিরাপদ প্রসব সেবা নিতে পারবেন।'

তিনি বলেন, দেশের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, জেলা হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এএনসি বা প্রসবপূর্ব এবং পিএনসি বা প্রসবোত্তর সেবা কর্নার আছে। যেখানে মিডওয়াইফসহ দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীরা রয়েছেন। সেখানে সকল স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে গর্ভবতী মায়েদের প্রসবপূর্ব ও প্রসবোত্তর সেবা দেয়া হচ্ছে। প্রতিটি এএনসি-পিএনসি কার্ডে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের মোবাইল নম্বর দেয়া হচ্ছে। যেকোনো প্রয়োজনে যোগাযোগ এবং মোবাইল সেবা গ্রহণ করতে পারেন।

গর্ভকালীন পাঁচটি বিপদচিহ্ন যেমন- চোখে ঝাপসা দেখা বা তীব্র মাথাব্যথা হওয়া, খিঁচুনি হওয়া, প্রসবের পূর্বে হঠাৎ রক্তপাত হওয়া, ভীষণ জ্বর হওয়া এবং প্রসব বিলম্বিত হওয়া এগুলোর যেকোনো একটি উপসর্গ দেখা দিলে সাথে-সাথে নিকটস্থ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান বা স্বাস্থ্যকর্মীর সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেন তিনি। গর্ভবতী মায়ের প্রতি পরিবারের সদস্যদের বিশেষ যত্ন নেয়ার পরামর্শ দিয়ে অতিরিক্ত মহাপরিচালক বলেন, 'নিয়মিত পুষ্টিকর খাদ্য যেমন- টাটকা ফল, শাকসবজি, আমিষ সমৃদ্ধ খাবার, বিভিন্ন প্রকার ডাল,মাছ-মাংস-ডিম-দুধ খেতে দেবেন। স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে গর্ভকালীন বেশি পরিমাণে খাবার দিতে হবে। গর্ভস্থ শিশুর বয়স যত বাড়বে, সাথে-সাথে খাবারও বাড়াতে হবে। স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে প্রথম ৩ মাসে ১০০ থেকে ২০০ ক্যালোরি খাবার বেশি দরকার, দ্বিতীয় ৩ মাসের সময় ২০০ থেকে ৪০০ ক্যালরি এবং তৃতীয় ৩ মাসের সময় স্বাভাবিকের চেয়ে ৪০০ ক্যালরির বেশি খাবার গর্ভবতী মায়েদের প্রয়োজন। মাছ, মাংস, ডিম ভালোভাবে সিদ্ধ করে খেতে হবে। কাঁচা দুধ খাওয়া যাবে না। খাওয়ার আগে ফলমূল এবং রান্নার আগে সবজি ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে।'

করোনাভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে সবাইকে ঘরে থাকা, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, জনসমাগম এড়িয়ে চলা, সর্বদা মুখে মাস্ক পরে থাকা, সাবান পানি দিয়ে বারবার ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধোয়া, বাইরে গেলে হ্যান্ড গ্লাভস ব্যবহার, বেশি-বেশি পানি ও তরল জাতীয় খাবার, ভিটামিন সি এবং ডি সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া, ডিম, মাছ, মাংস, টাটকা ফলমূল ও সবজি খাওয়াসহ শরীরকে ফিট রাখতে নিয়মিত হালকা ব্যায়াম এবং স্বাস্থ্য অধিদফতর ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ-নির্দেশনা মেনে চলার অনুরোধ জানানো হয়। তিনি বলেন, ধূমপান থেকে বিরত থাকতে হবে, কারণ তা অতিরিক্ত ঝুঁকি তৈরি করে।

বাংলাদেশের সাংবাদিকদের করোনাকালীন সহায়তা চেক বিতরণ করলেন তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ৩০।বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত সাংবাদিকদের করোনাকালীন সহায়তা চেক বিতরণ করছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড় হাছান মাহমুদ।

মঙ্গলবার বিকেলে রাজধানীর কাকরাইলে বাংলাদেশ প্রেস ইন্সটিটিউট-পিআইবি সেমিনার কক্ষে বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের চেয়ারম্যান তথ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে উপস্থিত সীমিতসংখ্যক সাংবাদিক ও তাদের পরিবারের মাঝে করোনাকালীন সহায়তার প্রথম পর্যায় ও ট্রাস্টের নিয়মিত সহায়তা চেক বিতরণ করেন।

সরকার প্রধান শেখ হাসিনাকে সাংবাদিকবান্ধব প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বর্ণনা করে ড় হাছান তার বক্তৃতায় বলেন, 'করোনা মহামারির শুরু থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের আপামর মানুষের জন্য দেশের ইতিহাসে বৃহত্তম ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করছেন, এখন পর্যন্ত ৭ কোটির বেশি মানুষ সরকারি সহায়তার আওতায় এসেছে। পাশাপাশি, করোনার সম্মুখযোদ্ধাদের জন্য বিশেষ সহায়তার আওতায় সাংবাদিকদের বিষয়েও নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।' প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনানুসারে দীর্ঘদিন ধরে কর্মহীন, করোনাকালে চাকুরি হারানো ও বেতন না পাওয়া এই তিন অসুবিধায় নিপতিত সাংবাদিকদের এককালীন ১০ হাজার টাকা করে সহায়তা দেয়া হচ্ছে, জানান তথ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন, 'প্রাথমিক পর্যায়ে দেড় হাজার সাংবাদিক এ সহায়তা পাবেন এবং এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। উপযুক্ত যারা প্রথম পর্যায়ে বাদ পড়বেন, ক্রমান্বয়ে তারাও এ সহায়তা পাবেন।' করোনাকালীন বিশেষ সহায়তা ছাড়াও ২০১৯-২০ অর্থবছরে সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের নিয়মিত বরাদ্দ ১ কোটি ৬৯ লাখ ২৫ হাজার টাকা থেকে ১৯৯ জন সাংবাদিক ও তাদের পরিবারকে সহায়তা দেয়া হচ্ছে, উল্লেখ করেন মন্ত্রী। দল-মত নির্বিশেষে সারাদেশের সাংবাদিকদের এ সহায়তা দেয়া হচ্ছে জানিয়ে ড় হাছান মাহমুদ বলেন, 'আমরা মনে করি, রাষ্ট্র সবার। সুতরাং রাষ্ট্রের সহায়তা সবাইকে পেতে হবে- সে আমাদের দলের সমর্থক না হোক, আমাদের সরকারের কড়া সমালোচক হোক বা সভা-সমিতিতে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রীসহ সকলের সমালোচনা করুক। রাষ্ট্রের বাড়ানো সহযোগিতার হাত তার কাছেও পৌঁছুতে হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।' তথ্যমন্ত্রী তার নির্দেশনানুসারে দল-মত নির্বিশেষে তালিকা প্রণয়নের জন্য সাংবাদিক ইউনিয়নদের ধন্যবাদ জানান।

সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের পক্ষ থেকে এসময় করোনা ও করোনা উপসর্গে মৃত্যুবরণকারী দৈনিক বাংলাদেশ খবরের চিত্রগ্রাহক এম মিজানুর রহমান, দৈনিক ভোরের কাগজের স্টাফ রিপোর্টার আসলাম রহমান ও দৈনিক সময়ের আলো'র প্রধান প্রতিবেদক হুমায়ুন কবীর খোকন-তিন সাংবাদিকের পরিবারপ্রতি তিন লাখ টাকার চেক হস্তান্তর করেন ড় হাছান। এছাড়া, তিনি করোনাকালীন সহায়তার প্রতীকী চেক বিতরণ করে প্রাথমিক পর্যায়ের সহায়তার সূত্রপাত করেন।

বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও পিআইবি'র মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদের সভাপতিত্বে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন-বিএফইউজে সভাপতি মোল্লা জালাল, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন-ডিইউজে সভাপতি কুদ্দুস আফ্রাদ ও সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ আলম খান তপু বক্তব্য রাখেন।

বিএফইউজে সভাপতি মোল্লা জালাল বলেন, ভারত, পাকিস্তান বা নেপালসহ উপমহাদেশের কোথাও সাংবাদিকদের জন্য এধরণের সহায়তার নজীর নেই। সরকারের এ উদ্যোগের জন্য সাংবাদিক সমাজের পক্ষ থেকে তিনি প্রধানমন্ত্রী ও তথ্যমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

সহায়তাপ্রাপ্ত সাংবাদিক ও তাদের পরিবারের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন গোলাম মহিউদ্দিন খান ও প্রয়াত সাংবাদিক হুমায়ুন কবীর খোকনের স্ত্রী শারমিন সুলতানা রিনা। ট্রাস্টের সদস্য সচিব মো. মাহফুজুল হকসহ চেকপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের একাংশ এ অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

বাংলাদেশ সরকারের নতুন নির্দেশনা: কেবল গুরুতর এলাকা লকডাউন

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ৩০।মহামারি করোনা ভাইরাসের কারণে গুরুতর বা অধিক সংক্রমিত এলাকা চিহ্নিত করে কেবল সেই এলাকা লকডাউন করার নতুন নির্দেশনা দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ মঙ্গলবার (৩০ জুন) রাতে করোনা ভাইরাসজনিত রোগ কোভিড-১৯-এর বিস্তার রোধকল্পে শর্তসাপেক্ষে সার্বিক কার্যাবলী/চলাচলে নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ ০৩ আগষ্ট পর্যন্ত বাড়িয়ে যে নির্দেশনা জারি করে তাতে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়।এই ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে ২৬ মার্চ থেকে ৩০ মে পর্যন্ত টানা সাধারণ ছুটি শেষে ৩১ মে থেকে ১৫ জুন পর্যন্ত চলাচল সীমিত করে অফিস-আদালত এবং গণপরিবহন ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়া হয়। সেই মেয়াদ পরে ৩০ জুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়। তবে এখন ছুটি এড়িয়ে বিস্তর এলাকার পরিবর্তে গুরুতর সংক্রমিত এলাকা লকডাউনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এরই ধারাবাহিকতায় পূর্ব রাজাবাজার ১২ জুন থেকে লকডাউন করা হয়। আর ৪ জুলাই থেকে ২১ দিনের লকডাউন করা হচ্ছে ওয়ারী এলাকার একাংশ। এসব এলাকায় সাধারণ ছুটিও ঘোষণা করা হয়েছে।

লকডাউন নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নতুন নির্দেশনায় বলা হয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর প্রণীত 'কোভিড -১৯ সংক্রমণ ঝুঁকি জোনভিত্তিক লকডাউন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন কৌশল/গাইড' অনুসরণ করে জোনিং সিস্টেম বাস্তবায়ন করতে হবে। 'রেড জোন ঘোষণা করে সে এলাকায় কেবল গুরুতর সংক্রমিত পরিসীমাকে লকডাউনের আওতায় আনতে হবে।'এতে আরও বলা হয়, সেখানে সর্বসাধারণের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি - বিষয়াদিব সরবরাহ/প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এ বিষয়ে সুস্পষ্ট অনুমোদন ও নির্দেশনা দেবে। সিটি করপোরেশন এলাকায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য এলাকায় জেলা প্রশাসন এ সংক্রান্ত কার্যাবলীর সার্বিক সমন্বয় করবে।

রাত ১০টা থেকে ৭ ঘন্টা বাসস্থানের বাইরে যাওয়া নিষেধ : বাংলাদেশের মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ৩০।।করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে সীমিত চলাচলের নতুন নির্দেশনায় বাসস্থানের বাইরে থাকার সময় বেড়েছে তিন ঘণ্টা। মঙ্গলবার (৩০ জুন)বাংলাদেশের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নতুন নির্দেশনায় বলা হয়েছে, রাত ১০টা থেকে সকাল ৫টা পর্যন্ত অতীব জরুরি প্রয়োজন ব্যতীত (প্রয়োজনীয় ক্রয়-বিক্রয়, কর্মস্থলে যাতায়াত, ওষুধ ক্রয়, চিকিৎসাসেবা, মরদেহ দাফন/সৎকার ইত্যাদি) বাসস্থানের বাইরে আসা যাবে না। 'বাসস্থানের বাইরে মাস্ক পরিধান করা, পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখা ও অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায়

ছয়ের পাতায়

ফের এক পুলিশকর্মী সহ করোনায় আক্রান্ত আশাকর্মী, গণ-সংক্রমণের আতঙ্ক পাথারকান্দিতে

পাথারকান্দি (অসম), ৩০ জুন (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি নির্বাচন ক্ষেত্র জুড়ে প্রায় প্রতিদিন বাড়ছে অতিমারী করোনা ভাইরাসের হামলা। বিধায়ক, এক পুলিশকর্মীর পর এক মহিলা সহ আরও দুই ব্যক্তি আক্রান্ত হয়েছেন কোভিড-১৯ সংক্রমণে। অথচ তাঁদের কোনও ট্র্যাভেল হিস্ট্রি নেই। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে একজন পুলিশ কর্মী এবং অন্যজন আশাকর্মী। একই সঙ্গে পাথারকান্দি কলেজ কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের তিন পরিযায়ী শ্রমিকের দেহেও করোনার জীবাণু ধরা পড়েছে।

এই খবর চাউর হলে গোটা পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। জানা গেছে, পাথারকান্দি থানার ইউবি সিপাহি সাব উদ্দিন (৩৯) গত কয়োকদিন ধরে পাথারকান্দি সেন্ট্রাল পাবলিক স্কুলের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। গত কয়েরকদিন আগে থানার সমস্ত কর্মীদের সঙ্গে সিপাহি সাব উদ্দিনেরও সোয়াব সংগ্রহ করা হয়। তবে প্রথম থেকেই পুলিশ কর্মীটির শরীরে কোনও ধরনের করোনাজনিত লক্ষণ ছিল না। গতকাল তাঁর থ্রোট সোয়াব টেস্টের রিপোর্ট পজিটিভ আসার পর এদিনই সন্ধ্যায় তাঁকে জেলা প্রশাসনের নির্দেশে করিমগঞ্জ কোভিড হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। আক্রান্ত এই পুলিশ কর্মীর বাড়ি রাতাবাড়ি থানধীন আনিপুরে।

অন্যদিকে পাথারকান্দি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অধীন স্বাস্থ্য পরিষেবার কাজে নিয়োজিত আশাকর্মী জনৈক অঞ্জুরানি দে (৫২)-র শরীরে করোনা পজিটিভ ধরা পড়ায় তাঁকেও জেলা কোভিড হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে। তাঁর বাড়ি পাথারকান্দি থানার অন্তর্গত দক্ষি হৈতরখা গ্রামে। জানা গেছে, গত ২২ জুন এই আশাকর্মীর সোয়াব সংগ্রহ করা হয়েছিল।

তাছাড়া, একইভাবে গতকাল পাথারকান্দি কলেজ কোয়ারেন্টাইনের আরও তিন পরিযায়ী শ্রমিকের করোনা পজিটিভ ধরা পড়ার পর তাঁদেরকেও সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার জন্য করিমগঞ্জ কোভিড হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এরা হলেন আনসারি শাহ (২২), হুসেন আহমেদ (২৫) এবং ফারুখ হুসেন (৩১)। তাদের বাড়ি যথাক্রমে পাথারকান্দি থানাধীন সলগই, বৈঠাখাল এবং কলকলিঘাটে।

এ নিয়ে এখন পর্যন্ত পাথারকান্দিতে মোট আক্রান্তের সংখ্যা পৌঁছেছে ৪৬-এ। করোনাতঙ্কিত স্থানীয়রা বলেছেন, কোনও ট্র্যাভেলিং হিস্ট্রি ছাড়াই পাথারকান্দির বিধায়ক সহ বাজারিছড়ার পুলিশ কর্মীর করোনায় আক্রান্তের পর এবার একই ভাবে নতুন করে এক পুলিশ ও আশাকর্মীর শরীরে করোনার ভাইরাস ধরা পড়েছে। এটা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। প্রশাসনের গরিমসি এবং স্বাস্থ্য বিভাগের খামখেয়ালির কারণে গোটা পাথারকান্দি এলাকায় করোনা ভাইরাস গোষ্ঠী সংক্রমণের পথে অগ্রসর হচ্ছে। তাই করোনার হামলা মোকাবিলা করতে প্রশাসনকে আরও কঠোর হওয়ার পাশাপাশি সকলকে মুখে মাস্ক পরিধান করা, হাটবাজার বন্ধ রাখা এবং গাড়িঘোড়ায় ভিড় কমানোর জন্য জেলাশাসকের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন পাথারকান্দির আতঙ্কিত সচেতন নাগরিকরা।

করোনা আক্রান্ত আমির খানের বাড়ির ৭ কর্মী

মুম্বাই, ৩০ জুন (হি. স.) : করোনা আক্রান্ত আমির খানের বাড়ির ৭ জন কর্মী। মঙ্গলবার ইনস্টাগ্রামে পোস্টে একথা জানান আমির খান। অভিনেতার বাড়ির সাত করোনা আক্রান্ত স্টাফের মধ্যে দু'জন আমিরের রাঁধুনি।

তিনি জানিয়েছেন, তিনি এবং তাঁর পরিবারের বাকি সদস্যদের ফলাফল নেগেটিভ এসেছে। তবে আমির খান জানিয়েছেন যে মঙ্গলবার সকালে পোস্টটি শেয়ার করার সময় তিনি তাঁর মাকে করোনা পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাচ্ছিলেন। আমির তাঁর পোস্টে লিখেছিলেন, "এটি আপনাদের

ছয়ের পাতায়

দল নিবন্ধনের প্রসঙ্গ নিয়ে ইসিতে যাচ্ছে বিএনপি

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ৩০।।রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের খসড়া আইন নিয়ে আলোচনা করতে আজ বুধবার (০১ জুলাই) নির্বাচন কমিশনে (ইসি) যাচ্ছে বিএনপি। প্রথমবারের মতো দল নিবন্ধনের পৃথক আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়ে এতে কিছু শর্ত সহজ এবং কিছু শর্ত কঠিন করার পরিকল্পনা নিয়েছে সংস্থাটি।

বিএনপির গণমাধ্যম শাখার কর্মকর্তা শায়রুল কবীর বলেন, বুধবার বিকেল ৩টায় ইসির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দলের একটি প্রতিনিধি দল নির্বাচন ভবনে যাবে। তিন সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেবেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল। ২০০৮ সালের নবম সংসদ নির্বাচনের আগে এটিএম শামসুল হুদার নেতৃত্বাধীন তৎকালীন কমিশন দল নিবন্ধনের জন্য বিধানযুক্ত করে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে। এতে নিবন্ধন পেতে তিনটি প্রধান শর্ত জুড়ে দিয়ে যে কোনো একটি পূরণ করতে বলা হয়। বর্তমান কেএম নূরুল হুদার কমিশন সেই তিনটি শর্তের মধ্যে অন্তত দুটি পূরণ করার জন্য বিধান রেখে নতুন আইন প্রণয়নে হাত দিয়েছে। এছাড়া ২০২০ সালের মধ্যে বাধ্যতামূলকভাবে সব পর্যায়ের কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারীপদ পূরণের যে বিধান ছিল, তা তুলে দিয়ে তা নারীপদ পূরণের বিষয়টি দলের মর্জির ওপর ছেড়ে দিচ্ছে। এক্ষেত্রে বলা হচ্ছে- দল তার গণঠতন্ত্রে উল্লেখ করবে, কতদিনের মধ্যে সকল পর্যায়ের কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারীপদ পূরণ করবে এবং প্রতিবছর সেই সিদ্ধান্তের অগ্রগতি সম্পর্কে ইসিকে অবহিত করবে। এছাড়াও দল নিবন্ধনের জন্য একগুচ্ছ শর্ত রাখা হচ্ছে প্রস্তাবিত নতুন আইনে। নির্বাচন কমিশন আইনের খসড়াটি নিবন্ধিত দলগুলোর কাছে মতামত দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছে। এছাড়া আগামী ৭ জুলাইয়ের মধ্যে নাগরিক সমাজকে মতামত দেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছে।

বর্তমানে নির্বাচন কমিশনে ৪১টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল রয়েছে। নির্বাচনে অংশ নিতে চাইলে অবশ্যই ইসিতে দল হিসেবে নিবন্ধন নিতে হয়। এজন্য প্রতি সংসদ নির্বাচনের আগে নিবন্ধন নেওয়ার জন্য আবেদনের আহ্বান জানিয়ে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করে কমিশন।

মঙ্গলবার আগরতলায় সিপিআই কর্মকর্তারা এক গণ অবস্থান পালন করেন। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

বন্ডের অতিথি প্রিন্স হ্যারি ও মেগান মার্কেল

ড্যানিয়েল ক্রেগের শেষ বন্ড সিনেমা ‘নো টাইম টু ডাই’ যুক্তরাজ্যে মুক্তি পাবে ১২ নভেম্বর। আর যুক্তরাষ্ট্রে ২০ নভেম্বর। মজার ব্যাপার হচ্ছে, যুক্তরাজ্যে ছবিটির প্রিমিয়ারে, ‘লন্ডন লাঞ্চ’—এ অংশ নেবেন ডিউক অ্যান্ড ডাচেস অব কেমব্রিজপ্রিন্স উইলিয়ামস ও কেট মিডলটন। অন্যদিকে রাজপরিবারকে বিদায় বলা প্রিন্স হ্যারি ও মেগান মার্কেলও কম যান না! লন্ডনে প্রিমিয়ারের এক সপ্তাহ বাদে এই জুটি অংশ নেবেন ‘নো টাইম টু ডাই’—এর যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে প্রিমিয়ারে।

অর্থাৎ, সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে, প্রযোজকের আমন্ত্রণে বিশেষ অতিথি হয়ে রাজপরিবারের দুই ছেলেই সস্ত্রীক যাচ্ছেন বন্ডের ২৫তম ছবির প্রিমিয়ারে। প্রিন্স উইলিয়ামস ও কেট মিডলটন যাবেন লন্ডনের প্রিমিয়ারে, প্রিন্স হ্যারি ও মেগান মার্কেল যাবেন নিউইয়র্কের লস অ্যাঞ্জেলেসের প্রিমিয়ারে। ব্রিটিশ রাজপরিবারের দুই ভাই, প্রিন্স চার্লস ও প্রিন্সেস ডায়ানার দুই পুত্র, তাঁদের স্ত্রীকে নিয়ে দুই দেশে একই ছবির প্রিমিয়ার অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হয়ে যাচ্ছেন, এমনটিই জানিয়েছে ‘দ্য হলিউড রিপোর্টার’। তবে প্রতিবেদনে এমনটাও আশঙ্কা করা হয়েছে যে দুই ভাই ও তাঁদের স্ত্রীদের মানসিক দ্বন্দ্বের কারণে ডিউক অ্যান্ড ডাচেস অব কেমব্রিজ তারকাবহুল ওই অনুষ্ঠানে না-ও অংশ নিতে পারেন।চলতি বছরের এপ্রিলেই মুক্তি দেওয়ার কথা ছিল ড্যানিয়েল ক্রেগ ও রামি মালেক অভিনীত ‘নো টাইম টু ডাই’। কিন্তু সেই সময় করোনা পরিস্থিতির কারণে পিছিয়ে দেওয়া হয় ছবি মুক্তির তারিখ। অন্যদিকে, চলতি বছরের জানুয়ারিতেই প্রিন্স হ্যারি (৩৫) ও তাঁর স্ত্রী মেগান মার্কেল (৩৮) আকস্মিক এক ঘোষণায় রাজকীয় দায়িত্ব ছেড়ে দেন। এই সিদ্ধান্তের ফলে মা রাজকুমারী ডায়ানা ব্রিটিশ রাজপরিবারে যে ধরনের টানাপোড়েনের জন্ম দিয়েছিলেন, তাঁর পুত্র হ্যারি সম্ভবত তার চেয়েও বড় সংকটের জন্ম দিয়েছেন বলে সংবাদ প্রকাশ করেছে বিবিসি। মেগানের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে রাজপরিবারের রীতিনীতি, ঐতিহ্য দ্বন্দ্ব তৈরি করছিল বলে জানিয়েছিল এই সংবাদমধ্যম। কেটের সঙ্গে মেগানের দূরত্বও প্রকাশ্যেই একাধিকবার স্পষ্ট হয়েছে। স্বাধীনভাবে জীবনযাপনের জন্য রাজপরিবার ছেড়ে প্রিন্স হ্যারি ও মেগান কিছুদিন কানাডা থাকেন, সেখান থেকে স্থায়ী হয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রে, লস অ্যাঞ্জেলেসে। হলিউডেই ক্যারিয়ার গড়তে চান ছোট ও বড় পর্দার তারকা মেগান। আর সেই যাত্রায় স্ত্রীর পাশে থাকবেন বলে কথা দিয়েছেন প্রিন্স হ্যারি।

করোনা পৌঁছে গেছে আমিরের বাড়িতে

ভারতে কোভিড---১৯---এর তাণ্ডব বাড়ছে। করোনার দাপটে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি বলিউড তারকারাও রীতিমতো চিন্তিত ও আতঙ্কিত। কাজ শুরু হলেও এখনো অনেক তারকা নিজেদের বাড়িতে কোয়ারেন্টিনে। নিজেরা তো লকডাউন মানছেনই, ভক্তদেরও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করছেন। এর মধ্যে নতুন করে বিপাকে পড়েছেন আমির খান। বেশ কয়েকজন কর্মচারী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন বলে ইনস্টাগ্রামে জানালেন তিনি নিজেই।

আক্রান্ত কর্মীরা প্রত্যেকেই তাঁর বাড়িতে কাজ করেন। তবে আমিরের পরিবারের কোনো সদস্যে এখন পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হননি বলে নিশ্চিত করেছেন এ তারকা। দুপুরে তিনি তাঁর মাকে করোনা পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাচ্ছিলেন বলে জানান। তাঁর মায়ের করোনা পরীক্ষার ফলও যাতে নেগেটিভ আসে, তার জন্য সবাইকে দোয়া করার অনুরোধ জানান মি. পারফেকশনিস্ট খ্যাত এ বলিউড তারকা।আজ মঙ্গলবার দুপুরে এ বিষয়ে একটি ইনস্টাগ্রাম পোস্ট করেন আমির খান। সেখানেই তিনি জানান যে তাঁর

কয়েকজন কর্মচারী করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। আক্রান্ত কর্মীদের একটি মেডিক্যাল ব্যবস্থাপনায় কোয়ারেন্টিন করা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। তাঁর পরিবারের সদস্যদের করোনা পরীক্ষার ফল নেগেটিভ বলেও জানান লাগন তারকা।

নিজের ইনস্টাগ্রাম পোস্টে আমির লেখেন, ‘সবাইকে জানাচ্ছি, আমার কয়েকজন কর্মী করোনা পজিটিভ হয়েছেন। রিপোর্ট আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের কোয়ারেন্টিন করা হয়েছে। আমার পরিবারের অন্যদের করোনা পরীক্ষার ফল নেগেটিভ এসেছে। বিএমসি কর্মী এবং কোকিলাবেন হাসপাতালের কর্মচারীরা যেভাবে সাহায্য করেছেন, তার জন্য তাঁদের অনেক ধন্যবাদ।’

আমির খানের বাড়িতে তাঁর মা এবং স্ত্রী ও তিন ছেলেমেয়ে আছে। ২০০৫ সালে চিত্রপরিচালক কিরণ রাওকে বিয়ে করেন আমির খান। তাঁর ও কিরণের আজাদ নামে একটি শিশুপুত্র আছে। এ ছাড়া আগের স্ত্রী রিনা দত্তার সঙ্গে তাঁর আরও একটি মেয়ে ও একটি ছেলে রয়েছে। আমির ও রিনার মেয়ের নাম ইরা এবং ছেলের নাম জুনায়েদ।এর আগে ১৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ভালোবাসা দিবসে আমির সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ‘লাল সিং চাড্ডা’ ছবিতে কারিনা কাপুর খানের চরিত্রের একটি স্থিরচিত্র প্রকাশ করেছিলেন। ‘লাল সিং চাড্ডা’ নির্মিত হয়েছে টম হ্যাঙ্কস অভিনীত ১৯৯৪ সালের হলিউড ছবি ‘ফরেস্ট গাম্প’-এর রিমেক হিসেবে। সেখানে ফরেস্ট গাম্প চরিত্রের ভারতীয় সংস্করণ লাল সিং হিসেবে দেখা যাবে আমিরকে।

বলিউডের ছবিতে বিদেশি তারকারা

ইরফান খান, নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকি, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া কিংবা দীপিকা পাড়ুকোনের হলিউডে যাত্রার খবর বেশ জোরেশোরেই শোনা যায়। কিন্তু অতিথি চরিত্র হোক কিংবা মূল চরিত্রে হলিউড কিংবা বিদেশি তারকাদেরও যে পদধূলি পড়েছে বলিউডে, তার খবরও আছে। হলিউড তারকাদের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছেন, যাঁরা বলিউডের ছবিতে কাজ করতে ইচ্ছুক। কারণ, এটি বিশ্বের অন্যতম চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রি। চলুন এই বেলা জানা যাক, বলিউডের ছবিতে অতিথি চরিত্র কিংবা প্রধান চরিত্রে অভিনয় করা কিছু বিদেশি তারকার খবর।

উইল স্মিথ

ভারতীয় গণমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমসের লিডারশিপ সামিটে অংশ নিতে এসেছিলেন হলিউড তারকা উইল স্মিথ। সেখানেই জানান, হিন্দি ছবির নাচে পা ফেলা তাঁর অনেক দিনের শখ। সেই শখ পূরণ করতে করণ জোহর এগিয়ে এলেন। তখন চলছিল ‘স্টুডেন্ট অব দ্য ইয়ার টু’ ছবির শুটিং। সেই ছবিতেই টাইগার শ্রফ, অনন্যা পান্ডে আর তারা সুতারিয়ার সঙ্গে একেবারে বলিউডি আদলে নাচলেন ‘পারস্যুইট অব হ্যাপিনেস’ অভিনেতা।

সিলভেস্টার স্ট্যালোন

২০০৯ সালের কথা। অক্ষয় কুমার ও কারিনা কাপুর খানের ছবি ‘কমবখত ইশক’ চলছে সিনেমা হলে। কারিনা কাপুর খান পড়েছেন ডাকাতদের কবলে। ডাকাতদের কবল থেকে উদ্ধার করবেন নায়ক। কিন্তু সেখানে দেখা গেল এমন একজনকে, তাঁকে দেখে চমকে উঠলেন দর্শকেরা। তিনি আর কেউ নন, সিলভেস্টার স্ট্যালোন। বলিউড তারকাদের সঙ্গে স্ট্যালোনের সম্পর্কও ভালো। বিশেষ করে সালমান খানের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব রয়েছে।

বেন কিংসলে

ব্রিটিশ অভিনেতা কিংসলে মূলত মঞ্চাভিনেতা। সেখানেই জনপ্রিয়তা গড়ে তোলেন। তারপরে নামেন চলচ্চিত্রে। ১৯৮২ সালে ‘গান্ধী’ ছবিতে অভিনয় করে হইচই ফেলে দেন। অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে ‘তিন পাত্তি’ ছবিতে কিংসলে অভিনয় করেন।

বারবারা মোরি

অনুরাগ বসু বরাবরই একটু ব্যতিক্রমী কাজ করতে ভালোবাসেন। আর ‘ধুম টু’-এর পর খুব একটা নিজেকে মেলে ধরতে পারছিলেন না হৃতিক রোশন। কারণ, ‘যোধা আকবর’ ততটা বক্স অফিস জমাতে পারেনি। এবার তাই অনুরাগ হৃতিকের নায়িকা হিসেবে নিয়ে এলেন এক বিদেশিকে। মেক্সিকান অভিনেত্রী বারবারা মোরি হৃতিকের বিপরীতে অভিনয় করলেন ‘কাইটস’ ছবিতে; যদিও বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়েছিল ছবিটি।

গায়ের রং নিয়ে বিপাশার অভিজ্ঞতা

নিজের গায়ের রং নিয়ে কম কথা শুনতে হয়নি বলিউড অভিনেত্রী বিপাশা বসুকে। এমনকি খোদ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতেও তাঁকে পরিচয় করাতে উচ্চারিত হয়েছে ”কালো” শব্দটি। এতে শুধু বিরক্তই নন তিনি, প্রতিবাদীও। সম্প্রতি এই বৈষম্য নিয়ে জোর আলোচনা চলছে বিশ্বজুড়ে। প্রতিবাদে ফেটে পড়ছে মানুষ। এমনকি একটি প্রসাধন কোম্পানি তাদের নাম থেকে ”ফেয়ার” শব্দটি কেটে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে বিপাশার গায়ের রং নিয়ে বাড়িতে বড় হওয়া, মডেলিং আর বলিউডে নিজের বেড়ে ওঠার অভিজ্ঞতা উঠে এল এক ইনস্টাগ্রাম পোস্টে।

সেই পোস্টে বিপাশা লিখেছেন, ”ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি, আমার পরিবার আর আশপাশের লোকজন বোনের সঙ্গে আমার গায়ের রঙের তুলনা টেনে বলছে, “সোনির চেয়ে বনি একটু বেশিই কালো, তাই না রে?” কেন গায়ের রং একটা আলোচনার বিষয়, সেটা আমি তখনো বুঝিনি, আজও বুঝি না।

১৫-১৬ বছর বয়স থেকেই আমি মডেলিং শুরু করলাম। একটা সুপারমডেলের কনটেস্টও জিতলাম। আর অমনি পরদিন বড় করে পত্রিকায় ছাপা হলো, “কলকাতার কালো মেয়েটার মাথায়ই মুকুট শোভা পেল”। ক্যারিয়ারের একেবারে শুরু থেকেই আমার বিশেষণ হলো “কালো”। তারপর আমি নিউইয়র্ক আর প্যারিসে গেলাম মডেলিং করতে। আমার গায়ের রং ওদের জন্য অন্য রকম। গায়ের রঙের জন্যই আমি বেশ কয়েকটা কাজ পেলাম। তারপর দেশে ফিরে সিনেমার প্রস্তাব পেতে শুরু করলাম। আবারও বলা হলো, আমার গায়ের রঙের জন্য নাকি আমি আবেদনময়। আমি আজ বলতে চাই, গায়ের রং নয়, ব্যক্তিত্বের জন্য মানুষ আকর্ষণীয় হয়। ব্যক্তিত্বই মানুষকে আবেদনময় করে। আমার প্রতিভা, পরিশ্রম, গুণসব আমার গায়ের রঙের নিচে ঢাকা পড়ে গেছে।”

এরপর রাতারাতি এই রঙের জন্যই বলিউডে তিনি হিট হওয়া শুরু করেন। তবে বিপাশা বলেন, ”ফরসা মানেই সুন্দর, এই সব বাজে ধারণা থেকে সরে আসার সময় হয়েছে। হ্যাঁ, সময় লাগবে। রাতারাতি তা হবে না। কারণ, সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই ধারণা বদ্ধমূল। তবে সবাইকে নিজ নিজ জায়গা থেকে অবস্থান পরিষ্কার করতে হবে।”

এবার ঢাকায় ”বড়লোকের বেটি”

”বড়লোকের বেটি লো, লম্বা লম্বা চুল” লোকগানটির কিছু অংশ ব্যবহার করে একটি গান তৈরি করেছেন ভারতের র‍্যাপার ও সংগীতশিল্পী বাদশা। গত মার্চ মাসে গানটির ভিডিও প্রকাশিত হওয়ার পর বেশ হইচই পড়ে যায়। বিতর্কেও জড়িয়ে যান বাদশা। এবার গানটি নতুন করে সংগীতায়োজন করা হয়েছে বাংলাদেশি শিল্পীদের দিয়ে। রতন কাহারের লেখা ও সুর করা এই গান বেশ আগের। মূল সুর ঠিক রেখে সিনেমাসহ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে গানটির সংগীতায়োজন করা হয়েছে। রতন কাহারের কথা ও সুর ঠিক রেখে নতুন আঙ্গিকে পুরো গানটি এবার মিউজিক ভিডিও আকারে আসছে। ”বড়লোকের বেটি”

শিরোনামে গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন বিন্দু কণা ও জে কে মজলিশ। নতুন করে সংগীতায়োজনও করেছেন জে কে মজলিশ। এটি প্রযোজনা করেছে আরটিভি। সম্প্রতি গানটির শুটিং শেষ হয়েছে।

বাদশা ও পায়েল দেবের গাওয়া ওই গানে মডেল হয়েছিলেন বলিউডের জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজ।

সেরা ভিডিওর পুরস্কার দেবেন মিম

টিকটক তৈরি করা প্রতিযোগিতার ঘোষণা দিয়েছেন ঢালিউড তারকা বিদ্যা সিনহা মিম। তাঁর অভিনীত যেকোনো সিনেমা, গান, নাটক, টেলিছবি থেকে একটি সংলাপ নিয়ে নিজের আঞ্চলিক ভাষায় বানাতে হবে টিকটক ভিডিও। পুরস্কার হিসেবে সেরা ভিডিওটি মিম প্রকাশ করবেন তাঁর ফ্যান পেজে। সম্প্রতি মিম নিজেও যোগ দিয়েছেন এই জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্মে।তিন মাস ঘরবন্দী মিম ঘরে বসেই নানা রকম কাজে জড়িয়েছেন। সেসবের মধ্যে রয়েছে নিজের ইউটিউব চ্যানেলের জন্য নানা রকম ভিডিও তৈরি করা। সম্প্রতি গায়ক ও অভিনেতা তাহসানের সঙ্গে একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবি তাঁর চ্যানেলে প্রকাশিত

হয়েছে। ভীষণ সাড়া ফেলেছে ‘কানেকশন’ নামের ওই স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবিটি। মিম জানান, বাড়িতে বসেই নাটকটির শুটিং করা হয়েছে। ভিডিও কলের মাধ্যমে শুটিংয়ের নির্দেশনা দিয়েছেন রায়হান রাফি। মিম বলেন, ‘রাফি ভাই মাকে ক্যামেরাম্যান বানিয়ে ফেলেছে। মাকে অনেক প্যারা দিয়েছে। মা—ও আগ্রহ নিয়ে কাজটা করেছেন।’

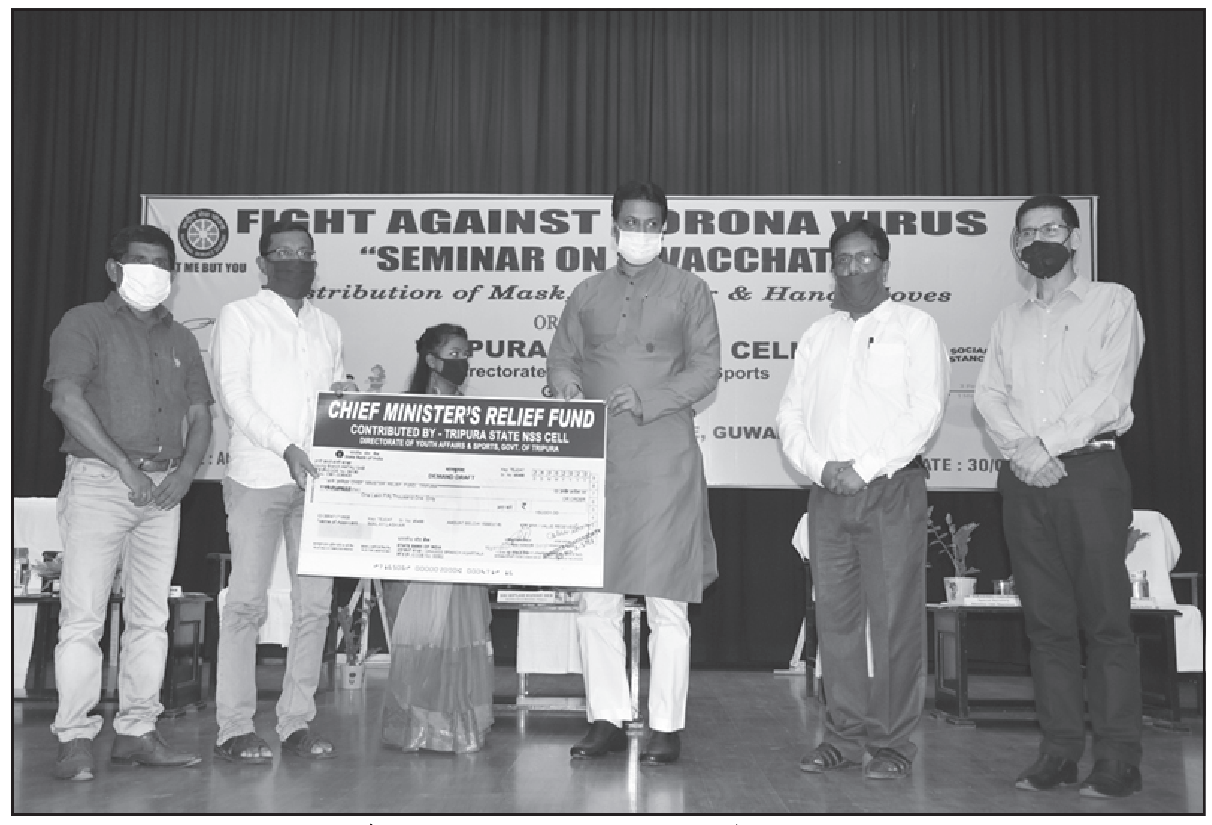

মঙ্গলবার আগরতলায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী হাতে তাঁর ত্রাণ তহবিলে অর্থ তুলে দেওয়া হয়। ছবি- নিজস্ব।

করিমগঞ্জের প্রতি বৈষম্য, তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে জেলাবাসীর সহযোগিতা চেয়েছেন প্রাক্তনমন্ত্রী আব্দুল মুক্তাদির

করিমগঞ্জ (অসম), ৩০ জুন (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলা সহ বরাকের অন্য দুই জেলা কাছাড় ও হাইলাকান্দির সঙ্গে দীর্ঘ বছর ধরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অন্যায় অবিচার চলে আসছে। অথচ সামান্য প্রতিবাদ করার মতো কেউ নেই। বিশেষ করে শাসকদলের জনপ্রতিনিধিদের নীরবতার পাশাপাশি উপত্যকার সুশীল সমাজের নিস্তব্ধতায় বাধ্য হয়ে আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে এই মন্তব্য করেছেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী আব্দুল মুক্তাদির চৌধুরী।

করিমগঞ্জ জেলা সহ সমগ্র বরাক উপত্যকার সঙ্গে বঞ্চনার বেশ কয়েকটি জ্বলন্ত উদাহরণ তুলে ধরে প্রাক্তন মন্ত্রী আব্দুল মুক্তাদির চৌধুরী বলেন, করিমগঞ্জ জেলায় যেভাবে দুর্নীতি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তা এককথায় নজির সৃষ্টি করেছে। প্রথমে তিনি জমি কেনাবেচা নিয়ে জেলার প্রশাসনিক অব্যবস্থার কথা তুলে ধরেন। বলেন, মানুষের অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি চলছে এই জেলায়।

কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা, জটিল রোগের চিকিৎসা সহ বিভিন্ন সমস্যায় পড়ে অনেকেই তার শেষ সম্বল মাটি বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন। কিন্তু করিমগঞ্জ জেলার মানুষ এখন বিপদে পড়েও মাটি বিক্রি করতে পারছেন না। ২০১৪ সালের স্ট্যান্ডিং সার্কুলার হিসেবে অনলাইনের মাধ্যমে এক মাসের মধ্যে নামজারি করার কথা, কিন্তু করিমগঞ্জে সেই গাইডলাইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সব প্রক্রিয়া অফলাইনে চলছে। মিউটেশনের নামে চলছে টাকার খেলা। বছরের পর বছর ধরে নামজারির অপেক্ষায় রয়েছেন সাধারণ জনগণা। জেলাশাসক আনবামুথান এমপির সঙ্গে দেখা করে এ সব বঞ্চনার বিরুদ্ধে শীঘ্রই হাইকোর্টে পিআইএল করার কথা বলে এসেছেন প্রাক্তন মন্ত্রী মুক্তাদির।

তিনি মাইনরিটি স্কলারশিপ কেলেঙ্কারি নিয়েও প্রশাসনের ভূমিকার তীব্র নিন্দা করে বলেন, এত বড় একটা কেলেঙ্কারি সংগঠিত হয়ে গেল, অথচ প্রশাসনের পক্ষ থেকে কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। কোটি কোটি টাকা সংখ্যালঘু ছাত্রবৃত্তির নামে আত্মসাত করা হয়েছে। দু-দুটি এফআইআর দায়ের করার পরও পুলিশ ও জেলার সাধারণ প্রশাসনের ঘুম ভাঙেনি। করোনা পরিস্থিতি নিয়েও জেলার মানুষ জেরবার বিপর্যস্ত। জেলার কৃষকদের মাথায় হাত। কর্মসংস্থান হারিয়ে অসংখ্য মানুষ আজ পথে বসেছেন। আফ্রিকান এলএসডি ভাইরাস সংক্রমণের ফলে জেলার প্রতিটি গ্রামাঞ্চলে শো শো গবাদি পশুর মৃত্যু হচ্ছে। কিন্তু নীরব পশুপালন বিভাগ।

প্রাক্তন মন্ত্রী আব্দুল মুক্তাদির চৌধুরী কৃষি বিভাগে নিয়োগেও বরাক উপত্যকাকে বঞ্চিত করার বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। বলেন, করিমগঞ্জ জেলার সঙ্গে অন্যায় অবিচার সকল সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে। করিমগঞ্জে এখন সিন্ডিকেটরাজ চলছে।

কয়লা কেলেঙ্কারির সিবিআই তদন্তের কথা বলেছিলেন শাসক দলের এক মন্ত্রী। কিন্তু কয়লা কেলেঙ্কারির সিবিআই তদন্ত কোথায়? প্রশ্ন তুলে প্রাক্তন মন্ত্রী বলেন, করিমগঞ্জকে যাঁরা দুর্নীতির অবাধ ক্ষেত্রে পরিণত করেছেন, এঁদের বিরুদ্ধে এই বুড়ো বয়সেও লড়াই চালিয়ে যাওয়ার পণ নিয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী। এই শেষ বয়সেও করিমগঞ্জের প্রতি চরম বৈষম্যের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে জেলাবাসীর সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করেন প্রাক্তন মন্ত্রী আব্দুল মুক্তাদির চৌধুরী।

শিলচরের পঞ্চায়েতরোডে মহিলার লাশ

শিলচর (অসম), ৩০ জুন (হি.স.) : মঙ্গলবার সকালে কাছাড় জেলা সদর শিলচরের পঞ্চায়েত রোডে জনৈক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। মৃতদেহটি জনৈক অনিমা দাস (৬০)-এর বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

অনিমা দাসের মৃত্যু কীভাবে হয়েছে তা এই খবর লেখা পর্যন্ত জানা যায়নি। তাঁর পরিবারের সদস্যদের বয়ান অনুসারে তিনি উচ্চ রক্তচাপ এবং স্নায়ুজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। কয়েকবার মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণও হয়েছে আগে। নিত্যদিনের মতো আজ সকালে বাড়ির সামনে হাঁটছিলেন তিনি। আচমকা পড়ে গিয়েছেন। মাটিতে পড়েই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে পারিবারিক সদস্যদের দাবি।

খবর পেয়ে পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেছে ময়না তদন্তের জন্য। পুলিশের তদন্তকারী আধিকারিক বলেছেন, ময়না তদন্তের রিপোর্ট না আসার আগে নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়, ঘটনাটি নেহাত অস্বাভাবিক মৃত্যু, না দুর্ঘটনা। তবে তাঁর শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। অনিমাদেবীর তিন ছেলে ও তিন মেয়ে রয়েছেন।

পাকিস্তানে করোনায় সংক্রমিত বেড়ে ২০৯,৩০৭, মৃত্যু ৪,৩০৪ জনের

ইসলামাবাদ, ৩০ জুন (হি.স.): পাকিস্তানে রোজই বেড়ে চলেছে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। করোনা-প্রকোপে রীতিমতো ত্রস্ত পাকিস্তান। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার সকাল দশটা পর্যন্ত পাকিস্তানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ২,০৯,৩০৭-তে পৌঁছেছে। পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশে এখনও পর্যন্ত সংক্রমিত হয়েছেন ৭৫,৫০১ জন, সিন্ধু প্রদেশে ৮১,৯৮৫ জন, খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে ২৬,১১৫, বালোচিস্তানে ১০,৪২৬, ইসলামাবাদে ১২,৭৭৫,

ছয়ের পাতায়

আরও ৪১টি কোভিড-১৯ পজিটিভ অসমে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৭৮৩৫

গুয়াহাটি, ৩০ জুন (হি.স.) : মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত নতুন আরও ৪১ জনের শরীরে কোভিড-১৯ পজিটিভ রেজাল্ট এসেছে। এ নিয়ে রাজ্যে করোনায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৭,৮৩৫ জনে বৃদ্ধি পেয়েছে। আজ সকাল ১১:৪৫ মিনিটে তাঁর অফিশিয়াল টুইট আপডেটে এই দুঃসংবাদ দিয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। টুইটবার্তায় কোন কোন জেলার কতজন নতুন আক্রান্ত হয়েছেন তারও তথ্য দিয়েছেন মন্ত্রী। জানিয়েছেন আজ নতুন আক্রান্তদের মধ্যে শোণিতপুর জেলার ১৮ জন, যোরহাট জেলার ৬ জন, কামরূপ মেট্রোর ৫ জন, তিন জন করে লখিমপুর, নগাঁও এবং বরপেটা জেলার, দুজন কারবি আংলং এবং একজন ধেমাজি জেলার বাসিন্দা।

প্রসঙ্গত গতকাল একত্রে ৩০২ জনকে করোনায় আক্রান্ত বলে শনাক্ত করা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে কেবল গুয়াহাটিরই ১৭২ জন রোগী। অসমে এখন পর্যন্ত ৫,৩৩৩ জন রোগী আরোগ্য লাভ করেছেন। সক্রিয় রয়েছেন ২,৪৮৮ জন রোগী। তাঁদের রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। এছাড়া কোভিড-১৯ সংক্রমিত হয়ে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে গত ১৫ জুন থেকে এক কামরূপ মেট্রো জেলা সদর গুয়াহাটিতে আজ এই খবর লেখা পর্যন্ত মোট ১,২৩২ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। গুয়াহাটি মহানগরীতে গণ-সংক্রমণ শুরু হওয়ায় রবিবার মধ্যরাত থেকে আগামী ১৪ দিনের জন্য সম্পূর্ণ লকডাউন জারি করা হয়েছে। এছাড়া রাজ্যের অন্যান্য পুর ও নগর এলাকায় প্রতি সপ্তাহের শনি ও রবিবার ঘোষণা করা হয়েছে লকডাউন। তার ওপর, সমগ্র রাজ্যে সন্ধ্যারাত ৭:০০টা থেকে পরের দিন সকাল ৭:০০টা পর্যন্ত বলবৎ করা হয়েছে কার্ফিউ।

নিলামবাজারে আগুন, সৌভাগ্যবলে রক্ষা গোটা কালীবাড়ি এলাকা

নিলামবাজার (অসম), ৩০ জুন (হি.স.) : বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের গ্রাস থেকে রক্ষা পেয়েছে নিলামবাজার। স্থানীয় দমকল বাহিনীর অক্লান্ত চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসায় করিমগঞ্জ জেলার নিলামবাজারের কালীবাড়ি এলাকা রক্ষা পেয়েছে।

সোমবার রাত প্রায় দশটা নাগাদ নিলামবাজারের কালীবাড়ি রোডে অবস্থিত প্রসাধন সামগ্রীর দোকানে সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ডটি। জানা গেছে, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানটির এক কর্মচারী প্রতিদিনের মতো ঘুমনোর জন্য দোকানবাড়ির দ্বিতলে ওঠেন। দ্বিতলটি দোকানের গুদামঘর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কর্মচারীটি দ্বিতলে উঠেই হতচকিত হয়ে যায়। কালো ধোঁয়ায় গোটা ঘর ছেয়ে আছে। কিছুই নজরে আসছে না। বিষয়টি আর বুঝতে বাকি হয়নি তার। সঙ্গে সঙ্গে নীচে নেমে প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী দেবজ্যোতি ধরকে বিষয়টি অবগত করে। ততক্ষণে আগুন গ্রাস করে নেয় সম্পূর্ণ গুদামঘর। খবর দেওয়া হয় স্থানীয় অগ্নিনির্বাপক বাহিনীকে।

ইত্যবসরে আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করে লাগোয়া আরেক ব্যবসায়ী দীপক পালের গুদামঘর। ঘটনা দেখে বাজার এলাকার প্রায় শতাধিক জনতা আগুন নেভাতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তবে অগ্নিনির্বাপক বাহিনী সময়মতো পৌঁছে যাওয়ায় এক ভয়ানক অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে রক্ষা পায় কালীবাড়ি রোডের কয়েক শো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং বহু গৃহস্থবাড়ি। বৈদ্যুতিক গোলযোগের ফলে অগ্নিকাণ্ডের সূচনা বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছেন দমকলের কর্মকর্তারা। এদিকে আগুনে তাঁদের কমপক্ষে দশ লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন দুই ব্যবসায়ী।

৫৯টি চিনা অ্যাপে নিষেধাজ্ঞা আত্মনির্ভর ভারতের জন্য সঠিক পদক্ষেপ : জাভড়েকর

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন (হি.স.): টিকটক, ইউসি ব্রাউজার, শেয়ার-ইট, উই-চ্যাট, ক্যামস্ক্যানার সমেত ৫৯টি মোবাইল অ্যাপ নিষিদ্ধ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রের দাবি, ভারতের সুরক্ষা, সংহতি, নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং এ দেশের সাধারণ মানুষের তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই আইনের ৬৯ক ধারায় এই সিদ্ধান্ত। অর্থাৎ চিনকে প্রত্যাঘাত শুরু করে দিয়েছে ভারত। নরেন্দ্র মোদী সরকারের এই সিদ্ধান্তে সমগ্র দেশ অত্যন্ত খুশি, এমনই দাবি করলেন

ছয়ের পাতায়

প্রতিরক্ষা খাতে আর্থিক বরাদ্দ বাড়াক, দাবি কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন (হি. স.): চিনের সঙ্গে সীমান্ত বিবাদ নিয়ে খুব সতর্ক পদক্ষেপ ফেলছে কেন্দ্র। টিকটক সহ ইতিমধ্যেই বাতিল করে দেওয়া হয়েছে ৫৯ টি অ্যাপ। কিন্তু দেশের অন্যতম বিরোধী দল কংগ্রেস নিজেদের বিরোধিতার রাজনীতি থেকে পিছু হটছে না। মঙ্গলবারও টুইট করে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হয় দুই কংগ্রেস নেতা কপিল সিব্বল এবং জয়বীর শেরগিল।

এদিন নিজের টুইট বার্তায় কপিল সিব্বল লিখেছেন, অ্যাপ বাতিল করে চিনকে ধাক্কা দেওয়ার চেষ্টা করেছে সরকার। কিন্তু প্রয়োজন দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা। জোর করে যে এলাকা চিন কয়েকদিনে দখল করেছে তা পুনরায় নিজের দখলে নেওয়ার চেষ্টা করুক সরকার। যতক্ষণ দেশ এবং জনতার সুরক্ষা সুনিশ্চিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত রকমের প্রচেষ্টা তার নিজের লক্ষ্য পূরণ করতে পারবে না। সীমান্তের যোগ্য জবাব চিনকে দিতে হবে যাতে তারা পিছু হটে যায়।

জয়বীর শেরগিল নিজের টুইট বার্তায় লিখেছেন, ৫৯টি চিনা অ্যাপ বাতিল করে দেওয়ার পরে

ছয়ের পাতায়

বিনামূল্যে করোনা পরীক্ষার আর্জি খারিজ করল আদালত

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন (হি. স.): করোনা নির্ধারণের পরীক্ষা বিনামূল্যে করার দাবিতে দিল্লি হাইকোর্টে পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল।কিন্তু এই পিটিশনের শুনানি করতে অস্বীকার করেছে আদালত। এই পিটিশন সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রধান বিচারপতি ডি এন প্যাটেল জানিয়েছেন সরকার নিজের মতন করে কাজ করে যাচ্ছে করোনা মোকাবিলার জন্য। তাকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া হোক। এই পিটিশন সুশান্ত মিত্র এবং গৌরব দুয়া আদালতে দায়ের করেছিল। পিটিশনকারিদের তরফের আইনজীবী চৈতন্য মদান জানিয়েছেন, করোনা রোগীকে অ্যাম্বুলেন্স করে নিয়ে যাওয়া থেকে চিকিৎসা পর্যন্ত সমস্ত কিছু বিনামূল্যে করার জন্য কেন্দ্র এবং দিল্লি সরকারকে দিশা নির্দেশ দিক আদালত। করোনার জেরে কারও মৃত্যু হলে তার পরিবারবর্গকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক। যে সকল বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে করোনা পরীক্ষার হচ্ছে তার ফি নেশনাল হেলথ মিশনের ফান্ড থেকে দেওয়া হোক। তা না হলে বিনামূল্যে ইন্সুরেন্স পলিসি কভার দেওয়া হোক। পিটিশনে আরও বলা হয়েছিল যে বিপর্যয় আইনের বিভিন্ন ধারা এখনও দেশজুড়ে কার্যকর করা হচ্ছে না।

ডিজিটাল বিভাজন দূর করা প্রয়োজন, বার্তা উপরাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন (হি. স.): প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সর্বাঙ্গিক বিকাশের জন্য ডিজিটাল বিভাজনকে সমাপ্ত করার ডাক দিলেন উপরাষ্ট্রপতি ভেঙ্কাইয়া নাইডু। ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে শিক্ষা ব্যবস্থার শীর্ষক আলোচনাতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপরাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, প্রযুক্তির সম্ভাবনার দ্বার খোলার পাশাপাশি যে ডিজিটাল বিভাজন সমাজে যে রয়েছে তাও প্রকাশ্যে চলে এসেছে।

এই ডিজিটাল বিভাজন রোধ করতে হবে। দেশের বহু পড়ুয়াদের হাতেই ডিজিটাল উপকরণ নেই। সেই কারণে তারা অন্যান্যদের তুলনায় পিছিয়ে পড়ছে এই বিভাজন দূর করা অবিলম্বে প্রয়োজন। লকডাউন এর কারণে বহু পড়ুয়াদের অবস্থা খারাপ হয়েছে। কারণ তাদের কাছে কোন ডিজিটাল মাধ্যম ছিল না অনলাইনে ক্লাস করার জন্য। পারম্পরিক শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে ডিজিটাল শিক্ষায় শিক্ষিত হবার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সহযোগিতা প্রয়োজন।

অনলাইনে শিক্ষা গ্রহণের জন্য তাদের বিধিবদ্ধ প্রশিক্ষিত করা প্রয়োজন। বর্তমান সময়ে ভারতের বহু অভিভাবকই ডিজিটাল মাধ্যমে লেখাপড়ার খরচ বহন করতে সক্ষম নয়। সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে এই বিভাজন সমাপ্ত করা একান্ত প্রয়োজন।

সর্বক্ষেত্রে উপেক্ষা, বরাক পৃথকীকরণের ডাক, উপত্যকার মানুষকে জেগে ওঠার আহ্বান প্রদীপেরন

শিলচর (অসম), ৩০ জুন (হি.স.) : বরাক উপত্যকার সঙ্গে প্রতিটি ক্ষেত্রে পূর্বতন সরকারগুলির মতো বিমাতৃসুলভ আচরণ করছে অসমের বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকার। আর বঞ্চনা-লাঞ্ছনা নয়, তাই ফের বরাক পৃথকীকরণের ডাক দিয়ে এই উপত্যকার মানুষকে জেগে ওঠার আহ্বান জানিয়েছেন সারা কাছাড় করিমগঞ্জ হাইলাকান্দি ছাত্র সংস্থা (আকসা)-র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তথা উপদেষ্টা গুয়াহাটি উচ্চ আদালতের আইনজীবী প্রদীপ দত্তরায়। মঙ্গলবার এখানে কয়েকজন সাংবাদিককে ডেকে বরাকের সঙ্গে রাজ্যের বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকার কীভাবে আচরণ করছে তার তথ্য তুলে ধরেছেন প্রদীপ দত্তরায়। তিনি বলেন, অসমে সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন বিভাগে চাকরি হয়েছে। অতিসম্প্রতি লকডাউনের মধ্যেও অ্যাগ্রিকালচার বিভাগে ১১১ জনের চাকরি হয়েছে। কিন্তু বরাক উপত্যকার একজনও এই চাকরির তালিকায় নেই। এছাড়া রুরাল হেলথ মিশন-এ ১৬ জনের চাকরি হয়েছে। চাকরি প্রাপকরা সকলেই ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বেকার। বিশেষ সক্ষম (দিব্যাঙ্গ) প্রায় ২০০ জনকে চাকরি দিয়েছে রাজ্য সরকার। অথচ এখানেও বরাক উপত্যকাকে ব্রাত্য রাখা হয়েছে, একজনেরও স্থান হয়নি এখান থেকে। তার মানে কী? তার মানে, বরাক উপত্যকায় একজনও যোগ্য দিব্যাঙ্গ নেই! প্রদীপ বলেন, সরকারি তথ্য অনুযায়ী বরাক উপত্যকায় কম করেও ১০ হাজার যোগ্য দিব্যাঙ্গ প্রার্থী রয়েছেন। বিস্ময়করভাবে চাকরি পাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি একজনেরও।

প্রদীপ দত্তরায়ের আরও তথ্য, সম্প্রতি নার্সের বিভিন্ন পদে চাকরি দেওয়া হয়েছে ৩০০ জনকে। এক্ষেত্রেও বরাক উপত্যকা ব্রাত্য, বরাকে কি নার্সের চাকরি পাওয়ার মতো কোনও যোগ্য প্রার্থী নেই? তিনি বলেন, প্রতিবছর বরাকের তিন জেলা থেকে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় মেধা তালিকায় অনেক ছাত্রছাত্রী স্থান দখল করে। রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিধানসভা এবং লোকসভা নির্বাচনের আগে বরাক উপত্যকার তিন জেলায় এসে প্রতিটি জনসভায় বলেছিলেন, অসমে চতুর্থ এবং তৃতীয় শ্রেণির যত চাকরি দেওয়া হবে সব পদে বরাক উপত্যকার প্রার্থীরা স্থান পাবেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, একজনও চাকরি পেলেন না আজও। এছাড়া তিনি মুখ্যমন্ত্রীর বরাক-ব্রহ্মপুত্র, পাহাড়-সমতলের স্লোগান নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। বলেন, কোথায় গেল মুখ্যমন্ত্রীর সমন্বয়ের স্লোগান? এই কি সমন্বয়ের নমুনা? প্রদীপ দত্তের আরও অভিযোগ, প্রায়ই দেখা যায়, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বসে সমস্ত চাকরি দেওয়া হয়। এর পর চাকরিপ্রাপ্তদের বদলি করে বরাক উপত্যকায় পোস্টিং দিয়ে দেওয়া হয়!

প্রদীপ বলেন, বরাক উপত্যকার মানুষ দীর্ঘদিন ধরে লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা তথা অসম সরকারের কাছে তাঁরা সর্বক্ষেত্রে সর্বকালে প্রতারণার শিকার। এই ধারা যদি চলতে থাকে তা হলে বরাক উপত্যকার মানুষকে ভিন্ন পথের কথা ভাবতে হবে। তাই বলেন, সময় হয়েছে, আমরা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা থেকে যদি এভাবে বঞ্চিত এবং বৈষম্যের শিকার হতে থাকি তা হলে আমরা অসমের সঙ্গে থাকব কি না সেটা ভাবার সময় এসে গেছে। খেদ ব্যক্ত করে তিনি বলেন, নিয়োগপত্রগুলি যখন বিলি করা হয়, তখন সরকারি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বরাকের সাংসদ সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিগণ। বরাক উপত্যকার প্রতি এ ধরনের বৈষম্য হচ্ছে দেখেও তাঁরা মুখে একটি শব্দও করেননি। শুধু তা-ই নয়, এতগুলো নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে, তার পরও মুখে রা কাড়ছেন না তাঁরা। বরাকের ছেলেমেয়েদের প্রতি বঞ্চনার চিত্র তুলে ধরে প্রদীপ দত্তরায় বলেন, শাসকদলের মতলব কী তা তিনি এখনও বুঝতে পারছেন না। তা হলে কীসের জন্য এই সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়েছি আমরা, প্রশ্ন তুলতেই পারেন বরাকের মানুষ। বলেন, একমাত্র কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ (উত্তর করিমগঞ্জের কংগ্রেস বিধায়ক), শিলাদিত্য দেব (হোজাইয়ের বিজেপি বিধায়ক) ছাড়া বাঙালি এবং বরাক উপত্যকার সমস্যা নিয়ে কেউ মুখ খুলেন না। এত কিছু দেখার পরও বরাকের মানুষ এখনও কেন ঘুমিয়ে আছেন, জেগে ওঠে প্রতিবাদ করতে আহ্বান জানিয়েছেন প্রদীপ।

মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালকে ঠুকে বলেন, তাঁর মুখে সবসময় সমন্বয়ের কথা শোনা যায়। ঘন ঘন বরাক উপত্যকা সফর করেন তিনি। কিন্তু কাজের বেলায় অশ্বডিম্ব। প্রদীপের অভিযোগ, বরাক উপত্যকায় হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ স্থাপন করার জন্য আজ প্রায় ২৫ বছর ধরে আন্দোলন চলছে। কিন্তু হাইকোর্টের বেঞ্চ কেন হচ্ছে না তা তিনি জানেন না। বরাক উপত্যকা থেকে ৩০ শতাংশ মানুষ মমলার তাগিদে গৌহাটি হাইকোর্টে যান। অথচ শিলচরে হাইকোর্টের বেঞ্চ স্থাপনের সম্পূর্ণ পরিকাঠামো রয়েছে। ভালো ভালো আইনজীবী আছেন। তার পরও হাইকোর্টের বেঞ্চ শিলচরে দেওয়া হচ্ছে না, এর কারণ জানতে চেয়েছেন বক্তা। বলেন, পশ্চিমবঙ্গে ক্যালকাটা হাইকোর্টের বেঞ্চ রয়েছে উত্তরবঙ্গে। উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতায় গিয়ে মানুষকে যাতে হয়রানির শিকার হতে না হয় বা কষ্ট করতে না হয় তার জন্য শিলিগুড়িতে বেঞ্চ স্থাপন করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এছাড়াও বিভিন্ন রাজ্যের হাইকোর্টের বেঞ্চ আছে সেই সব রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তে, বলেন তিনি।

বলেন, গুয়াহাটিতে যাতায়াত করতে বহু খয়রাতি পোহাতে হয়, যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিকূল। সময়ের অপচয় হয় এখানকার মানুষের। তাছাড়া উকিলের সঙ্গে এবং বিচারবিভাগীয় বিষয় ইত্যাদি নিয়ে যোগাযোগ করতে গেলে যে ভাষার প্রয়োজন তাতেও সমস্যা হয়। যাঁরা যান তাঁদের থাকা-খাওয়ার সমস্যায় পড়তে হয়। লাগামহীন টাকা খরচ হয়। মামলাজনিত কারণে অনেকে দালালের হাতে প্রতারিতও হন। এত সব জেনেও এখানে হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ স্থাপনের জন্য আজ পর্যন্ত কোনও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না দেখে বিস্ময় ব্যক্ত করেছেন আইনজীবী দত্তরায়।

তিনি আরও বলেন, শিলচর রেলওয়ে স্টেশনকে ভাষা শহিদ স্টেশন নামাকরণের জন্য দিল্লি থেকে সমস্ত ক্লিয়ারেন্স এসে গেছে। কিন্তু ফাইল আটকে পড়ে আছে দিশপুরে। বাংলা ভাষা শহিদদের স্বীকৃতি দিতে কীসের আপত্তি, ফের প্রশ্ন তুলেছেন প্রদীপ দত্তরায়। তবে সারা অসমে অসমিয়া, বরাক উপত্যকায় বাংলা এবং বড়োল্যান্ডে বড়ো ভাষা রাখা হওয়ায় সন্তোষ ব্যক্ত করে বলেন, এই সকল বাংলা ভাষা শহিদদের নিয়ে বরাকের মানুষের মধ্যে এক আবেগ রয়েছে। ১৯৬১-র শহিদদের বলিদান বাঙালিরা ভুলতে পারে না। তাঁদের স্মৃতিতে একটি ভাষা শহিদ স্টেশন সংক্রান্ত ফাইল কেন আটকে রাখা হয়েছে দিশপুরে? এই ব্যাপারে বরাক উপত্যকা থেকে নির্বাচিত বিধায়কগণ এবং মন্ত্রী কী ভূমিকা পালন করছেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা কেন মুখে কলুপ এঁটে বসে রয়েছেন, প্রশ্ন তুলেছেন আকসা-র উপচেষ্টা আইনজীবী প্রদীপ দত্তরায়।

চিন প্রসঙ্গে ফের কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব রাহুল

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন (হি. স.): চিনের সঙ্গে সীমান্ত বিবাদ নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্রমাগত আক্রমণ নিয়ে চলেছে কংগ্রেস। চিনা কোম্পানিগুলির বিরুদ্ধে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষোভ দেশবাসীর মনে তৈরি হয়েছে। একই ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। কেন্দ্র মেড ইন ইন্ডিয়ার কথা বলে চিন থেকে সবথেকে বেশি আমদানি করে থাকে বলে দাবি করেছেন রাহুল গান্ধী।

মঙ্গলবার নিজের টুইট বার্তায় রাহুল গান্ধী লিখেছেন, মেড ইন ইন্ডিয়া নাম করে বড় বড় কথা বলে কেন্দ্র কিন্তু সব থেকে বেশি আমদানি করা হয় চিনের কাছ থেকে। ফলে সমস্ত রকমের চেষ্টা করা সত্ত্বেও ভারত থেকে বেশি মুনাফা করে চলেছে চিন। নিজে টুইট বার্তার সাথে একটি গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশন পোস্ট করেছেন ওয়ানাডের এই সংসদ। সেখানে দাবি করা হয়েছে ইউপিএ জমানায় চিনের কাছ থেকে যেখানে ১৪ শতাংশ পণ্য আমদানি করা হতো বর্তমানে মোদী সরকারের জমানায় তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮ শতাংশ।

উল্লেখ করা যেতে পারে, পূর্ব লাদাখে চিনা আগ্রাসনের জেরে শহীদ হন ২০ জন ভারতীয় জওয়ান। এরপরই চিনা পণ্য বয়কট করার ডাক ওঠে গোটা দেশে। কেন্দ্রীয় শাসক দলের বিভিন্ন সংগঠনের তরফ থেকে এই বিষয়ে আন্দোলন সংগঠিত করা হয়। সোমবার টিকটক সহ একাধিক চিনা অ্যাপ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার ত্রিপুরা জনমুক্তি পরিষদ আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

হুল দিবসের মাহাত্ম্য আজও প্রাসঙ্গিক, দাবি বামপন্থীদের

কলকাতা, ৩০ জুন (হি. স.): শোষণ, নিপীড়ন ও বঞ্চনার আধিক্য যখন সমাজে বেড়ে যায় তখনই বিদ্রোহ ও তার থেকে জন্ম ওঠা বিপ্লব প্রতিরোধ গড়ে তোলে। সাঁওতাল বিদ্রোহের স্মরণে বিশ্ব হুল দিবস সেই বার্তা বহন করে চলেছে বহু শতাব্দী ধরে। সিধু মুর্মু ও কানু মুর্মুর আত্মত্যাগ বর্তমান সময়ের ভারতবর্ষে আজও প্রাসঙ্গিক বলে মনে করেন দেশের বামপন্থী নেতৃবৃন্দ।

বর্ষীয়ান সিপিআইএম নেতা মহাম্মদ সেলিম জানিয়েছেন, সিধু-কানুর লড়াই বিশ্বব্যাপী সকল শ্রেণীর মানুষকে আজও অনুপ্রাণিত করে চলেছে। ভারসাম্য বজায় রেখে পরিবেশকে কি ভাবে রক্ষা করতে হয় সেই পথ আদিবাসীরাই দেখিয়েছে। কিন্তু বিশ্বায়নের জেরে পুঁজিপতিরা দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ করার লোভে তাদের বন, জঙ্গল, পাহাড় দখল করে নিচ্ছে। ফলে সংকটের মুখে পড়েছে আদিবাসীদের জীবন, সংস্কৃতি, ভাষা। আদিবাসীদের সপক্ষে সওয়াল করতে গেলেই মাওবাদী, দেশদ্রোহী বলে দেগে দেওয়া হচ্ছে। ব্রিটিশ আমলের মতোই এখনও সমানভাবে শোষণ করা হচ্ছে আদিবাসীদের। যেখানে তাদের বাস্তুচ্যুত করতে পারছে না রাষ্ট্রযন্ত্র সেখানে তাদের সংস্কৃতি ওপর আঘাত হানা হচ্ছে। বিদ্রোহ ও বিপ্লবের সবার প্রথমে আত্ম বলিদান করে আদিবাসীরাই। আদিবাসীরা তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য, জীবনবোধ এবং সংস্কৃতি নিয়েই উন্নয়নে যোগ দিক।

প্রতি বছর হুল দিবসে বামপন্থী ছাত্র, মহিলা, যুব সংগঠনের তরফ থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। বর্ষীয়ান এসইউসিআই নেতা অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বর্তমান ও ভবিষ্যৎতের জন্য অবশ্যই প্রাসঙ্গিক সাঁওতাল বিদ্রোহের স্মরণে হওয়া হুল দিবস। পুঁজিবাদের শোষণ নিপীড়ন, লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে সাঁওতালদের আন্দোলন সকলকে অনুপ্রাণিত করে চলে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সাঁওতালদের আপোষহীন বিদ্রোহ হচ্ছে ভারতের গর্বের ইতিহাস। আজকের শোষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ধরণটা হয়তো পাল্টে গিয়েছে। কিন্তু সেই চেতনা বা মর্মবস্তু একই থেকে গিয়েছে। তাই সাঁওতাল বিদ্রোহ আজও প্রাসঙ্গিক।

সিপিআইএমের শ্রমিক সংগঠন সিটুর সাধারণ সম্পাদক অনাদি সাহু জানিয়েছেন, শোষণ, বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়েছিল সাঁওতালরা।তারাই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করেছিল। স্বাধীনতার পর সেই লড়াই এখন পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে। কারণ নিজেদের কায়েমি স্বার্থে পুঁজিপতিরা বিশ্ব ব্যাংক, ইন্টারন্যাশনাল মনিটারিং ফান্ড এর মতো সংস্থা তৈরি করেছে। এই সকল সরকারগুলিকে বাধ্য করা হচ্ছে বৃহৎ পুঁজিবাদের হাত শক্ত করার জন্য। বর্তমান সময় কৃষক, শ্রমজীবী মানুষ, সাংবাদিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের কোনও বাক স্বাধীনতা নেই। ফলে আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক সাঁওতাল বিদ্রোহের মাহাত্ম্য।

উল্লেখ করা যেতে, ১৮৫৫ সালে ৩০ জুন শোষণহীন জীবনধারণের দাবিতে ভাগনাডিহির মাঠ থেকে নিজেদের দাবি জানাতে সিধু ও কানুর নেতৃত্বে ৩০ হাজার সাঁওতাল ১৫০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে রাজধানী কলকাতায় গভর্নর জেনারেলের সঙ্গে দেখা করেছিল। এই ঘটনার ঠিক পনেরো দিন পরেই সাঁওতাল ও আদিবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি।

ডেঙ্গু রোধে শহরের ফোয়ারার জমা জলে ছাড়া হবে গাপ্পি মাছ

কলকাতা, ৩০ জুন (হি. স.): করোনা আবহে পুরসভার চিন্তা বাড়াচ্ছে ডেঙ্গু। তাই এবার শহরের ফোয়ারার জল জমে যাতে ডেঙ্গু মশা জন্মাতে না পারে তাই সেখানে গাপ্পি মাছ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুরসভা। এই প্রসঙ্গে সম্প্রতি পুর ভবনে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক শেষে এমনটাই জানিয়েছেন প্রশাসক মন্ডলীর সদস্য অতীন ঘোষ।

বৈঠক শেষে অতীন ঘোষ জানান, শহর কলকাতার যে সমস্ত উদ্যানে ফাউন্টেন রয়েছে সেখানে যাতে জল জমে ডেঙ্গুর মশা না জন্ম নিতে পারে সেজন্য ছাড়া হবে গাপ্পি মাছ। তিনি আরও বলেন বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, নির্মীয়মান আবাসনগুলিতে জল জমছে কিনা সেই বিষয়ে কড়া নজরদারি চালাবে পুরকর্তৃপক্ষ। যদি কোথাও কর্তৃপক্ষের গাফিলতির জন্য জল জমার ঘটনা সামনে আসে সেক্ষেত্রে ৪৯৬এ ধারা অনুযায়ী নোটিশ পাঠানো হবে সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা বাড়ির মালিকদের যে সমস্ত বাড়িগুলি দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রয়েছে সে সমস্ত বাড়ির মালিকদেরও পাঠানো হবে চিঠি।

জরুরী পরিষেবা

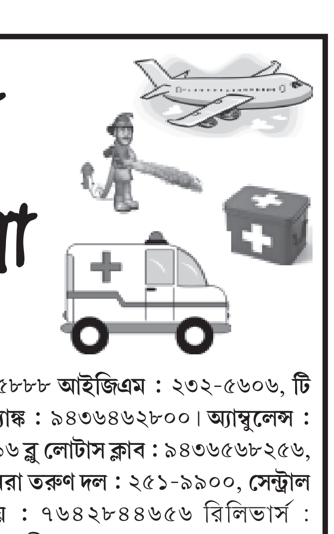

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, শববাহী যান : নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কমছে ধস প্রবনতা, গাছ লাগিয়ে মাটি ধস ঠেকানোয় নজির কাজোড়া পঞ্চায়েতের

দুর্গাপুর, ৩০ জুন(হি. স.) : খনি অঞ্চল। তার ওপর ধস প্রবন। কয়েকদিন আগেই জামবাদ খনিতে ধসে শিউরে উঠেছে খনি অঞ্চল। বিশ বাঁও জলে পুনরবাসন। তার আগে পরিত্রানের উপায় খুঁজছে ধস কবলিত এলাকার মানুষ। অবাধ বৃক্ষরোপনই ধস ঠেকানোর মুল হাতিয়ার। অর্জুন গাছ লাগিয়ে স্বনির্ভরতার পাশাপাশি ধস প্রবনতা কমিয়ে নজির গড়ছে পশ্চিম বর্ধমানের অন্ডালের কাজোড়া পঞ্চায়েত। রীতিমতো মডেল প্রজেক্টের দৌড়ে এগিয়ে।

খনি অঞ্চলের আতঙ্কের কারন ধস। সম্প্রতি কাজোড়া এরিয়ার জামবাদ খোলামুখ খনি ধসের আতঙ্কের ছাপ খন অঞ্চলবাসীর মুখে। ইসিএলের পরিত্যাক্ত আস্ত আবাসন নিমেষেই তলিয়ে যায়। দশ দিন পর তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। তারপর বারাবনিতে একই রকম ধসে দুটি ডাম্পার তলিয়ে যায়। বরাত জোরে প্রানে বাঁচে এক চালক। চলতি বছর লাগাতার বর্ষণে ধস আতঙ্কে খনি অঞ্চলবাসী। ধসকবলিত মানুষের পুনরবাসনের কাজ বিশ বাঁও জলে। ধসের হাত থেকে পরিত্রানের দিশা খুঁজছে বাসিন্দারা। আর সেই দিশা দেখিয়ে নজির গড়ল অন্ডালের কাজোড়া পঞ্চায়েত। দিশাটা কি?

বছর পনের আগেও খা খা করত খনি অঞ্চলের ডাঙা জমি। ওইসব ফাঁকা মাঠে তসর চাষের উদ্যোগ নেয় কাজোড়া পঞ্চায়েত ও ব্লক প্রশাসন। এমজিএনআরইজিএস প্রকল্পের ১০০ দিনের কাজে লাগানো হয় অর্জুন গাছ। শুরুতে প্রায় ১৩ হাজার গাছ লাগানো হয়েছিল। পরে আর প্রায় ৯ হাজার গাছ লাগানো হয়। গাছগুলি রয়েছে ৫ নং প্রোপার কাজোড়া এলাকায়। সেখানে তসর চাষ হয়। এছাড়াও কাজোড়া রায়দত্ত এলাকায় আরও ১০ একর জমির ওপর প্রায় ১২ হাজার অর্জুন গাছ সম্প্রতি লাগানো হয়েছে। বর্তমানে একটি ১০০ দিনের কাজে স্থানীয় একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠী দেখাশোনা করে। এছাড়াও খাস কাজোড়ার ১০ ও ১১ নং কোলিয়ারী সংলগ্ন এলাকায় প্রায় ৩ একর জমিতে সোনাঝুরী গাছ লাগানো হয়েছে। তবে গাছ লাগানো হলেও বেড়া না থাকায় প্রচুর চারগাছ নষ্ট হয়ে যায় বলে আক্ষেপ স্থানীয় বাসিন্দাদের। অন্ডাল বিডিও ঋত্বিক হাজরা জানান, ' ইসিএল কাজোড়ার বেশ কয়েকটি এলাকা ধস প্রবন বলে ঘোষনা করেছিল। ওইসব জমিতে অর্জুন গাছ লাগানো হয়। এছাড়াও ১০০ দিনের কাজে আমের বাগান তৈরী হয়েছে। প্রায় ২৫ হেক্টর জমির ওপর গাছ লাগানো আছে। সম্প্রতি মাটি সৃষ্টি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। গাছ লাগানোর ফলে ওই সব শুকনো জমিতে এখন প্রচুর ঘাসও জন্মেছে। বড় সাফল্য, মাটি ধস ওইসব এলাকায় রোধ হয়েছে।' দুর্গাপুর আঞ্চলিক বনাধিকারিক মিলনকান্তি মন্ডল জানান,' যেকোন গাছ এমনকি ঘাসও যদি থাকে মাটিকে ধরে রাখে। মাটি ক্ষয় রোধ করে। তাই খনি অঞ্চলে ওইসব ডাঙা জমিতে গাছ লাগানো দরকার।' তিনি আরও বলেন,' চলতি বছর বনমহোৎসবে ২ লক্ষ চারাগাছ বিলি করা হবে।

বারাসতের বিদায়ী পুরপ্রধান করোনা আক্রান্ত হয়ে ভর্তি বেলেঘাটা আইডিতে

কলকাতা,৩০ জুন (হি স): করোনা আতঙ্কে ঘুম উড়েছে শহরবাসীর। এরই মাঝে করোনা আক্রান্ত বারাসতের বিদায়ী পুরপ্রধান। ভর্তি করা হয়েছে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে।

দমকা হাওয়ার মতো উড়ে এসে যেন শহরে রাজ করছে করোনা। সময়ের সাথে সাথেই ক্রমাগত যেন বেড়ে চলেছে আতঙ্ক। আতঙ্কের মাঝেই এবার করোনা আক্রান্ত বারাসতের বিদায়ী পুরপ্রধান। জানা যাচ্ছে, বেশ কয়েকদিন ধরে জ্বরে ভুগছিলেন ওই পুরপ্রধান।এবার নমুনা পরীক্ষা করা হলে সে রিপোর্ট পজিটিভ আসে। এরপরেই ওই ব্যক্তিকে ভর্তি করা হয় বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে।

যোধপুর পার্কে গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু প্রাতঃভ্রমণকারীর

কলকাতা,৩০ জুন (হি স): ফের শহরে দুর্ঘটনা। মঙ্গলবার প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে বিপত্তি। যোধপুর পার্কে গাড়ির ধাক্কা প্রাতঃভ্রমণকারীকে। মৃত্যু হয় বৃদ্ধের।

জানা যাচ্ছে, যোধপুর পার্কে একটি গাড়ি চালানো শিখছিলেন। আর গাড়ি চালানো শিখতে গিয়ে দুর্ঘটনা। গাড়ি চালানো শিখতে গিয়ে প্রাতঃ ভ্রমণকারীকে ধাক্কা। হাসপাতাল নিয়ে গেলে বছর ৭৪- র ওই বৃদ্ধকে মৃত বলে ঘোষণা করে। মনে করা হচ্ছে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বৃদ্ধের। গাড়িটিকে আটক করছে কলকাতা পুলিশ। খতিয়ে দেখা হচ্ছে রাস্তার সিসিটিভি ফুটেজ।

জাভড়েকর

পাচের পাতার পর

কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর।

মঙ্গলবার টুইটারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী লিখেছেন, ৫৯টি চিনা অ্যাপ নিষিদ্ধ করায় নরেন্দ্র মোদী সরকারের সিদ্ধান্তকে সমগ্র দেশবাসী প্রশংসা করেছে। এই সিদ্ধান্তের ফলে ভারতীয় স্টার্টআপ উৎসাহ পাবে। আরও ভালো সংস্করণ নিয়ে আসবে এই সমস্ত অ্যাপগুলি। আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্যে এটি অত্যন্ত সঠিক সিদ্ধান্ত।

কংগ্রেসের

পাচের পাতার পর

আরও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে নিতে হবে। ৫৮ বছরের মধ্যে সাম্প্রতিক প্রতিরক্ষা বাজেটে যে কম অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তা বৃদ্ধি করতে হবে। মাউন্টেন স্ট্রাইক কর্পসকে পুনর্বহাল করতে হবে। এটি ইউপিএ সরকারের আমলে তৈরি করা হয়েছিল।কিন্তু অর্থ বরাদ্দ কম করে এটিকে বন্ধ করে দেয় বিজেপি সরকার। পিএম কেয়ার ফান্ডে চিনা কোম্পানিগুলির থেকে যে অর্থ পাওয়া হয়ে গিয়েছে, তা ফেরত দিয়ে দেওয়া হোক।

মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ

তিনের পাতার পর

আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।' করোনা সংক্রমণ রোধে ২৬ মার্চ থেকে ৩০ মে পর্যন্ত টানা ছুটি শেষে ৩১ মে থেকে ১৫ জুন পর্যন্ত চলাচল সীমিত করে অফিস-আদালত এবং গণপরিবহন ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়া হয়। সেই মেয়াদ পরে ৩০ জুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়। আগের নির্দেশনায় রাত ৮টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত বাড়ির বাইরে আসা নিষেধ ছিল।

বাড়ির ৭ কর্মী

তিনের পাতার পর

অবহিত করার জন্য যে আমার কিছু কর্মীদের দেহে করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে। তাঁদের সঙ্গে সঙ্গেই আলাদা করে রাখা হয়েছে, এবং বিএমসির আধিকারিকরাও তাঁদের চিকিতা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাতর্যপূর্ণ এবং দক্ষ ভূমিকা পালন করেছেন। এত ভাল যত্ন নেওয়ার জন্য আমি বিএমসিকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।" তিনি আরও যোগ করেন, "আমাদের বাকি সবারই পরীক্ষা করা হয়েছে এবং নেগেটিভ পাওয়া গিয়েছে।'

"এই মুহূর্তে, আমি আমার মাকে পরীক্ষা করানোর জন্য নিয়ে যাচ্ছি। তিনি আপাতত পরিবারের শেষ ব্যক্তি। প্রার্থনা করুন তাঁরও যেন নেগেটিভই ফল হয়," লিখেছেন আমির। আমির খান তাঁদের সাহায্যের জন্য মুম্বইয়ের কোকিলাবেন হাসপাতালের মেডিকেল টিমকেও ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

করোনা আক্রান্ত খোদ নাইসেড অধিকর্তা

কলকাতা, ৩০ জুন (হি স): করোনা আতঙ্কে ত্রস্ত শহর। বর্তমানে অদৃশ্য ভাইরাসের আতঙ্কে ভুগছে সবাই। আর আতঙ্কের মাঝে এবার করোনা আক্রান্ত খোদ নাইসেড অধিকর্তা। মঙ্গলবার তাঁকে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জানা যাচ্ছে,শুক্রবার নাইসেড অধিকর্তার সর্দির সমস্যা ও অসুস্থতা দেখা দেয়। এরপর নমুনা সংগ্রহ করা হয়। এরপর নমুনা পরীক্ষা করা হলে সেই রিপোর্ট পজিটিভ আসে। এরপরেই মঙ্গলবার তাঁকে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, তাঁকে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডের কেবিনে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। চিকিৎসকরা তাঁকে পর্যবেক্ষণে রেখেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী

আটের পাতার পর

করে সংগঠিত করতে হবে। সমাজে ভালো কিছু করার লক্ষ্যে এনএসএস স্বেচ্ছাসেবীদের চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করতে হবে। এর জন্য প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবীর মধ্যে দৃঢ় মানসিকতা গড়ে তোলার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি করোনা সংক্রমণ মোকাবিলায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যে নীতি নির্দেশিকা রয়েছে সে সম্পর্কে রাজ্যের জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে এনএসএস স্বেচ্ছাসেবীদের আরও দায়িত্ব নিতে আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে রাজ্য এনএসএস সেলের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ১ লক্ষ ৫০ হাজার ১ টাকার চেক মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের হাতে তুলে দেন ক্রীড়ামন্ত্রী মনোজকান্তি দেব। এছাড়া ২০১৯ সালের পতাকা দিবস উদযাপন উপলক্ষে এনএসএস সংগৃহীত ১ লক্ষ ১ টাকার চেক সৈনিক ওয়েলফেয়ার দফতরের ডিরেক্টর জেপি তিওয়ারির হাতে তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে এছাড়াও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার এনএসএস ইউনিটগুলির প্রোগ্রাম অফিসারদের হাতে মাস্ক, স্যানিটাইজার, জ্যাকেট তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ। রাজ্যে করোনা সংক্রমণ মোকাবিলায় বিশেষ অবদান রাখায় ১০ জন এনএসএস স্বেচ্ছাসেবীকে কোভিড-১৯ পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কারস্বরূপ তাঁদের প্রত্যেকের হাতে ট্রফি তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী ও অনুষ্ঠানের অন্যান্য অতিথিগণ।

হত্যা

● প্রথম পাতার পর

বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জোরালো দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

কারবারি

● প্রথম পাতার পর

তবে তদন্তে আরও কিছু গোপন তথ্য বেরিয়ে আসবে বলে অনুমান। আগামীকাল ধৃতকে ধর্মনগর দায়রা আদালতে সোপর্দ করা হবে। ধারনা করা হচ্ছে হেরোইন গুলি দামছড়া থেকে পানিসাগরে নিয়ে আসে বিক্রির উদ্দেশ্যে।

নালিশ

● প্রথম পাতার পর

করতে বাধ্য করে। ঘটনাপ্রবাহ কে কেন্দ্র করে মৃতের পরিবারের লোকজনদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। নির্দোষ বেসরকারি নিরাপত্তা কর্মীকে পুনরায় কাজে বহাল করা এবং মর্গের কর্মীদের উৎকোচ গ্রহণ করার ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট পরিবারের লোকজনরা।

বামেরা

● প্রথম পাতার পর

পরিচালনা করা সঠিক পদক্ষেপ নয় বলে মনে করে সিপিআইএম। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের দায়িত্ব অর্পণ করা সমীচিন বলে দাবি করেন তিনি। তাঁর সাফ কথা, এডিসি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সিপিএম সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত।

রাজ্যের

● প্রথম পাতার পর

করতে পেরে খুশি তিনি। একাধিক সময়ে বদলী হয়েছেন। কিন্তু দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালন করে গেছেন। স্কুল জীবন ধর্মনগর থেকে শুরু হয়। শেষ মহারাণি তুলসীবতী স্কুলে এসে। তিনি যখন কাজ শুরু করেন তখন একজন মহিলা হিসাবে কাজ করা কঠিন ছিল। এখন প্রচুর মহিলা ইঞ্জিনিয়ার রয়েছে। ছেলেদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি। সমাজকে কিছু দেওয়ার দায়িত্ব রয়েছে মেয়েদের। তাই এই সুযোগকে কাজে লাগানোর আহ্বান জানান রাজ্যের প্রথম সিভিল ইঞ্জিনিয়ার সীমা সাহা। বর্তমানে সুপারিন্টেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার পদ থেকে অবসর নেন তিনি।

সরকার

● প্রথম পাতার পর

কাছ থেকে ফল ক্রয় করবে। রাজ্য সরকার ১ সপ্তাহের মধ্যে স্ব-সহায়ক দলগুলির খরচের টাকা মিটিয়ে দেবে। ৩ লক্ষ আনারস এবং ৬ লক্ষ লেবু কৃষদের কাছ থেকে ক্রয় করা হবে। স্ব-সহায়ক দলগুলি সরাসরি কৃষকদের থেকে এই আনারস ও লেবু ক্রয় করবে। তবে ক্যুইন প্রজাতির আনারসের ক্ষেত্রে আনারসের ওজন ন্যনতম ৭০০ গ্রাম এবং কিউ ভ্যারাইটির ক্ষেত্রে ওজন ১ কেজি হতে হবে। প্রক্রিয়াকরণমূল্য সহ প্রতিটি আনারসের মূল্য ২০ টাকা এবং প্রতিটি লেবুর মূল্য ৫ টাকা ধার্য্য করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী।

প্রাদুর্ভাব

● প্রথম পাতার পর

এই বছরের ম্যালেরিয়া সংক্রমনে সমগ্র দক্ষিণ ত্রিপুরার চিত্র সকলের সামনে তুলে ধরেন। তিনি জানান গত বছরে সমগ্র দক্ষিণ ত্রিপুরায় ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন ৩৮৮৭ জন। যার মধ্যে গতবছরের জানুয়ারী মাস থেকে মে মাস পর্যন্ত এই আক্রান্তের সংখ্যা ছিলো ৫০৬ জন। এইবছর জানুয়ারী থেকে মে মাস পর্যন্ত এই মেলেরিয়ার সংখ্যা দারিয়েছে ১৪৮ জন। গত বছরের তুলনায় এইবছর ম্যালেরিয়া সংক্রমনের সংখ্যা অনেকটা কমেছে বলে জানান ডাক্তার সুব্রত দাস। তিনি জানান ম্যালেরিয়া দমনে স্বাস্থ্যদপ্তর থেকে ২ লক্ষ ৫ হাজার ৩৬৯ টা ঔষধ লাগানো মশারি বিতরন করাহয়েছে। এছারা প্রতিনিয়ত স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষথেকে নানান জায়গায় ডি ডি টি স্প্রে করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

হিমাচল প্রদেশে ৯ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ৯৫ জনের, ঝাড়খণ্ডে ১৫ জনের, কর্ণাটকে ২২৬ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ২২ জন, লাদাখে একজন, মধ্যপ্রদেশে ৫৬৪ জন, মহারাষ্ট্রে ৭,৬১০ জনের মৃত্যু হয়েছে, মেঘালয়ে একজন, ওড়িশায় ২৩ জনের, পুদুচেরিতে ১০ জন, পঞ্জাবে ১৩৮ জন, রাজস্থানে ৪০৫ জনের, তামিলনাড়ুতে ১,১৪১ জন, তেলেঙ্গানায় ২৫৩ জন, ত্রিপুরায় একজন, উত্তরাখণ্ডে ৩৯ জন, উত্তর প্রদেশে ৬৭২ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ৬৫৩ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

করোনা-আক্রান্তের নিরিখে দেশের মধ্যে এগিয়ে মহারাষ্ট্র। মহারাষ্ট্রে আক্রান্তের সংখ্যা ১৬,৯৮৮৩-এ পৌঁছেছে। দিল্লিতে আক্রান্ত ৮৫,১৬১, গুজরাটে ৩১,৯৩৮, পশ্চিমবঙ্গে আক্রান্তের সংখ্যা ১৮৭,৯০৭ এবং তামিলনাড়ুতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৮৬,২২৪। মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা যেভাবে বাড়ছে, ততটাই দ্রুত গতিতে চলছে নমুনা পরীক্ষা। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ জানিয়েছে, ২৯ জুন পর্যন্ত ৮৬,০৮,৬৫৪টি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। শুধুমাত্র ২৯ জুন ২,১০, ২৯২টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

রাজ্যে স্টেজ ১

● প্রথম পাতার পর

সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এতদিন যারা ট্রেনে বিমানে বহি:রাজ্য থেকে এসেছেন তাদের যতটা বেশি সংখ্যায় সম্ভব নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। বর্তমানে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রত্যেকের নমুনা পরীক্ষা করা হবে। যে নতুন কীটের মাধ্যমে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে, তাতে আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফলাফল চলে আসছে বলে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন। এখন পর্যন্ত গোমতী, সিপাহীজলা ও দক্ষিন ত্রিপুরা জেলা থেকে বেশি সংখ্যায় করোনা পজিটিভ পাওয়া যাচ্ছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। ত্রিপুরাতে গত ২৩ মার্চ থেকে যখন লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছিল তখন রাজ্যবাসীর মধ্যে যে মানসিকতা ছিল সেই মানসিকতা যাতে সবার মধ্যে অব্যাহত থাকে তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী আবারো অনুরোধ করে বলেন, 'আমি সমস্ত ত্রিপুরাবাসী কে করজোড়ে নিবেদন করব যে আপনারা সচেতন থাকুন।' এই করুনা পরিস্থিতিতে রাজ্যের একটা বড় অংশের মানুষের রোজগার কম হয়েছে, কেউ কেউ রোজগার হীন হয়ে পড়েছেন। তাদের স্বার্থে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা আবারো উল্লেখ করেন তিনি। ছোটদোকানীদের জন্য স্কীম রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছে, স্বনির্ভর পরিবার তৈরি করতেও সরকার বদ্ধপরিকর।গোমতী নদী দিয়ে ছোট জাহাজ অল্প সময়ের মধ্যে চলে আসবে। এর মধ্যে সরকারি চাকরির ব্যাবস্থা করতেও সরকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী যখন পাশে রয়েছেন, তখন যথা সময়ের মধ্যেই তিনি ত্রিপুরাকে মডেল রাজ্য হিসেবে তুলে ধরতে পারবেন। করোনা পরিস্থিতির জন্য রাজ্যবাসীর কাছ থেকে একাজে বাড়তি সময় চাইতে হবে না বলেও দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী।

কম্পাঙ্ক ৪.০

আটের পাতার পর

সিসমোলজি জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল ০৮.৫৬ মিনিট নাগাদ ৪.০ তীব্রতার মৃদু ভূকম্পন কম্পন অনুভূত হয় জম্মু ও কাশ্মীরে, জম্মু ও কাশ্মীরের কাটরা থেকে ৮৪ কিলোমিটার দূরে। করোনাভাইরাস আতঙ্কের মধ্যেই, আচমকা মাটি কেঁপে ওঠায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় মানুষজন। উল্লেখ্য, জম্মু-কাশ্মীরে মাঝেমধ্যেই মৃদু ভূকম্পন অনুভূত হয়উ ২০০৫ সালের ৮ অক্টোবর কাশ্মীরে ৭.৬ তীব্রতার ভূমিকম্পে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছিল।

স্মারকলিপি

আটের পাতার পর

প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত একটি সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রী শ্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় ও দৈনিক সংবাদ পত্রিকার বরিষ্ঠ সাংবাদিক তথা ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস এসোসিয়েশনের সভাপতি দিবাকর দেবনাথ এর মধ্যে পেশাগত প্রশ্নোত্তরকে কেন্দ্র করে কতিপয় ব্যক্তি সামাজিক মাধ্যমে আলোচনার বিকৃতি ঘটিয়ে শ্রী দেবনাথের বিরুদ্ধে একটি ভিডিও তৈরি করে এবং তা সোস্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে। যা এই বিষয় ভারতীয় দন্ডবিধি এবং তথ্যপ্রযুক্তি আইন অনুসারে ঘটনাটির দ্রুত তদন্তক্রমে এই ভিডিওটি যে বা যারা তৈরি করেছেন এবং যারা তা ভাইরাল করেছেন তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহনের জেলা পুলিশ সুপার ও মহকুমা এসডিপিও এর কাছে পৃথক পৃথকভাবে দাবী জানানো হয়।

সিপিএম

আটের পাতার পর

১১.৩. পুলিশ অফিসার অনুসন্ধান তালিকা যথাযথভাবে দাখিল করবেন এবং তাতে কেন গ্রেপ্তার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে তার কারণ লিপিবদ্ধ করে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জমা দেবেন।

১১.৫. যদি কোন পুলিশ অফিসার অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার না ঞ্চকরন তবে অপরাধ সংগঠিত হওয়ার দু সপ্তাহের মধ্যে তা আদালতকে জানাতে হবে এবং তার প্রতিলিপি জেলার পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টকে দিতে হবে।

সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ১১.১. এবং ১১.৩ অনুচ্ছেদ থেকে এটা পরিস্কার পুলিশ উপযুক্ত কারণ লিপিবদ্ধ করে অপরাধীকে গ্রেপ্তার করতে পারে।

কিন্তু আইন দপ্তরের মন্ত্রী রক্তদান শিবির ও ত্রাণ বন্টনকারীদের উপর আক্রমণকারী সমাজদ্রোহীদের আস্কারা দিতে সুপ্রিম কোর্টের রায় অপব্যাখ্যা করেছেন, যা অত্যন্ত মারাত্মক ও বিপজ্জনক। মন্ত্রীর এই অপব্যাখ্যা একাংশের পুলিশ অফিসার ও জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে।

মৃত্যু ৪,৩০৪ জনের

পাচের পাতার পর

গিলগিট-বালতিস্তানে ১,৪৭০, আজাদ কাশ্মীরে ১,০৬৫।

বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ২, ৮৪৬ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১১৮ জনের। পাকিস্তানে মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৪,৩০৪ জনের।

Development Commissioner (Handicrafts)
Ministry of Textiles, Govt. of India

উন্নয়ন আয়োগ (হস্তশিল্প) কার্য্যালয়
পশ্চিম ব্লক-৭, আর কে পুরম, নয়াদিল্লী-১১০০৬৬

হস্তশিল্প ক্ষেত্রে ডিজাইনারদের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান

হস্তশিল্প ক্ষেত্রে ডিজাইনারদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে চার বছরের ডিগ্রী কোর্স করা আছেন এমন প্রার্থীদের কাছ থেকে ডিজাইন, ফেশান ইত্যাদি ক্ষেত্রে এবং তিন বছরে অভিজ্ঞতা রয়েছে প্রডাক্ট ডিজাইনের যা হবে কেন্দ্রীয়/ রাজ্য সরকার, প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের। প্রার্থীদের যাদের ডিপ্লোমা রয়েছে তারাও আবেদন করতে পারবেন তবে এক্ষেত্রে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে কেন্দ্রীয়/রাজ্য সরকার বা যে কোন প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তদরূপ কাজের তথা ডিজাইনের। তিন বছরের জন্য করা হবে সার্টিফিকেট ইস্যু হওয়ার তারিখ থেকে।

আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন উন্নয়ন আয়োগ (হস্তশিল্প) এর ওয়েবসাইট থেকে যা http://www.handicrafts.nic.in

নোটঃ বিস্তারিত জানার জন্য উন্নয়ন আয়োগ (হস্তশিল্প) এর আঞ্চলিক অফিসে যোগাযোগ করা যেতে পারে যা ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে।

অনলাইন আবেদন গ্রহণের তারিখ ০১ জুলাই ২০২০
অনলাইন আবেদন সমাপ্তির তারিখ ২১ জুলাই ২০২০

উন্নয়ন আয়োগ (হস্তশিল্প) কার্য্যালয়
বস্ত্র মন্ত্রক, ভারত সরকার

davp 41103/11/0002/2021

মেসি-নেইমারকে চায় না লিভারপুল

লওনেল মেসি বা নেইমারকে কেনার সুযোগ পেলে কোন ক্লাব তা না চাইবে? কিন্তু লিভারপুলের কিংবদন্তি ফরোয়ার্ড জন বার্নস মনে করেন তাঁর সাবেক ক্লাব মেসি-নেইমার বা কোনো ফুটবলারের জন্যই টাকার বস্তা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে না।শেষ হয়ে আসছে মৌসুম, এগিয়ে আসছে দলবদলের সময়। ইউরোপের ফুটবলে এখন খেলোয়াড় বিকিকিনি নিয়ে বিস্তর আলোচনা চলবে। দলবদলের বাজারে এখন গুঞ্জন, সদ্য প্রিমিয়ার লিগের শিরোপাজয়ী লিভারপুল নাপোলি থেকে কালিদু কুলিবালিকে উড়িয়ে আনতে পারে। যদিও সেটি মূলত দলবদলের ব্যাপারে যেসব সংবাদমাধ্যম সাধারণত উড়ো খবর দেয়, তাদেরই খবর বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন অনেকে।

সেনেগালিজ সেন্টারব্যাক কুলিবালিকে চাইছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের আরেক ক্লাব ম্যানচেস্টার সিটিও। কুলিবালির চাহিদা বেশি বলে সুযোগ বুঝে নাপোলিও নিশ্চয়ই চড়া দাম হাঁকতে চাইবে। কিন্তু লিভারপুলের সাবেক তারকা জন বার্নস মনে করেন, কোনো ফুটবলারের জন্যই টাকার বস্তা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে না অলরেডরা। এমনকি লিওনেল মেসি বা নেইমারকেও দরকার নেই তাঁর সাবেক ক্লাবের।

নাহ, ৩০ বছর পর প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা জিতে লিভারপুল এই দলেই সন্তুষ্ট থাকতে চায়, মেসি-নেইমারের মানের খেলোয়াড়দেরও চায় না - ব্যাপারটা এমন নয়। আসলে বার্নস বলতে চাইছেন, দলবদলের বাজারে কোনো খেলোয়াড়কে নিয়ে প্রতিযোগিতায় নামবে না লিভারপুল। বড় অংক খরচ করে কাউকে দলে টানার ইচ্ছাও নেই অ্যানফিল্ডের ক্লাবটির।

২৯ বছর বয়সী কুলিবালিকে দলে টানা নিয়ে বার্নেসের ভাবখানা এ রকম যে - দলবদলটা হলে ভালো, না হলেও ক্ষতি নেই। সম্প্রতি তিনি বলেছেন, ”কুলিবালি খুব ভালো খেলোয়াড়। জো গোমেজ (লিভারপুলের ইংলিশ সেন্টারব্যাক) উঠে আসছে। কুলিবালি এলে ওকে সাহায্য করতে পারবে। কুলিবালি হচ্ছে বড় মঞ্চে খেলার জন্য প্রস্তুত একজন খেলোয়াড়। ওকে নিতে পারলে তো ভালোই হয়। কিন্তু ওকে ছাড়াও তো লিভারপুলের অবস্থা ভালো। অন্য যে কোনো দলের চেয়ে ২৫ পয়েন্ট এগিয়ে। তাই (খেলোয়াড় দলে টানার চেয়ে) না হারানোটাই বেশি ভালো হবে।”

শিরোপা জিততে বড় নাম নয়, কার্যকরী খেলোয়াড়ই বেশি পর্রয়োজন বলে মনে করেন বার্নস। আর ক্লপ সেটা করবেন বলেই বিশ্বাস তাঁর, ”ম্যানচেস্টার সিটি কুলিবালিকে দ্বিগুণ বেতন দিতে চাইলে সে সেখানেই যাবে। কিন্তু লিভারপুল সব সময় নিজেদের খেলোয়াড়দের উন্নতির দিকেই খেয়াল রাখে। আমার মনে হয় না লিভারপুল এবার খুব বেশি খেলোয়াড় কিনবে।”

বেশি দামি খেলোয়াড় তো কিনবে না বলেই মনে করেন বার্নস। বিশেষ করে খেলোয়াড় কিনতে গিয়ে কখনোই ফতুর হওয়ার কথা ভাববে না তাঁর সাবেক দল, ”লিভারপুল খেলোয়াড় কেনার জন্য দেউলিয়া হতে চাইবে না। নেইমার বা মেসির মতো খেলোয়াড় চাইবে না লিভারপুল, যাঁদের কিনতে গিয়ে ফতুর হতে হবে।”

অবশ্য এরই মধ্যে করোনাভাইরাস-উত্তর আর্থিক সংকটের কথা ভেবে লাইপজিগ থেকে টিমো ভেরনারকে কেনার সুযোগ ছেড়ে দেওয়া লিভারপুল যে এবার খুব একটা বড় নামের দিকে ছুটবে না, তা তো সহজেই অনুমেয়।

সৌরভ কি হুমকি দিয়েছিলেন শেবাগকে?

সাফল্য দিয়েই নিজের টেস্ট ক্যারিয়ারের শুরুটা করেছিলেন বীরেন্দর শেবাগ। দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ডের মাটিতে করেছিলেন সেঞ্চুরি। ঘরের মাঠেও ছিল তাঁর দারুণ পারফরম্যান্স। কিন্তু এর পরেও অনিশ্চয়তা দানা বেঁধেছিল ভারতের সাবেক ওপেনারের ক্যারিয়ারে। হারিয়ে ফেলেছিলেন ফর্ম। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে মুম্বাইয়ের সেঞ্চুরি আর চেন্নাইয়ে ফিফটির পর টানা ৯ ইনিংসে ছিল না কোনো পঞ্চাশ বা পঞ্চাশোর্ধ ইনিংস। এই সময় সে সময়কার অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলীর এক ‘হুমকি’ই বদলে দিয়েছিল তাঁর ক্যারিয়ার।সৌরভের ওপর তখন শেবাগকে নিয়ে প্রচণ্ড চাপ। নির্বাচকেরা চাচ্ছিলেন শেবাগকে বাদ দিতে। কিন্তু সৌরভ দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর সতীর্থের পাশে। কিন্তু শেবাগকেও তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন রান করতে না পারলে দলে তাঁর জায়গা নেই।

সে সময় সৌরভ-শেবাগদের সঙ্গে ভারতীয় দলে খেলেছিলেন হালে ক্রিকেট বিশ্লেষক হয়ে যাওয়া আকাশ চোপড়া। তিনি নিজের ইউটিউব চ্যানেলে সে সময়ের স্মৃতিচারণ করেছেন, ‘ক্যারিয়ারের শুরুতে অনেক রান করার পর শেবাগের ক্যারিয়ারে প্রথম ধাক্কা আসে। সৌরভ তাঁকে বলেছিল, “দেখ শেবাগ তুমি যদি রান না কর, তাহলে দলে তোমার জায়গা নেই। আমি চেষ্টা করলেও তোমাকে দলে রাখতে পারব না।”’ রানে ফিরতে বেশি সময় নেননি শেবাগ। পরের টেস্টেই ক্যারিয়ারের চতুর্থ সেঞ্চুরিটি করেন এই মারকুটে ওপেনার। ২০০৩ সালে মোহালিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচটি রানে ফেরার জন্য বেছে নেন তিনি। নিউজিল্যান্ডের ৬৩০ রানের জবাবে শেবাগের ১৩০ রানের সেঞ্চুরিতে ম্যাচ বাঁচানোর রসদ পায় ভারত।কেবল শেবাগই নয়, তরুণ খেলোয়াড়দের আগলে রাখার একটা প্রবণতা ছিল সৌরভের। সে কথা বলেছেন আকাশ।

শেবাগের মতোই যুবরাজ সিংয়ের ক্যারিয়ারে সৌরভের বড় ভূমিকা ছিল, ‘আমার মনে আছে যুবরাজ টানা ১৮-১৯ ম্যাচ খুব বাজে খেলেছিল। তাঁকে দল থেকে বাদ দেওয়ার কথা উঠেছিল। কিন্তু সৌরভ সেটি হতে দেয়নি। যুবরাজকে সমর্থন দিয়ে গেছে।’শেবাগ আর যুবরাজের ক্যারিয়ার এরপর কোন পর্যায়ে গেছে, সেটি সবারই জানা। ভারতীয় ক্রিকেটে ইতিহাসের বড় তারকা হিসেবেই এ দুজন নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

‘ইন্ডিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলে’র প্রধান যখন বড় জুয়াড়ি

‘ইন্ডিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল’ জিনিসটা কী? এই সংস্থার প্রধান রাভিন্দর ডান্ডিওয়ালই-বা কে? লোকটা একজন জুয়াড়ি আর তাঁর ফেসবুক প্রোফাইলে পরিচয় হিসেবে দেওয়া আছে তিনি ইন্ডিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের প্রধান। ‘সিডনি মর্নিং হেরাল্ড’ জানিয়েছে, অস্ট্রেলীয় পুলিশ সম্প্রতি এই ডান্ডিওয়ালের ওপর কড়া নজরদারি শুরু করেছে। ‘ভদ্রলোক’ শুধু ক্রিকেটেই নয়, তাঁর জুয়ার কালো থাবা প্রসারিত করেছেন টেনিসেও।আইসিসির এক কর্মকর্তা কিছুদিন আগে জানিয়েছিলেন, তাঁরা সাম্প্রতিককালে যে ৫০টি ম্যাচ পাতানোর ঘটনা নিয়ে তদন্ত করছেন, তার বেশির ভাগই ভারত-সংশ্লিষ্ট। অস্ট্রেলীয় পুলিশের ভাষ্যমতে, মোহালিভিত্তিক জুয়াড়ি ডান্ডিওয়াল আছেন আইসিসির সন্দেহের তালিকাতেও। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডও (বিসিসিআই) তাঁকে সন্দেহ করে।

বিসিসিআইয়ের দুর্নীতি দমন ইউনিটের প্রধান অজিত সিং জানিয়েছেন, ডান্ডিওয়ালের ওপর ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড সব সময়ই কড়া নজরদারি করে চলেছে। বিসিসিআই দেখছে, এই লোক কোনো ভারতীয় ক্রিকেটারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন কি না।

এদিকে ডান্ডিওয়ালের ‘ক্রিকেট কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া’ নামে সংস্থাটি যে প্রতারণার জন্যই বানানো হয়েছে, সেটি জানেন অজিত সিং, ‘এই সংস্থার লোগোর সঙ্গে বিসিসিআইয়ের লোগোর মিল আছে। এমন কাজ অনেক প্রতারকই করে থাকেন। আমাদের কাছে এ বিষয়ে অনেক অভিযোগও আসে। তাঁরা বিসিসিআইয়ের মতো লোগো বানিয়ে ভিজিটিং কার্ডও ছাপায়। এটা পুরোপুরিই প্রতারণার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়।’

ডান্ডিওয়ালের ক্রিকেট সংশ্লিষ্টতার বিষয়েও তথ্য আছে বিসিসিআইয়ের দুর্নীতি দমন ইউনিটের কাছে, ‘তিনি ভারতের বাইরে ক্রিকেট-সংশ্লিষ্ট আয়োজনের সঙ্গে জড়িত। আফগান প্রিমিয়ার লিগের সঙ্গে দুই বছর আগে জড়িত ছিলেন। নেপালেও ক্রিকেট আয়োজন করেছেন তিনি। ব্যাংককেও একটি লিগ আয়োজনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা, তিনি অস্ট্রেলিয়াতে ক্রিকেট আয়োজনের নামে আদম ব্যবসার সঙ্গেও জড়িত। ক্রিকেটার সাজিয়ে তিনি অনেককে অস্ট্রেলিয়াতে নিয়ে গেছেন, তাঁরা সেখান থেকে আর ফেরেননি। মোহালি পুলিশের কাছেও এ ব্যাপারে একটি অভিযোগ ফাইল করা হয়েছে।’

ভারতের মাটিতে যেকোনো ক্রিকেট লিগ আয়োজনই যে বিসিসিআইয়ের নজরদারিতে থাকে, সেটাও জানিয়েছেন বোর্ডের দুর্নীতি দমন প্রধান, ‘অননুমোদিত ক্রিকেট লিগ আয়োজন ভারতের মাটিতে বেশ কঠিনই। কিছুদিন আগে রাজপুতানা প্রিমিয়ার লিগ নামে একটি অননুমোদিত টি-টোয়েন্টি লিগ বন্ধ করা হয়েছে। খেলোয়াড়েরাও এ ব্যাপারে অনেক সাবধান। এসব লিগ টেলিভিশনে সম্প্রচার করার ব্যাপারেও অনেক নিয়মকানুন আছে। কোনো লিগ আয়োজিত হলেও বিসিসিআই যদি মনে করে, সেটার মধ্যে সমস্যা আছে, তাহলে বিভিন্ন রাজ্য ইউনিটকে বলে দেওয়া হয়, সেসব লিগে যেন কোনো খেলোয়াড় অংশ না নেন।’

ভারতে আইনত জুয়া নিষিদ্ধ (ঘোড়দৌড় অবশ্য এই নিষেধাজ্ঞার বাইরে)। কিন্তু তারপরও সেখানে খেলাধুলাসংক্রান্ত নিষিদ্ধ জুয়া যথেষ্ট রমরমা। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বিভিন্ন ক্রিকেটারকে ম্যাচ পাতানোয় প্রলোভিত ও প্রভাবিত করার যেসব ঘটনা উন্মোচিত হয়েছে, তার অনেকগুলোর সঙ্গেই ভারতীয় জুয়াড়িদের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেছে।

‘নেগেটিভ’ হাফিজরা যাচ্ছেন ইংল্যান্ডে

শেষ হাসিটা হাসলেন মোহাম্মদ হাফিজ আর ওয়াহাব রিয়াজই। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের নেওয়া প্রথম করোনা পরীক্ষায় ”পজিটিভ” হওয়ার পর সে ফল বিশ্বাস করেননি দুজন। নিজেরা পরীক্ষা করিয়ে জানিয়েছেন নিজেদের সুস্থ থাকার খবর। এ নিয়ে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড ক্ষুব্ধ হলেও হাফিজরাই সঠিক প্রমাণিত হলেন। বোর্ডের নেওয়া পরের দুই পরীক্ষাতেই করোনা হয়নি বলেই ফল এসেছে হাফিজদের।

তিন টেস্ট ও তিন টি-টোয়েন্টির জন্য এরই মাঝে দুজন বিকল্পসহ ২০জনকে ইংল্যান্ডে পাঠিয়েছে পাকিস্তান।

প্রাথমিকভাবে স্থানীয়ভাবে করোনা পরীক্ষা করা হয়েছিল ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজে ডাক পাওয়া খেলোয়াড়দের। সে পরীক্ষায় দশজন কোভিড-পজিটিভ হয়েছিলেন। কিন্তু লাহোরে পিসিবির নেওয়া দ্বিতীয় পরীক্ষায় আবার নেগেটিভ হয়েছে এঁদের ছয়জন। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। দুটি পরীক্ষায় নেগেটিভ না হওয়ায় শনিবার ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্যে রওনা হতে পারেননি এই ছয়জন।

গতকাল সোমাবার আবার পরীক্ষা করা হয় হাফিজ, রিয়াজ, মোহাম্মদ হাসনাইন, ফখর জামান, মোহাম্মদ রিজওয়ান ও শাদাব খানের। ছয়জন দ্বিতীয় দফায়ও করোনামুক্ত বলে প্রমাণিত হয়েছেন। ফলে তাঁদের আর ইংল্যান্ডে যাওয়ার পথে কোনো বাধা নেই। সপ্তাহের শেষেই এই ছয়জনকে ইংল্যান্ড সফরের দলে যোগ দেওয়ার জন্য পাঠানো হবে।আগস্টে অনুষ্ঠিত

PNIeT No. e-PT-X/EE/RD/STB/2020.21, Dated-24/06/2020
On behalf of the 'Governor of Tripura The Executive Engineer, R.D Santirbazar Division, Santirbazar, South Tripura' invites item wise separate e-tender (Two bid) from the eligible bidders in PWD Form-9 up to 3.00 P.M. on 15/07/2020 for Hiring of 1 (One) No bolero & 2 (Two) Nos Maruti Omni Van under the jurisdiction of RD Santirbazar Division. For details visit website httpsAripuratenders.gov.in and contact at M-8787450077 / 7005841976. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C-817/2020-21
Executive Engineer
RD Santirbazar Division
Santirbazar, South Tripura

NOTICE INVITING TENDER
(ABRIDGED NOTICE)
Sealed Tenders on a plain paper are here by invited vide NIT NO .F.10 2/ OR/ Tender /Auction/ Vehicle-Seized/SDFO/TSD-2020-21/2189-2228 dated 25/06/2020 by the undersigned from bonafied persons of Indian Nationality for quoting rates against 7(Seven) confiscated vehicles under Teliamura Forest sub-division under khowai district. The seized and confiscated vehicles may be physically inspected by the interested person/ persons at the office premises of Teliamura Range office at Gamaibari under Teliamura forest Sub-division on any working day between 11.00 Am to 4.00 Pm from the Date of publication and before dropping tender. The tenders in sealed cover will be received up to 3.00 Pm of 24/07/2020 from the issuing date of this notice and the same will be opened on 24/07/2020 at about 4.00 Pm or 11.00 Am of the next day. The sealed tenders will be accepted by post/ courier/hand.
The detail tender documents may be collected from the 0/o the SDFO, Teliamura khowai Tripura Pin. 799205 in all working days from 10.00 Am to 5.30 Pm.
ICA/C-814/2020-21
(K.G. Roy , TFS)
Sub-Divisional Forest Officer Teliamura
Forest Sub-Division

বেনজেমার সতীর্থ সেই ভালবুয়েনাকে আনছে বসুন্ধরা কিংস?

দানিয়েল কলিন্দ্রেস, হার্নান বার্কোসের পর বিশ্বকাপ খেলা ভালবুয়েনাকে দেখা যেতে পারে বসুন্ধরা কিংসের জার্সিতে। ফ্রান্সের হয়ে দুটি বিশ্বকাপে খেলেছেন ভালবুয়েনাবসুন্ধরা কিংসের সঙ্গে চুক্তি শেষ করে সপ্তাহ দুয়েক আগে দেশে ফিরে গেছেন দানিয়েল কলিন্দ্রেস। ওই সময়ই ক্লাব কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিল রাশিয়া বিশ্বকাপে খেলা এই কোস্টারিকান তারকার চেয়েও ভালোমানের ফুটবলার আনার ইচ্ছা আছে তাদের। ফ্রান্স, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, হন্ডুরাস ও ইরাকের জার্সিতে বিশ্বকাপ মাতানো অনেক ফুটবলারের জীবনবৃত্তান্ত এরই মধ্যে ক্লাবে জমা পড়েছে। ক্লাবপাড়ায় গুঞ্জন এদের মধ্য থেকে ফ্রান্সের হয়ে ২০১০ ও ২০১৪ বিশ্বকাপে খেলা ম্যাথিউ

ভালবুয়েনাকে এএফসি কাপ এবং আগামী মৌসুমে বসুন্ধরার জার্সিতে দেখা যেতে পারে।

ফুটবলারদের বিভিন্ন তথ্য, পরিসংখ্যান, খেলার ফল, দলবদলের খবর সংক্রান্ত ওয়েবসাইট ট্রান্সফারমার্কেট ডটকমের ওয়েবসাইটে ভালবুয়েনার প্রোফাইলপেজেও এই খবরের সত্যতা মিলেছে। সেখানে ভালবুয়েনার পরবর্তী গন্তব্যের সম্ভাব্য দল হিসেবে লেখা আছে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংসের নাম। এছাড়া ইন্ডিয়ান ফুটবল লাইভ নামের একটি ফুটবল ফেসবুক পেজে সরাসরি লেখা হয়েছে, মুম্বাই সিটি এফসিকে বোকা বানিয়ে ফ্রান্সের ফুটবলার ম্যাথিউ ভালবুয়েনা বাংলাদেশ লিগ চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংসে নাম লিখিয়েছে।

ক্লাবের কর্মকর্তারা এখনো এ ব্যাপারে চূড়ান্ত কিছু বলতে নারাজ। বসুন্ধরা কিংসের সভাপতি ইমরুল হাসানের সঙ্গে যোগাযোগ করলে এ বিষয়ে মুখ খুলতে রাজি হননি।যদিও কিছুদিন আগে তিনি বলেছিলেন, ”সামনে আমাদের এএফসি কাপ। তার আগেই আমরা ভালোমানের বিদেশি ফুটবলার আনতে চাইছি। কলিনদ্রেসের মতো বিশ্বকাপে খেলা ফুটবলারই আমাদের পছন্দ।” দেশের ফুটবলে একের পর এক বিস্ময় উপহার দেওয়া বসুন্ধরা কিংস কলিন্দ্রেসই নন, লিওনেল মেসির আর্জেন্টাইন সতীর্থ হার্নান বার্কোসকে এএফসি কাপের জন্য দলে নিয়েছে। সবকিছু ঠিক থাকলে হয়তো ঢাকার ফুটবল দর্শক দেখতে পারে ভালবুয়েনাকেও।৩৫ বছর বয়সী অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার ভালবুয়েনা বর্তমানে গ্রিক ক্লাব অলিম্পিয়াকোসের হয়ে খেলছেন। ক্লাবের জার্সিতে ২১ ম্যাচে করেছেন ৬ গোল। আর জাতীয় দলে ফ্রান্সের হয়ে করেছেন ৫২ ম্যাচে ৮ গোল।ভালবুয়েনার সঙ্গে রিয়াল মাদ্রিদ তারকা করিম বেনজেমার একটা পুরনো দ্বন্দ্ব রয়েছে। ফ্রান্সের জার্সিতে ২০১৪ সালে একবারই বিশ্বকাপ খেলেন বেনজেমা। ওই বিশ্বকাপের পরের বছরই যৌন কেলেঙ্কারির ঘটনায় অভিযোগ ওঠে বেনজেমার। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল, গোপন ভিডিও রেকর্ড করেভালবুয়েনাকে ব্ল্যাকমেল করার।

তবে এ অভিযোগ পরমাণিত হয়নি।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 05/EE/PWD(R&B)/AMB/2020-21
FORMAT — A (For publicgtion in the Local Newspapers sand Websites) Dt. 23/06/2020
The Executive Engineer, Ambassa Division, PWD(R&B), Ambassa, Dhalai invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central 8 State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD upto 3.00 P.M. on 23/07/2020 for the following work:-

Sl. No	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION
1	DNIeT No:- 06/SE-V/PWD(R&B)/AMB/2019-20 (2nd Call)	Rs. 1,22,92,623.00	Rs. 1,22,926.00	06(six)Months
2	DNIe-T No :24/EE/PWD(R&B)/AMB/2019-20 (2nd Call)	Rs. 5,63,419.00	Rs. 5,634.00	45(forty five) days
3	DNIe-T No :30/EE/PWD(R&B)/AMB/2019-20 (2nd Call)	Rs. 23,13,863.00	Rs. 23,139.00	60(sixty) days

For further enquiry, contact to the Office of the undersigned.
ICA/C-823/2020-21
(Er. Pranay Kumar Das, TES)
Executive Engineer, Ambassa Division,
PWD(R&B), Ambassa, Dhalai,Tripura

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

নাগাল্যান্ডেও লকডাউনের মেয়াদ বৃদ্ধি, চলবে ১৫ জুলাই পর্যন্ত

কোহিমা, ৩০ জুন (হি.স.) : মণিপুরের পর এবার নাগাল্যান্ডেও লকডাউনের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। আগামী ১৫ জুলাই পর্যন্ত লকডাউনের মেয়াদ বাড়িয়েছে সরকার। রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বৈঠক শেষে রাজ্যের গৃহ দফতরের প্রধানসচিব অভিজিৎ সিনহা বলেন, মন্ত্রিসভার বৈঠকে কোভিড-১৯ পরিস্থিতি নিয়ে চর্চা হয়েছে। স্বাস্থ্য এবং গৃহ দফতর নাগাল্যান্ডের পরিস্থিতি নিয়ে মতামত দিয়েছে। সে মোতাবেক নির্দেশ জারি করা হয়েছে, বলেন তিনি। তাঁর কথায়, লকডাউন শীর্ষক গত ৪ মে-র নির্দেশিকা গোটা রাজ্যে কার্যকর হবে। সাথে তিনি যোগ করেন, নাগাল্যান্ড সরকারের গত ১০ জুন এবং ২০ জুনের নির্দেশিকা মেনে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান খোলা থাকবে, স্থানীয় ট্যাক্সি ও রিকশাও যাতায়াত করতে পারবে। তিনি বলেন, নাগাল্যান্ডে কোভিড-১৯ পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্য সরকার যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। ক্রমশ করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে লকডাউনের মেয়াদ বৃদ্ধি সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত বলে তিনি দাবি করেন।

অভিজিৎ সিনহা বলেন, নাগাল্যান্ডেএ বর্তমানে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৫৯। তাঁদের মধ্যে সক্রিয় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২৯১। সুস্থ হয়েছেন ১৬৮ জন। তাঁর দাবি, করোনা আক্রান্তদের কোভিড-১৯ হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। তবে, ২৬৬ জন করোনা আক্রান্তের সংশ্লিষ্ট রোগের কোনও লক্ষণ নেই। তিনি বলেন, ১১,৬৬১ নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৭,৬৩৭টি নমুনা-র পরীক্ষা হয়েছে।

বুড়িগঙ্গা নদী থেকে উদ্ধার আরও একটি দেহ, লঞ্চডুবির ঘটনায় মৃত্যু বেড়ে ৩৩

ঢাকা, ৩০ জুন (হি.স.): দীর্ঘ সময় ধরে তল্লাশি চালানোর পর বুড়িগঙ্গা নদী থেকে উদ্ধার হল আরও একটি দেহ। ফলে বাংলাদেশে লঞ্চডুবির ঘটনায় মৃত্যু বেড়ে হল ৩৩। সোমবার মুন্সিগঞ্জ কাঠপট্টি থেকে প্রায় ৫০ জন যাত্রী নিয়ে ঢাকায় আসছিল একটি লঞ্চ। সকাল সাড়ে ৯.৩০ মিনিট নাগাদ ফরাশগঞ্জ ঘাট সংলগ্ন কুমিল্লা ডক এলাকায় ময়ূর-২ লঞ্চ পেছনের দিকে ধাক্কা দিলে মর্নিং বার্ড লঞ্চটি ডুবে যায়। সোমবার রাত আটটা পর্যন্ত পুরুষ, মহিলা ও শিশু-সহ ৩২ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।

মঙ্গলবার সকাল দশটা থেকে পুনরায় উদ্ধারকাজ শুরু হলে, দুপুর ১২.৪৫ মিনিট নাগাদ আরও একটি দেহ উদ্ধার হয়। সবমিলিয়ে লঞ্চডুবির ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৩৩ জনের। এখনও বেশ কয়েকজনের কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

করাচি থেকে হুমকি! তাজ হোটেল ও সংলগ্ন এলাকায় কড়া নিরাপত্তা

মুম্বই, ৩০ জুন (হি.স.): 'বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হবে মুম্বইয়ের তাজ হোটেল!' পাকিস্তানের করাচি থেকে এমনই হুমকি ফোন পাওয়ার পরই নড়েচড়ে বসেছে মুম্বই পুলিশ। কড়া নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে তাজ হোটেলের বাইরে ও সংলগ্ন এলাকায়। সোমবার পাকিস্তানের করাচিতে অবস্থিত পাকিস্তান স্টক এক্সচেঞ্জে হামলা চালায় সন্ত্রাসবাদীরা। ওই দিনই করাচি থেকেই হুমকি দেওয়া হয়, বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হবে তাজ হোটেল।

২৬/১১ মুম্বই সন্ত্রাসী হামলায় দক্ষিণ মুম্বইয়ের কোলাবায় অবস্থিত তাজ হোটেলই সন্ত্রাসবাদীদের নিশানায় ছিল। তাই কোনও রকম ঝুঁকি না নিয়ে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে তাজ হোটেলের বাইরে ও সংলগ্ন এলাকায়। মুম্বই পুলিশের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার জানানো হয়েছে, পুলিশ সর্বদা সতর্ক রয়েছে। ওই এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমাণে পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

কাশ্মীরের অনন্তনাগে ফের এনকাউন্টার, নিকেশ দু'জন জঙ্গি

শ্রীনগর, ৩০ জুন (হি.স.): দক্ষিণ কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলায় ফের এনকাউন্টার! ফের সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। মঙ্গলবার অনন্তনাগ জেলার বিজবেহারার ওয়াগহামা এলাকায় যৌথবাহিনীর সঙ্গে গুলি বিনিময় চলাকালীন খতম হয়েছে দু''জন সন্ত্রাসবাদীঊ নিহত সন্ত্রাসবাদীদের নাম ও পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। গুলির লড়াই শেষে উদ্ধার করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ। জম্মু ও কাশ্মীরের ডিজিপি দিলবাগ সিং জানিয়েছেন, তিন-দিন আগেই বিজবেহারায় একজন সিআরপিএফ জওয়ান ও ৫ বছরের শিশুকে হত্যা মামলায় জড়িত ছিল ওয়াগহামা এলাকায় নিকেশ হওয়া এই দু''জন জঙ্গি।

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের ঊর্ধতন এক কর্তা জানিয়েছেন, বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া যায় দক্ষিণ কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার বিজবেহারার ওয়াগহামা এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসবাদীঊ বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে মঙ্গলবার ভোর থেকেই ওয়াগহামা এলাকায় জঙ্গি নিকেশ অভিযান চালায় সেনাবাহিনীর ০৩ রাষ্ট্রীয় রাইফেলস এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি)ঊ অভিযান চলাকালীন যৌথ বাহিনী ও জঙ্গিদের মধ্যে তীব্র গুলি বিনিময় শুরু হয়। বেশ কিছুক্ষণের গুলি বিনিময়ের পরই নিকেশ হয়েছে দু''জন জঙ্গি। প্রসঙ্গত, চলতি বছরে কাশ্মীর উপত্যকায় এখনও পর্যন্ত নিকেশ হয়েছে ১১৮ জন জঙ্গি।

বিশাখাপত্তনমের ফ্যাক্টরিতে গ্যাস লিকেজে মৃত্যু দু''জন কর্মীর, অসুস্থ ৪ জন

বিশাখাপত্তনম, ৩০ জুন (হি.স.): অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে ফের গ্যাস লিক আতঙ্ক! এবার বিশাখাপত্তনমের পারাওয়াড়ায় একটি ফার্মা কোম্পানির ফ্যাক্টরিতে গ্যাস লিকেজে অসুস্থ হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন ওই ফ্যাক্টরির দু''জন কর্মী। এছাড়াও অসুস্থ অবস্থায় ৪ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সোমবার গভীর রাতে বিশাখাপত্তনমের সাইনর লাইফ সায়েন্সেস প্রাইভেট লিমিটেড ফার্মা কোম্পানির ফ্যাক্টরিতে বেনজিমিডাজোল গ্যাস লিক করে। সেই সময় ওই স্থানে উপস্থিত ছিলেন বেশ কয়েকজন কর্মী, তাঁদের মধ্যে দু''জনের মৃত্যু হয়েছে ও ৪ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

পারাওয়াড়া থানার ইন্সপেক্টর উদয় কুমার জানিয়েছেন, গ্যাস লিকেজে দু''জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৪ জন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে। মৃত দু''জন ফ্যাক্টরির কর্মী এবং গ্যাস লিকেজের সময় ওই স্থানেই ছিলেন তাঁরা। ফ্যাক্টরি ছাড়া অন্য কোথাও গ্যাস ছড়িয়ে পড়েনি। এই ঘটনায় উদ্বিগ্ন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই এস জগন্মোহন রেড্ডি। মঙ্গলবার সকালে মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে জানানো হয়েছে, সাইনর লাইফ সায়েন্সেস ফার্মা কোম্পানির ঘটনায় উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার রাত ১১.৩০ মিনিট নাগাদ গ্যাস লিকেজের কারণেই বিপত্তি। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ফ্যাক্টরি তৎক্ষণাৎ বন্ধ করে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, গত ৭ মে বিশাখাপত্তনমে, এল জি পলিমার্স ইন্ডিয়া লিমিটেড ফ্যাক্টরিতে গ্যাস লিকেজে মৃত্যু হয়েছিল ১২ জনের। অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন শতাধিক মানুষ।

লাগাতর পেট্রো পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি নিয়ে মঙ্গলবার আগরতলায় এসএফআই গণঅবস্থান পালন করেন। ছবি- নিজস্ব।

প্রাক্তন বিধায়ক বজেন্দ্র মগ চৌধুরী প্রয়াত, মুখ্যমন্ত্রীর শোক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। রাজ্যের প্রাক্তন বিধায়ক বজেন্দ্র মগ চৌধুরীর জীবনাবসান হয়েছে। তাঁর প্রয়াণে মুখামন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। এক শোকবার্তায় তিনি বলেন, 'প্রয়াত বজেন্দ্র মগ চৌধুরী এলাকায় সকলের কাছেই জনদরদী নেতা হিসাবে গ্রহণযোগ্য ছিলেন। ১৯৯৩ সালে জোলাইবাড়ি উপজাতি সংরক্ষিত কেন্দ্র থেকে বিধায়ক নির্বাচন হন। তাঁর মৃত্যুতে রাজ্য একজন জনদরদী নেতাকে হারাল।'

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব প্রয়াত বিধায়ক বজেন্দ্র মগ চৌধুরীর বিদেহী আত্মার সদগতি কামনা করেছেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

সাংবাদিকের বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়ায় কুৎসা প্রচার, বিলোনীয়ায় পুলিশ সুপারকে স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৩০ জুন।। পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে একজন বরিষ্ঠ সাংবাদিককে জড়িয়ে সামাজিক মাধ্যমে কুৎসা ও মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে তদন্ত ও ব্যবস্থা গ্রহনের আবেদন জানিয়ে সরব হলো ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন দক্ষিণ জেলা ও বিলোনিয়া মহকুমা কমিটি। মঙ্গলবার দুপুরে দক্ষিন জেলা এসোসিয়েশন কমিটির পক্ষ থেকে পুলিশ সুপার জৈল সিং মিনার হাতে সামাজিক মাধ্যমে একজন বরিষ্ঠ সাংবাদিকের নামেকুৎসা ও মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে তদন্ত ও ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য এজাহার তুলে দিল এসোসিয়েশন এর এক সাংবাদিকের প্রতিনিধি দল। পাশাপাশি এ দিন বিলোনিয়া এসডিপিও সৌম্য দেববর্মর হাতেও বিলোনিয়া মহকুমা এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে তূলে দেওয়া হয় এজাহার কপি।

উল্লেখ্য গত ১৮ জুন, ২০২০ইং তারিখে বিকেল ৪টা নাগাদ রাজধানী আগরতলাস্থিত সচিবালয়ের

ছয়ের পাতায় দেখুন

পট্রোল ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/বিলোনায়, ৩০ জুন।। ধারাবাহিকভাবে পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এইবার সরব হলো বামপন্থী ছাত্র সংগঠন এস এফ আই ও টি এস ইউ। মঙ্গলবার রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে শামিল হয় এই দুই সংগঠনের নেতৃত্ব ও কর্মী সমর্থকরা। এদিন রাজধানীর রাধানগর স্ট্যান্ড সংলগ্ন পেট্রোল পাম্পের সম্মুখে গলায় প্লে-কার্ড ঝুলিয়ে বিক্ষোভে সামিল হয় এস এফ আই ও টি এস ইউ-র কর্মী সমর্থকরা। এই দিনের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন এস এফ আই-র রাজ্য সম্পাদক সন্দীপন দেব। তিনি জানান করোনা আবহের মধ্যে ধারাবাহিক ভাবে পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের মূল্যবৃদ্ধি না পেলেও দেশের সরকার অতিরিক্ত শুল্ক যোগ করার ফলে পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্য ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সার্বিকভাবে সবকিছুর উপর তার প্রভাব পড়ছে। এই পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে ছাত্ররা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভে শামিল হয়েছে।

লাগামহীন পেট্রোল ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে রাজনৈতিক তরজা সারা দেশের রাজ্যেও। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি এই ইস্যুতে মাঠে নেমে পেট্রো পন্যের উপর মূল্য বৃদ্ধির প্রত্যাহারের দাবিতে লাগাতার কর্মসূচি হাতে নিয়ে মাঠে নেমে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। মঙ্গলবারও বিলোনিয়াতে সোচ্চার হলো বামপন্থী ছাত্র সংগঠন। পেট্রোল ডিজেলের বর্ধিতমূল্য প্রত্যাহারের দাবিতে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখালো। সিপিআইএম বিলোনিয়া বিভাগীয় পাটি অফিসের সামনে থেকে শুরু হয় বিক্ষোভ মিছিল। বাইকের সামনে দাবির পোস্টার সেঁটে দিয়ে , বাইক না চালিয়ে, বাইককে ঠেলে ঠেলে নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। বাইক ঠেলে ঠেলে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে করতে মিছিল টি ডজ্ঞঙ্কজ্জ ঙ্কখদ্রব্রদ্ধএর সামনে পর্যন্ত গেলে মিছিল আটকায় দেয় পুলিশ।

এরপরেই পুলিশের সাথে বিক্ষোভকারিদের বাকবিতণ্ডা শুরু হয়ে যায়। কিছুক্ষন বাকবিতণ্ডার পর মিছিলটি সেখান থেকে মিছিলটি ঘুরিয়ে আবার ফিরে যায় পার্টি অফিসের সামনে। ছাত্র সংগঠনের মহকুমা কমিটির সম্পাদক সুকান্ত মজুমদার পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন আমরা লাডাউনের নিয়ম কানুন মেনে বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে পুলিশের দ্ধারা বাধা প্রাপ্ত হচ্ছি। আমরা মানুষের পাশে আছি। পাশাপাশি পেট্রল ও ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি প্রত্যাহারের দাবি জানান।

করোনা প্রকোপের মধ্যেও ত্রিপুরা সরকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প রূপায়ণ করে চলেছে : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। ত্রিপুরায় করোনাজনিত উদ্ভূত পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প রূপায়ণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ত্রিপুরাবাসীকে স্বচ্ছ প্রশাসন উপহার দেওয়ার লক্ষ্যে সরকার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। মঙ্গলবার টাউন হল-এ ত্রিপুরা এনএসএস সেলের উদ্যোগে এবং গুয়াহাটিতে অবস্থিত এনএসএস-এর আঞ্চলিক কেন্দ্রের সহযোগিতায় আয়োজিত স্বচ্ছতার উপর একদিবসীয় কর্মশালার উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এ-কথা বলেন। তাঁর দাবি, বর্তমান রাজ্য সরকার এখন পর্যন্ত যা যা সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা জনগণের কল্যাণের জন্যই নেওয়া হয়েছে। কারণ এই সরকার হলো জনগণের সরকার। ব্যক্তিস্বার্থের জন্য কাজ করা এই সরকারের মানসিকতা নয়।

মুখ্যমন্ত্রী আজ বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর সরকারি-বেসরকারি প্রতিটি ক্ষেত্রেই কর্মসংস্কৃতি ফিরে এসেছে, যা বিগত সরকারের আমলে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছিলে। সরকারি বিভিন্ন বিভাগের প্রতিটি ক্ষেত্রে ডিজিটালাইজেশন করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, সম্প্রতি রাজ্যে আরও ১১০০ স্পেশাল পুলিশ অফিসার (এসপিও) নিয়োগের মতো সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। বর্তমান রাজ্য সরকার ক্ষমতায় আসার পরই রাজ্যের হোমগার্ডদের বেতন ৬ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৮ হাজার টাকা করা হয়েছে। তিনি কটাক্ষের সুরে বলেন, ভাতা বৃদ্ধির জন্য তাদের কোনও আন্দোলন করতে হয়নি। এছাড়াও রাজ্যের বর্তমান এসপিও-দের মধ্য থেকে ৩৫০ জনের উপর এসপিও-কে ড্রাইভার পদে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার।

তিনি বলেন, ত্রিপুরায় করোনা মোকাবিলার পাশাপাশি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে আরও উন্নতির লক্ষ্যে রাজ্য সরকার গুচ্ছ পরিকল্পনা নিয়েছে। করোনা সংক্রমণজনিত উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ত্রিপুরার প্রত্যেক পরিবারকে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে গো-পালন, হাঁস পালন, মুরগি পালন, ফল চাষ সহ ১০টি বিষয়ে ঋণ প্রদান করার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। এছাড়া রাজ্যের ছোট ছোট দোকানের ট্রেড লাইসেন্স প্রদান, ইন্স্যুরেন্সের ব্যবস্থা এবং ভরতুকিতে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করেছে ত্রিপুরা সরকার। এর ফলে রাজ্যের প্রায় দেড় লক্ষ পরিবার উপকৃত হবেন বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা ব্যক্ত করেন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, করোনা সংক্রমণ মোকাবিলায় ত্রিপুরা দেশের মধ্যে বিশেষ স্থানে রয়েছে। তিনি তথ্য দিয়ে বলেন, দেশে করোনা আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হার যেখানে ৩ শতাংশ তা আমাদের রাজ্যে মাত্র ০.০৭ শতাংশ, দেশে করোনা রোগীর সুস্থতার হার যেখানে ৫৮.৬২ শতাংশ তা আমাদের রাজ্যে ৮২.৬ শতাংশ। এছাড়া নমুনা সংগ্রহে দেশে প্রতি মিলিয়নে যেখানে ৬,০১৫ জন তা আমাদের রাজ্যে ১৫,৩৪২ জন।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবের দাবি, রাজ্যের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ততা, বিভিন্ন স্বাস্থ্যে প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন এবং এনএসএস-এর সঙ্গে একযোগে কাজ করার ফলে করোনা সংক্রমণ মোকাবিলায় রাজ্য দেশের মধ্যে প্রথম সারিতে রয়েছে। তিনি এনএসএস স্বেচ্ছাসেবীদের উদ্দেশ্যে বলেন, ত্রিপুরায় শৃঙ্খলা স্থাপনে এবং ড্রাগমুক্ত করার লক্ষ্যে সচেতনতামূলক কর্মসূচি বেশি

ছয়ের পাতায় দেখুন

আইনমন্ত্রীর অপব্যাখ্যা একাংশের পুলিশ অফিসার ও জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে ঃ সিপিএম

আগরতলা, ৩০ জুন ।। রাজ্যের আইন মন্ত্রীর বক্তব্যকে কেন্দ্র করে সিপিএম রাজ্য সম্পাদকমন্ডলী মঙ্গলরবার এক বিবৃতি দিয়েছে। বিবৃতিতে সিপিএম উল্লেখ করেছে, রাজ্যের বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকারের আইন দপ্তরের মন্ত্রী রতনলাল নাথের ২৯ জুনের সংবাদ সম্মেলনের বক্তব্য রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর দৃষ্টিতে এসেছে। আইনমন্ত্রী বলেছেন রক্তদান, ত্রাণ কাজে বাধা দানকারীদের পুলিশ আইনত গ্রেপ্তার করতে পারে না, কেবলমাত্র নোটিশ দিতে পারবে। আইনমন্ত্রী যুক্তি দেখিয়েছেন, সুপ্রীম কোর্ট ৭ বছর পর্যন্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধের অপরাধীদের নাকি গ্রেপাতর করার বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে।

আইন দপ্তরের মন্ত্রীর এ বক্তব্য সম্পূর্ণ আইনের পরিপন্থি। ফৌজদারি কার্যবিধির ৪১(১) ধারায় বলা হয়েছে, পুলিশ অফিসার ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ বা গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ছাড়া নীচে বর্ণিত কারণে গ্রেপ্তার করতে পারেব। পুলিশ অফিসারের যদি মনে করেন কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে দায়ের কথা অভিযোগ, তথ্য বা সন্দেহ হয় যে ওই ব্যক্তি কোন অপরাধ সংঘটিত করেছে। পুলিশ অফিসার যদি সন্তুষ্ট হন যে, ওই ব্যক্তিকে আবারও সে ধরনের অপরাধ যাতে সংঘটিত করাত না পারে, বা সংঘটিত অপরাদের তদন্তের প্রয়োজনে বা ওই ধরনের অপরাধী যাতে ক্ষাক্য প্রমাণ লোপাট নষ্ট করতে না পারে। অপরাধী ওই ঘটনার সাক্ষীদের ভয়ভীতি প্রদর্শন কিংবা অনুরোধ উপরোধ ইত্যাদির দ্বারা পুলিশ ও আদালতে ঘটনা সংক্রান্ত তথ্য জানাতে বিরত রাখতে পারে। যদি ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার না করা হয় আদালতে তার হাজিরা নিশ্চিত করা যাবে না। পুলিশ অফিসার তার কারণ লিপিবদ্ধ করবে।

ফৌজদারি কার্য্য বিধি এই ধারা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে উপযুক্ত ঘটনার ক্ষেত্রে পুলিশ গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ছাড়াই যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে পারবে। তবে তাকে অবশ্যই গ্রেপ্তারের যথাযথ কারণ আদালতে জানাতে হবে।

সুতরাং, আইনমন্ত্রীর বক্তব্য ফৌজদারী কার্যবিধির ৪১(১) ধারায় সম্পূর্ণ পরিপন্থী। বিভ্রান্তি ছড়ানোর উদ্দেশেই মন্ত্রী এ ধরনের বক্তব্য রেখেছেন।

সুপ্রীম কোর্ট অর্নেশ কুমার বনাম বিহার সরকার মামলা এবং সংক্রান্ত আপীল মামলায় ১৯১৪ সালের ১২৭৭ নং মামলায় ২০১৪ সালের ২রা জুলাই সুস্পষ্ট রায় দিয়েছে ঃ ১১.১. সমস্ত রাজ্য সরকারগুলোকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে কোন পুলিশ অফিসার যেন অযথা ভারতীয় দন্ডবিধির ৪৯৮ (ক) ধারায় যুক্ত ব্যক্তিকে বিনা কারণে গ্রেপ্তার না করে। সে ক্ষেত্রে অবশ্যই যেন ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৪১(১) (বি) ২) ধারায় নির্দেশিত নিয়মাবলী পালন করা ১১.২ প্রত্যেক পুলিশ অফিসারকে গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে অনুসন্ধান তালিকা (চেকলিষ্ট) ৪১ (১) (বি) (২) ধারা অনুযায়ী সরবরাহ করতে হবে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

বন্যা, জল থই থই ব্রহ্মপুত্র, এর মধ্যেই মানকাচরে ভারত-বাংলা সীমান্তে নয়টি গরু সহ আট পাচারকারী গ্রেফতার

দক্ষিণ শালমারা (অসম), ৩০ জুন (হি.স.) : একদিকে করোনার থাবা, অন্যদিকে ভয়াবহ বন্যা, ব্রহ্মপুত্র টই-টুম্বুর। গোটা রাজ্যজুড়ে এই দুইয়ের বিভীষিকা যখন চলছে তখন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত পার করে গরুর চোরা কারবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এ রকমই এক খবর এসেছে মানকাচরের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে নিয়োজিত বিএসএফ-এর কাছ থেকে। জানা গেছে, বাংলাদেশে পাচার করতে গিয়ে নয় (৯)-টি গরু সহ বিএসএফ জওয়ানদের হাতে পাকাড়াও হয়েছে আট পাচারকারী।মঙ্গলবার এই খবর দিয়ে বিএসএফ-এর এক সূত্র জানিয়েছে, গতকাল সোমবার রাত প্রায় ২:০০টা নাগাদ জেলার দক্ষিণ শালমারা থানা এলাকার শিশুমারা এবং বরাইরআলগা সীমান্তরক্ষী ক্যাম্পের অধীন ব্রহ্মপুত্র নদ দিয়ে বাংলাদেশে গরু পাচার করতে গিয়েছিল কতিপয় পাচারকারী। গোটা এলাকা জলমগ্ন। এমতাবস্থায় কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানরা ছুটে গিয়ে ছয়টি গরু সহ মেহের সাইফুল হক, রফিকুল ইসলাম, রফিকুল হক, আফতার আলি, সাফিদুর ইসলাম এবং নুরউদ্দিন শেখ নামের ছয় পাচারকারীকে আটক করেন।

অন্যদিকে শিশুমারা বিএসএফ ক্যাম্প এলাকার আরেক জায়গা থেকে জিয়ারউল এবং আশাদুল ইসলাম নামের দুই পাচারকারীকে আটক করে তাদের হেফাজত থেকে তিনটি গরু উদ্ধার করেন শিশুমারা বিএসএফ জওয়ানরা। সূত্রটি জানিয়েছে, ইতিমধ্যে নয়টি গরু সব আট পাচারকারীকে খারুয়াবান্ধা পুলিশ ফাঁড়ি কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। গরু পাচারের অভিযোগে আট পাচারকারীর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে গ্রেফতার করেছে খারুয়াবান্ধা পুলিশ।

বিএসএফ-এর সূত্রটি জানিয়েছে, অতিসম্প্রতি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে তাঁরা প্রায় ১৫ হাজার গরু উদ্ধার করেছেন। তবে লকডাউনের বলে বাংলাদেশে গরু পাচার প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু লকডাউন শিথিল হওয়ায় এবং আনলক-১ জারি হওয়ার পর বন্যার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে গরুর চোরা-বেপারিরা।

সোনামুড়ার বিভিন্ন স্থানে গাঁজার নার্সারি ধ্বংস করল প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩০ জুন।। লকডাউন চলাকালেও গাঁজা চাষিরা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সুযোগ বুঝে গাঁজা চাষ অব্যাহত রেখেছে। তাতে পুলিশ ও শুল্ক দপ্তরের কর্মকর্তাদের চোখের ঘুম উবে যাওয়ার উপক্রম। গত কয়েকদিন ধরেই সিপাহীজলা জেলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে গাঁজার নার্সারি ধ্বংস করতে অভিযানে নেমেছে পুলিশ ও শুল্ক দপ্তরের কর্মকর্তারা। তাতে ব্যাপক সাফল্য মিলেছে। আজও সিপাহীজলা জেলার সোনামুড়া মহকুমার বাতাদোলা, ময়নামা সহ কয়েকটি এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমান গাঁজার নার্সারি ধ্বংস করা হয়েছে। মঙ্গলবার দেড় লক্ষাধিক গাঁজার চারা ধ্বংস করা হয়েছে বলে প্রসাশন সূত্রে জানা গেছে। এই ধরনের অভিযোগ অব্যাহত থাকবে বলে প্রশাসনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, রাজ্য সরকার রাজ্যকে নেশামুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার অঙ্গিকার গ্রহণ করেছেন। শুধু মদ ও ফেন্সিডিল নয়, গাঁজা চাষ ও গাঁজা পাচার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তা সত্বেও রাজ্যে গাঁজা চাষ ব্যাপক হারে চলেছে। প্রশাসনের নির্দেশকে তোয়াক্কা না করে গাঁজা চাষ এবং গাঁজা পাচার অব্যাহত রয়েছে। গত কয়েকদিন ধরে গাঁজার নার্সারি ধ্বংস করার ঘটনার মধ্যে দিয়ে তা প্রমাণ মিলেছে।

এনআইটি আগরতলায় ওয়েবিনার

আগরতলা, ৩০ জুন ।। গত ২৪ শে জুন এনআইটি আগরতলায় একটি ওয়েবিনারের আয়োজন করা হয়েছে। ওয়েবিনারটির শীর্ষক হল উত্তর পূর্বাঞ্চলের পরিপ্রেক্ষিতে কোভিড পরবর্তী যুগে কারিগরী শিক্ষা কোভিড ১৯ এর মহামারী জনিত কারণে বর্তমানে অধ্যয়নগত বিষয়গুলি অফলাইন লোড হতে অনলাইন মোডে অগ্রসর হচ্ছে। ওয়েবিনারটির উদ্দেশ্য হল কোভিড পরবর্তীযুগে উত্তর পূর্বাঞ্চলের পরিপ্রেক্ষিতে কারিগরী শিক্ষার অধ্যয়নগর কার্যকলাপ বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যত সম্ভাবনাগুলি সম্বন্ধে ফলপ্রসূ আলোচনা করা।

ওয়েবিনারটির মূল বক্তা ছিলেন আইআইটি গৌহাটির অধ্যাপক উদয় শংকর দীক্ষিত এভং শিক্ষা সংস্কৃতি উত্থানে নিয়াস, নয়াদিল্লির জাতীয় সচিব শ্রী অতুল ভাই কোঠারি। আর ওয়েবিনারেরর গেস্ট স্পীকার ছিলেন এনআইটি মণিপুরের অধিকর্তা, অধ্যাপক গৌতম সূত্রধর।

এনআইটি আগরতলার অর্ধিকর্তা ওয়েবিনারে অংশগ্রহণকারী ছাত্র ছাত্রীসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকলের উদ্দেশ্যে স্বাগত ভাষণ দিয়েছিলেন, তিনি কারিগরী শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিদিনের অধ্যয়নগত কার্যক্রম, বহুসুখী চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনাগুলি আলোচনা করেন।

এদিকে, এনআইটি মণিপুরের অর্ধিকতা গৌতম সূত্রধর উত্তর পূর্বাঞ্চলের এনআইটি গুলির অধ্যায়নগত ও অন্যান্য বিষয়ে বিভিন্ন কার্য্যকলাপের ক্ষেত্রে নানা ধরনের সমস্যার কথা আলোচনা করেছিলেন। এছাড়া, উত্তর পূর্বাঞ্চলের শিক্ষার্থীদের দেশের অন্যান্য অংশের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে নানাহ সমস্যার কথা উল্লেখ করেছিলেন।

এনআইটি আগরতলার অধ্যাপক প্রসূন চক্রবর্তী করোনা পরবর্তী যুগে কারিগরী শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে ভবিষ্যাপেক্ষ মডেল সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন। আর এনআইটি আগরতলা অধ্যাপক ডঃ শ্রীমন্ত রায়, কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রে হাই ব্রিড ধরনের শিক্ষা মূলক সরঞ্জামের কথা আলোচনা করেন।

ওয়ারিশ আলী হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাল ত্রিপুরা রাজ্য জমিয়ত উলামায়ে হিন্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া , ৩০ জুন।। ওয়ারিশ আলী হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান ত্রিপুরা রাজ্য জমিয়ত উলামায়ে হিন্দ। মঙ্গলবার সংগঠনের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে গন্ডাছড়া থানার ওসি, গন্ডাছড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এবং গন্ডাছড়া মহকুমা শাসকের নিকট চার দফা দাবি সনদ বাহক মারফৎ একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন। দাবি গুলো হল - সেকশন ৩০২ আইপিসি দায়েরকৃত এফআইআর অনুযায়ী দুষ্কৃতিকারিদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির প্রদান করতে হবে। নিহত ওয়ারিশ আলির স্ত্রীর চিকিৎসার খরচ সরকারী ভাবে বহন করতে হবে। ওয়ারিশ আলির পরিবারকে দশ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে। গন্ডাছড়া বসবাসকারী সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার নিশ্চিত করতে হবে। এদিন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি মুফতী তৈয়ীবুর রহমান সোনামুড়া রাঙ্গামাটি থেকে সাংবাদিকদের এই কথা জানান।

ফের মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল জম্মু ও কাশ্মীর, কম্পাঙ্ক ৪.০

শ্রীনগর, ৩০ জুন (হি.স.): ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল জম্মু ও কাশ্মীরঊ মঙ্গলবার মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন প্রান্তঊ রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.০। ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকায় ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের কোনও খবর নেইঊ তবে, ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায় জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষজনের মধ্যে।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।